শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড)
বাগবাজার, কলিকাতা - ৭০০০০৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ত:

শ্রীশ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত অধস্তন গৌড়ীয় মিশনের ভূতপূর্ব আচার্য্য ও প্রেসিডেন্ট নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়।

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের অভীষ্টানুসারে প্রথম প্রকাশিত।

প্রকাশক :
গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড)
বাগবাজার, কলিকাতা - ৭০০০০৩

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী ঠাকুরের শত বর্ষপূর্তি আবির্ভাব স্মৃতি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের দ্বিতীয় বার্ষিক তিরোভাব তিথি পূজা-বাসরে প্রথম প্রকাশিত :
২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রাপ্তি স্থান —

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা - ৭০০০০৩

(২) শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ
স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

(৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
সোনারপুরা, বারাণসী

মুদ্রক :
অনুপ প্রিন্টার্স
বারাণসী - ২২১ ০০১

-ঃ প্রণাম মন্ত্র ঃ-

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় সরস্বতী প্রিয়াত্মনে।
শ্রীমতে ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবতাভিধায়িনে॥
ভাগবত কথাস্বাদি-ভক্তি বিজ্ঞানদায়িনে।
গুরুগৌরাঙ্গ-নিষ্ঠায় শ্রীহরি কীর্ত্তনমোদিনে॥
ভক্তসংগসুখানন্দি-সিদ্ধান্তার্ণব রূপিণে।
ভক্তিবিনোদ-ধারাস্নাতাচার্য্য-প্রভবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিনম্র নিবেদন

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুম্ দীনতারণম্॥

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের কৃপায় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের "সংক্ষিপ্ত জীবনী" গ্রন্থটি প্রকাশিত হলেন। এই মহাপুরুষের অতিমর্ত্ত্য চরিত - কথা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র, দেহারামী, প্রতিষ্ঠাকামী সাধক জীবের পক্ষে বর্ণনা করা কোন কালেই সম্ভব নয়। তাঁর কৃপা প্রাপ্ত জনের দ্বারাই ইহা সম্ভবপর। তিনি কয়েকবার তাঁর প্রিয় সেবক শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজকে এ বিষয়ে প্রেরণা দিয়েছিলেন। কিন্তু মিশনের বিভিন্ন দ্বায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তিনি তা করে উঠতে পারেন নি। সে জন্য মাদৃশ অধমের নিকট এক সময় খেদ প্রকট করেছিলেন। জানি না তাঁর সেই খেদই হয়তো কৃপা মূর্ত্তি ধরে আমার মধ্য দিয়ে গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হলেন।

গৌড়ীয় গগনের এক তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় শুদ্ধ ভক্তিধারাকে রক্ষা করে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ যে সুন্দর সুললিত গতি দান করেছিলেন, পরবর্ত্তীকালে পুনরায় এক ঘূর্ণি প্রবাহিত হয়ে সেই ধারার গতিকে বিক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু করুণাময় গৌরহরি পুন: দুই মহাজনকে জগতে প্রেরণ করে সেই ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। সেই দুই মহাজনের যৌথ চেষ্টায় ভক্তি ধারা পুনরায় সুন্দর সরল গতিতে প্রবাহিত হয়েছিল। আমাদের হৃদয় শুদ্ধ ভক্তির সৌগন্ধে মেতে উঠেছিল। ভক্তির উদ্যানে কত বীজ অঙ্কুরিত, কত চারাগাছ বর্দ্ধিত, কত লতায় কলি ফুটে উঠেছিল। ভক্তি দেবীও সেই দেখে প্রফুল্লিত ও আহ্লাদিত হয়েছিলেন। সেই দুই মহাজন হলেন শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ। এঁদের মধ্যে একজন গুরু রূপে, একজন সেক্রেটারী রূপে নয়, বরং দুজনেই গুরুর কাজ করে শুদ্ধ ভক্তি দেবীকে নন্দিত করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই কোন

কোন ভাগ্যবান সাধক লক্ষ্য করেছেন। শ্রী শ্রীল আচার্য্যপাদ সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর সেক্রেটারীরূপে থেকে শ্রীল গুরুমহারাজের লীলার কেবল পুষ্টি সাধন করেছেন তা নয়, তিনিও কৃষ্ণেচ্ছায় শিক্ষা গুরুর আসন লাভ করে ভক্ত আর ভক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টার কোন অংশে কোন প্রকার ত্রুটি রাখেন নি। তাঁর দান ভক্তি - জগতের কোন সাধক কোনদিনই ভুলতে পারবে না। এতদিন যাবৎ তাঁর জীবন - চরিত লিপিবদ্ধ হয় নাই তা আমাদের অযোগ্যতাই বটে। গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের নির্দেশানুসারে অতি অল্প সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলেন। মদীয় শিক্ষা গুরুদ্বয় পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি আশয় আশ্রম মহারাজও পরম পুজনীয় ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি জীবন হরিজন মহারাজের কৃপাশির্বাদ গ্রন্থ রচনায় যথেষ্ট বল প্রদান করেছে। পরম পূজনীয়া শ্রীমতী শিবানী দাসগুপ্তা, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসগুপ্তা ও শ্রীমতী অশোকা চক্রবর্তী গ্রন্থরচনায় ও প্রুফ সংশোধন কার্য্যে প্রাণপণ সাহায্য করেছেন। শ্রীযুক্তা মনিমঞ্জুরী দাসীর সহযোগও উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থ রচনার উপকরণ হিসাবে দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, শ্রীভক্তি পত্র, গৌড়ীয়, শ্রীল গুরুমহারাজের দিন-পঞ্জী, শ্রীপাদ শিবদবাস্তব প্রভুর দিন-পঞ্জী এবং কিছু নিজ অনুভূতি ও প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভূতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় অধমের অযোগ্যতা পরিলক্ষিত হলেও করুণাময় বৈষ্ণবগণ নিশ্চয়ই এ অযোগ্যকে ক্ষমা করবেন এই প্রার্থনা।

শ্রীলভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী
মহারাজের দ্বিতীয় বার্ষিক তিরোভাব
তিথি, ২২ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী,
অযোগ্য
শ্রীভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী দাস

শ্রী শ্রীল আচার্য্যপাদ

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ত:
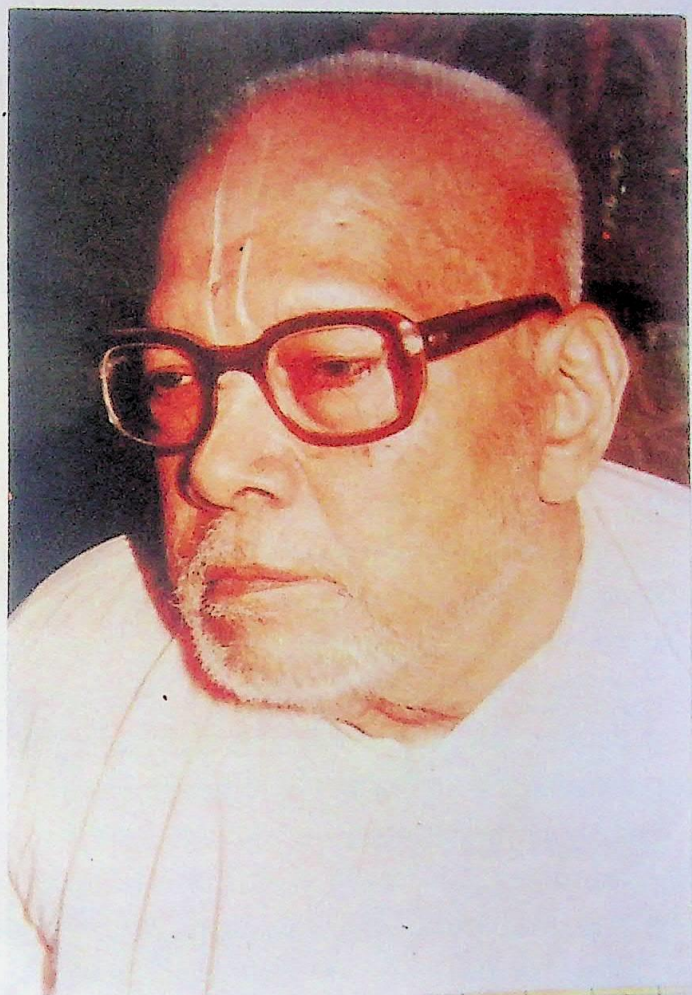
শ্রী শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ মধুপানন্যাভিলাষোজ্ঝিতান্।
পূর্ণপ্রেম রসোৎসবোজ্জ্বল মনোবৃত্তি প্রসন্নাননান্॥
শশ্বৎ কৃষ্ণকথা মহামৃত পয়োরাশৌ মুদা খেলতো
বন্দে ভাগবতান্ ইমাননুলবং মূর্দ্ধ্ণা নিপত্য ক্ষিতৌ॥

গৌরপার্ষদবর শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বিরচিত মহাভাগবতের গুণ সমন্বিত "শ্রী ভাগবতাষ্টকম্" আমরা অনুশীলন করে থাকি। ঐ সকল মহাগুণ যুক্ত ভাগবতগণের দর্শন অতি দূর্লভ। এঁদের সচরাচর দেখা যায় না। এঁরা বৈকুণ্ঠদূত, কখনও কখনও নেমে আসেন ধরাধামে। বদ্ধাবস্থায় জীব সহজে এঁদের চিন্‌তে পারে না। এঁদের মহাগুণ গুলিও সাধারণ জীবের চক্ষুগোচর হয় না। কিন্তু ভগবান্ করুণাময়, তিনি বদ্ধজীবকুলকে মহাভাগবতের দর্শন থেকে কখনই বঞ্চিত করেন না। কোন না কোন মহাজনকে তিনি পৃথিবীর বুকে সর্বক্ষণ প্রকট রাখেন। এইরূপ মহাজনের দর্শন দুর্লভ হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের ভাগ্যাকাশে সুলভ হয়েছিল। এক জীবন্ত ভাগবত আমাদের নয়নগোচর হয়েছিলেন। সেই মহাপুরুষের নাম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজ। মহা ভাগবতের গুণ গুলি জীবন্ত রূপ ধারণ করেছিল এঁর মধ্যে। কৃষ্ণকথা মহামৃত পয়োরাশির মধ্যে খেলা করা এবং অন্যকে খেলানোর চেষ্টা এই মহাপুরুষের জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন উপায় নেই একমাত্র কান ছাড়া" — প্রভুপাদের এই বাণীর প্রকৃষ্ট সেবক রূপে প্রত্যেকটি জীবের কর্ণেন্দ্রিয়কে জোর পূর্বক মধুবর্ষী হরিকথা শুনিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। "পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশ:" —এই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। তাঁর বীর্যবতী বাণী সাধকের সকল প্রকার অনর্থকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। দীর্ঘ ১০ বৎসর কাল কেবল হরিকথা, হরিসেবা, হরিপ্রসঙ্গের দ্বারা মিশনকে সুসংরক্ষিত

করে রেখেছিলেন — এই মহাজন। এঁর অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

আবির্ভাব লীলা

শ্রীশ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজ পূর্বাশ্রমে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার রূদাঘরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে আর্বিভূত হন। তাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত সীতানাথ হালদার তিনি পরম ধার্মিক ও উদার ছিলেন। তাঁর সাধ্বী স্ত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীও পরমা ভক্তিমতী ছিলেন। শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর গর্ভে এই অপূর্ব শিশুর জন্ম হয়। দিনটিও ছিল পরম পবিত্র-জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা তিথি। নীলাচলচন্দ্র শ্রী জগন্নাথদেবের শুভ প্রাকট্য তিথি — স্নান যাত্রা দিবস। বাংলা ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) অনুরাধা নক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর আর্বিভাব হয়। শিশুর অপূর্ব সুন্দর রূপ দেখে পিতা মাতা শিশুর নাম রাখেন — 'শ্রীরূপ লাল'। শ্রী জগন্নাথদেব তাঁর পবিত্র স্নান যাত্রা তিথিতেই প্রিয় পার্ষদকে ধরাধামে অবতরণ করান ও শুদ্ধ ভক্তিধারা সংরক্ষণ করান। এটি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্বেরই সূচক।

শৈশব কালেই গীতাদি শাস্ত্রে প্রবল অনুরাগ

ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন ধার্ম্মিক; গীতা শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রাইমারী স্কুলে বিদ্যা অধ্যয়ন কালেই গীতা পাঠ করতেন এবং বহু অংশ কণ্ঠস্থ করেছিলেন। গীতা পড়তে খুব ভালবাসতেন। যখন তিনি Class V এ পড়তেন ঐ সময় স্কুলের কোন অনুষ্ঠানে গীতার একাদশ অধ্যায় থেকে 'বিশ্বরূপ-স্তব' সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এ ছাড়া রামায়ণ, মহাভারতাদি শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ রুচি ছিল। তিনি প্রত্যহ স্কুল থেকে ফিরে এসে মা'কে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শুনাতেন। শিশুর ধার্ম্মিক প্রবৃত্তি দেখে সকলেই মুগ্ধ হতেন। খেলা ধুলার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না তাঁর।

স্কুলে বৃথা সময় ব্যয় করতেন না। ধার্ম্মিক গ্রন্থ অনুশীলন করতেন। অসৎসঙ্গ করতেন না। শৈশবেই সত্যবাদী ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন।

মাতৃ বিয়োগ

তিনি গ্রামের স্কুলেই পড়াশুনা করতেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র আট বৎসর ঐ সময় হঠাৎ তাঁর মাতা ঠাকুরাণীর দেহান্ত হয়। অল্প বয়সেই মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। কিছুদিন অধ্যয়নের পর তিনি মাতুলালয়ে গমন করেন। ঐ সময় তিনি Class IX (তখনকার 2nd Class) এর ছাত্র। মাতুলালয় ছিল যশোর জেলায়। সেখানে পাঁজিয়া High school এ ভর্তি হন এবং Matriculation পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

দৌলতপুর কলেজে শ্রীল গুরুদেব

বাল্যকাল থেকেই তিনি নিরামিষ আহার গ্রহণ করতেন। সেজন্য পড়াশুনার সময় তাঁকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি দৌলতপুর College এ যখন ভর্তি হন, খাওয়া দাওয়ার জন্য অনেক অসুবিধা হ'ত। ঐ সময় পূর্ববঙ্গের Hindu Academy র Proprietor শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মহাশয়ের সৌজন্যে খুলনা-যশোহরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিজস্ব কলেজ Quarter - এ থাকবার সুযোগ পান। সেখানে তাঁকে নিজ হাতে রন্ধন করতে হ'তো। বাইরের কোন প্রকার আহার্য্য বস্তু তিনি গ্রহণ করতেন না। তাঁর এইরূপ নিষ্ঠা দেখে কলেজের অধ্যাপক-গণ ও সহপাঠী ছাত্রগণ তাঁকে খুব আদর ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সাত্ত্বিক বৃত্তি দেখে সকলেই মুগ্ধ হতেন। প্রতিটি অধ্যাপক তাঁকে প্রীতি করতেন। ঐ কলেজ থেকে B.A পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

গৌড়ীয় মিশনের প্রচারকগণ রূদাঘরা গ্রামে

শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ আদি বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীবৃন্দ একবার খুলনা জেলার রূদাঘরা গ্রামে প্রচারে যান। সেখানে শ্রীরাসবিহারী সাহার গৃহে তাঁরা অবস্থান করেন এবং বিপুলভাবে হরিকীর্ত্তন প্রচার করেন। প্রায় ৩০ জন ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও ভক্ত মিলে প্রচার পার্টী গঠিত ছিল। শ্রীল আচার্য্যপাদ ঐ সময় গৌড়ীয় মঠের কথা প্রথম শ্রবণ করেন। পরবর্ত্তীকালে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সপারিষদ রূদাঘরা গ্রামে শুভাগমন করেছিলেন। তিনি তিন দিন যাবৎ ঐ গ্রামে বিপুল প্রচার করেছিলেন; বিরাট সভা সমিতি ক'রে ভাগবত বাণী প্রচার করেছিলেন। শ্রীযুক্ত হরিপদ হালদার, শ্রীযুক্ত অবিনাশ হালদার মহাশয় শ্রীলপ্রভুপাদের প্রচারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। দৈনিক নদীয়া প্রকাশে (১০ম বর্ষ ৩১ সংখ্যায়) এর বর্ণন পাওয়া যায়। শ্রীল আচার্য্যপাদ ঐ সময় গয়ায় অবস্থান ক'রছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন তখনও তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। তাঁদের কুল গুরু তাঁকে দীক্ষা মন্ত্র দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যপাদ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ গুরুর অনুসন্ধানে তৎপর ছিলেন তাই তিনি উক্ত কুলগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। কারণ তাঁর আচরণ শ্রীল আচার্য্যপাদের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারে নি।

গয়াধামে গমন

বি.এ. পাশ ক'রবার পর শ্রীল আচার্য্যপাদ গয়াধামে গমন করেন। সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় ও পিসাত ভাই বাস করতেন। পিসাত ভাই শ্রীহরিদাস বসু মহাশয় খ্যাত নামা উকিল ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করে ধর্ম্মচর্চা করতেন।

গয়ার শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম তীর্থ ও অনান্য দশনীয় স্থান দর্শনে যেতেন এবং ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করতেন। ঐ সময় স্কুলের ছাত্রদের Private Tution ক'রতেন। তাঁর এক ছাত্র শ্রীযুক্ত রাহুল দাস বর্মন এখনও জীবিত আছেন। তিনি তার পৈতৃক বাড়ী গয়া শহরের কৈরী বাড়ী নামক অঞ্চলে বাস করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স পঞ্চাত্তর বৎসর। তিনি শ্রীল আচার্য্যপাদের নিকট ১৫-১৬ বৎসর বয়সে Tution এ পড়তেন। তার নিকট হতে জানা যায় — "শ্রীল আচার্য্যপাদ একজন সুদক্ষ Teacher ছিলেন। পড়ানো বিষয়ে বিন্দুমাত্র ফাঁকি দিতেন না। ছাত্রদের পাশ ক'রাবার জন্য প্রচুর যত্ন নিতেন। কঠোর শাসন ছিল তাঁর। সময়ে সময়ে আমাদের কান মোলাও খেতে হয়েছে। তিনি নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। সংসারের প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন। পড়ানোর সময় ছাড়া ধর্ম্মগ্রন্থ অনুশীলন করতেন এবং কোথাও কোন পণ্ডিত সাধু এলে তিনি তাঁর নিকট গিয়ে ভক্তি বিষয়ে আলোচনা ও পরিপ্রশ্ন করতেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ

জগৎগুরু শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৯৩৫ সালে গয়াধামে শুভ বিজয় করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত গয়া ধামে গৌড়ীয় বাণী প্রচারোদ্দেশে ১৮ এপ্রিল ১৯৩৫ সালে কলিকাতা হ'তে রওনা হন। ঐ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপ্রণবানন্দ প্রত্ন বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী, গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ- আদি বৈষ্ণবগণ। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ গয়া জিলা স্কুল ও General Post Office এর সন্নিকটস্থ প্রসিদ্ধ শ্যাম বাবুর কুটীতে কয়েকদিন অবস্থান ক'রেন। ১৯/৪/৩৫ ও ২০/৪/৩৫ তারিখে শ্যামবাবুর কুটীতে বিরাট ভাগবত ধর্ম সভার আয়োজন হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আগমনে গয়া শহরে এক ধার্ম্মিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ধর্ম্ম কথা আলোচনা করতে আসতেন। ঐ সময় শ্রীল আচার্য্যপাদের

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র বাবু তাঁকে ডেকে বলেন — "দেখ রূপলাল, তুমি সাধুর অনুসন্ধান কর। এখানে বহু সাধুর সমাগম হয়েছে। গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ এই গয়া ধামে এসেছেন। ইনি পূর্বে আমাদের গ্রামেও (রূদাঘরা) বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী সহ গিয়েছিলেন। ঐ সময় তথায় শুক-পরিক্ষীতের ভাগবত সভার ন্যায় একটি বিরাট ধর্ম্মসভাও করেছিলেন। সেই মহাপুরুষ বর্তমানে নিকটস্থ শ্যাম বাবুর কুটীতে অবস্থান ক'রছেন এবং নিত্য ভাগবত কথা কীর্ত্তন করছেন। তুমি তাঁর নিকট গিয়ে ধর্ম্মচর্চ্চাদি করতে পার"। বড় দাদার নিকট এই কথা শুনে শ্রীল আচার্যপাদ, পিসাত ভাই শ্রীযুক্ত হরিদাস বসুর সহিত ১৯/৪/৩৫ তারিখ অপরাহ্নে ভাগবত ধর্ম্ম সভায় গমন করেন এবং তথায় নিজ গুরু পাদপদ্মের প্রথম দর্শন লাভ করেন। উক্ত সভায় প্রভুপাদের মুখ-নি:সৃত বীর্যবতী বাণী শ্রবণ ক'রে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। ঐ দিন সভার পরে শ্যাম বাবুর বাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁর নিকট রাত্রি ১১ টা পর্যন্ত হরিকথা শ্রবণ করেন। পরদিন প্রাতে পুন: প্রভুপাদের নিকট অমৃতবর্ষী হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রভুপাদ জনৈক Pleader শ্রীললিতমোহন দাসের প্রশ্নের উত্তরে 'শ্রী নামের স্বরূপ ', 'সম্বন্ধ জ্ঞানের আবশ্যকতা' ও 'ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বহু অমূল্য কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্যপাদ ঐ সকল কথা শ্রবণ করে বিশেষ প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় পুন: ভাগবত ধর্ম্মসভায় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে এবং শ্রীল প্রভুপাদ দেড় ঘন্টা কাল ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী কীর্ত্তন করেন। উক্ত সভায় যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম 'গৌড়ীয়' ১৩ শ খণ্ড ৩৭ সংখ্যায় "গয়া ধামে শ্রীল প্রভুপাদ" — এই প্রবন্ধ থেকে এখানে উল্লেখ করা হ'ল। —

"উপস্থিত জনমন্ডলীর মধ্যে আমরা মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম - Advocate শ্রীহরিদাস বসু, শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র রায়, শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীকৃষ্ণ লাল ঘোষ, শ্রীমতী কৃষ্ণ লাল ঘোষ, শ্রীরূপলাল হালদার, শ্রীসৌরেশ চন্দ্র কবিরাজ, শ্রীপ্রভাংশু কুমার বসু, শ্রীহৃষীকেশ প্রামাণিক, শ্রীরমণী মোহন

গঙ্গোপাধ্যায় এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন"।

(গৌড়ীয় ১৩শ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৫৮৭ পৃষ্ঠা)

২১/৪/৩৫ তারিখ সকালে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রী বিলাস বিগ্রহ প্রভু, শ্রী প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে গয়ার বিভিন্ন তীর্থাদি দর্শন করানোর সুযোগ পান শ্রীল আচার্য্যপাদ। তিনি বিষ্ণুপাদপদ্ম তীর্থ, ফল্গুতীর্থ, রামগয়া, ব্রহ্মযোনী, ভীমগয়া প্রভৃতি স্থান দর্শন করান এবং রাত্রে পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অমৃতময়ী হরিকথা শ্রবণ করেন।

গয়াধামে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা

শ্রীল প্রভুপাদ ২১/৪/৩৫ তারিখে গয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম তীর্থ দর্শনে যান। ঐদিন দর্শন ক'রবার পর তিনি বলেন—"এই স্থান আমাদেরই গুরুবর্গের স্থান। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ মাধ্বাম্নায়ভুক্ত, শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ তদনুগত, জগদ্‌গুরু-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরও এই স্থানে মাধ্বাম্নায় স্বীকারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গয়া-যাত্রার সফলতার জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমাধ্বগণের গয়া একটি মহত্ত্বপুর্ণ প্রধান স্থান। শ্রীব্রহ্ম মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তি প্রবাহের মূল উৎসের প্রারম্ভ এই স্থানেই প্রকটিত। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীপদাঙ্কপূত এই মহা পুণ্যময় স্থানে শ্রীস্বরূপ রূপানুগ শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একটি স্থান হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমি বহুদিন হইতে এই আঁশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। ২৯ বৎসর পূর্বে আমি একবার গয়াধামে আসিয়াছিলাম। আজ বহুদিন পরে বোধ হয় কৃষ্ণেচ্ছায় সেই আশা সফল হইতে পারে।" (গৌড়ীয় ১৩শ খণ্ড ৩৭ সংখ্যা) শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীপাদ নেমিমহারাজের সাহায্যে পরদিন ২২/৪/৩৫ তারিখে Church Road, Hill Side, (গয়া ইলেক্ট্রীক পাওয়ার হাউসের পাশে) একটি সুরম্য অট্টালিকা ভাড়া করে শ্রীগৌড়ীয়

মঠ স্থাপন করেন। ঐ দিবস গয়া Town Hall এ এক পারমার্থিক সভার আয়োজন করা হয়। গয়ার Municipal Commissionor, Mr. Kamal Dhari Sahai সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় শ্রীল প্রভুপাদ ভাষণ দেন।

সপ্তাহ কাল ব্যাপী ভাগবত শ্রবণ

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯/৪/৩৫- হ'তে ৩/৫/৩৫ তারিখ পর্য্যন্ত গয়াতে অবস্থান করেন। ২৩ তারিখে তথাকার সুপ্রসিদ্ধ থিয়োজফিক্যাল হল এ বিরাট ভাগবত ধর্ম সভায় তিনি চৈতন্য বাণী প্রচার করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ প্রত্যেকটি ধর্ম্ম সভায় যোগদান করা ছাড়া প্রত্যহ ব্যক্তিগত ভাবে সকাল সন্ধ্যায় প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরিকথা আকণ্ঠপান করতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর প্রতি খুশী হয়ে নিজের অমূল্য সময় ব্যয়ে তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণ করান। শ্রীল আচার্য্যপাদ শুরু থেকেই 'গীতা'র শিক্ষাকে বহু মানন করতেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্বার পরাকাষ্ঠা ও তাঁর উপাসনার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ভাগবতের বহু প্রমাণ দিয়ে বোঝান। ঐ সময় শ্রীল আচার্য্যপাদ মনের সংশয় দূর করবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনেক পারমার্থিক প্রশ্ন করেছিলেন এবং এক প্রকার বাক্য যুদ্ধ চলছিল। তাঁর নিজ মুখে শোনা যায় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গীতার —

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপুর্ব্বকম্ ॥"

- এই শ্লোকটি উল্লেখ ক'রে অন্যদেব-দেবীর উপাসনার দ্বারাও কৃষ্ণ উপাসনা হয় এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত শ্লোকের 'অবিধিপূর্বকম্' শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের ঐ শব্দটির উপর পূর্বে বিশেষ ধ্যান ছিল না। ঐ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বহু শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়ে শ্রীহরিভজনের শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করেন। তিনি শ্রীল আচার্য্যপাদকে ঘন্টার পর ঘন্টা শ্রীহরি কথা পান করান। শ্রীহরি কথা

কীর্ত্তনকালে শ্রীল প্রভুপাদের সময়-জ্ঞান থাকত না। আহার নিদ্রা ভুলে যেতেন। ঐ সময় তাঁর সেবকগণ তাঁর আহার ও বিশ্রামের অনিয়মতা দেখে শ্রীল রূপলালজীকে (আচার্য্যপাদ) ইঙ্গিতে উঠে যেতে বল্‌তেন। কিন্তু যেমন বক্তা, তেমনি ছিল তাঁর শ্রোতা! শ্রোতাও ছিলেন নাছোড়বান্দা, তিনি সপ্তাহকাল বহু প্রশ্নের দ্বারা শাস্ত্রের সারগর্ভ উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম ক'রার চেষ্টা ক'রেছেন। যখন অন্তরের সব সংশয় দূর করে দিলেন শ্রীল প্রভুপাদ, তখন তাঁর শ্রীচরণতলে পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত ক'রলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অশেষ কৃপায় ভাগবত শাস্ত্রে বিশেষ রুচি লাভ ক'রলেন। সেই থেকেই তাঁর শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন শুরু হ'লো। শ্রীল প্রভুপাদের এই অল্পকালের সঙ্গ প্রভাব তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন ক'রলো। শ্রীমদ্ভাগবত তখন তাঁর প্রাণস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াল।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার-ধারায় সিক্ত হয়ে শ্রীল আচার্য্যপাদের ভাগবত ধর্ম্মের প্রতি ক্রমে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মায়। তিনি নিয়মিত মঠে যাতায়াত করতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ গয়া হ'তে বৃন্দাবনাভিমুখে শুভবিজয় করেন। তথা হ'তে দিল্লীতে কিছুদিন প্রচার ক'রে পুনরায় ১১/১১/৩৫ তারিখে গয়াধামে শুভ বিজয় করেন। তিনি গয়া-শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৩/১১/৩৫ তারিখে শ্রীগৌর-হরি ও শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করেন। বহু মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্ত উৎসবে সমবেত হ'য়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভুষণ প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তি বৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রী ব্রজেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্‌সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী আদি উল্লেখযোগ্য। শ্রীল আচার্য্যপাদও ঐদিন উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ মহত্ত্বপূর্ণ দিনে শ্রীল প্রভুপাদ একই সঙ্গে তাঁকে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা প্রদান ক'রেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর নাম দিলেন-'শ্রীরূপবিলাস দাস ব্রহ্মচারী।' ঐদিন থেকেই গুরুগৃহে বাস ক'রে হরিভজন ক'রবার সংকল্প গ্রহণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে গয়া মঠের সেবায় নিযুক্ত ক'রে ঐ দিনই কলিকাতা-যাত্রা করেন। সেই থেকেই শ্রীল আচার্য্যপাদ গয়া মঠের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রেন। তিনি স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মঠবাসী হন এবং গয়া মঠেই বেশ কিছু কাল যাবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকায় অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান নি। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ স্নেহ দৃষ্টি এঁর উপর সর্বদা বর্ষিত হচ্ছিল।

আদর্শ মঠবাস-জীবন

শ্রীল আচার্য্যপাদ আচরণশীল নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী ছিলেন। ইনি সাধারণ ভাবে থাকতে ভালবাসতেন। নিজের বেশভূষার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। সাদা ধুতি, জামা ও চাদর ব্যবহার ক'রতেন। নিজ হাতে বস্ত্রাদি পরিষ্কার ক'রতেন। কোনদিন কারও সেবা গ্রহণ ক'রতেন না। মঠের যাবতীয় সেবা প্রয়োজনানুসারে ক'রতে পারতেন। মঠটিকে নিজ গৃহ মনে করে আপন বোধের সঙ্গে সেবা করতেন। ঝাড়ু দেওয়া, বাসন-মাজা আদি সেবাও প্রীতির সঙ্গে অহংকার শূন্য হ'য়ে ক'রতেন। তিনি অপরিচ্ছন্নতা একেবারেই পছন্দ ক'রতেন না। অপরিষ্কার দেখলেই স্বয়ং সেই কাজে প্রবৃত্ত হ'তেন। সর্বদা পরমধন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অনুশীলনে নিমগ্ন থাকতেন। বৃথা সময় নষ্ট ক'রতে একেবারেই পছন্দ করতেন না। মঠে সমাগত ভক্তদের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করে পরম আনন্দিত হ'তেন। হরিকথা কীর্ত্তন তাঁর স্বভাবগত ধর্ম্ম ছিল। তিনি ব্রহ্মচারী অবস্থার থেকে মিশনের সেবাসচিব থাকা অবস্থা পর্য্যন্ত এবং পরবর্ত্তী কালে আচার্য্য লীলায়ও কোন দিন শ্রীহরি কথা কীর্ত্তনে বিরত হন নি। এই জন্য পরবর্ত্তী কালে তাঁকে 'উপদেশক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের অযাচিত সঙ্গলাভ ও গয়া মঠের দায়িত্ব গ্রহণ

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শাস্ত্রানুরাগ ও হরিকথায় বিশেষ রুচি দেখে অত্যন্ত স্নেহ ক'রতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের কাছে ডেকে সঙ্গ দিতেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ এলাহাবাদে শুভবিজয় করেন। তথায় ঐ বৎসর অর্দ্ধকুম্ভ যোগ ছিল। সেই উপলক্ষে বহু জনসমাগম হয়। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশে সেখানে এক বিরাট শ্রীপরমার্থশিক্ষা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় তিনি শ্রীল আচার্য্যপাদকে ডেকে আনিয়েছিলেন। তথায় তাঁকে কিছুদিন নিজ সঙ্গ দান করেন এবং শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন এবং গয়া মঠে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইতি পূর্বে শ্রীপাদ সর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী তথাকার মঠ-রক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। মঠ-রক্ষক পদে নিযুক্ত হয়ে খুব দক্ষতার সহিত মঠের সেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেন। শ্রীল প্রভুপাদ ১২/৪/৩৬ তারিখে শ্রীপুরুষোত্তম ব্রতোপলক্ষে মথুরাধামে শুভবিজয় করেন। ঐ সময়ও শ্রীল আচার্য্যপাদকে (রূপবিলাস প্রভু) গয়া থেকে ডেকে নেন এবং প্রায় ১৫ দিন কাছে রেখে তাঁর অপ্রাকৃত সঙ্গ দান ক'রেন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে পুনরায় পুরীতে অবস্থানকালে এঁকে আহ্বান করেন। তথায় চটক পর্বতে অবস্থান কালে প্রত্যহ মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে অমূল্য শ্রীহরিকথা রস পান ক'রাতেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ ঐ সময় শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভে বিশেষ উপকৃত হন, তিনি প্রভুপাদের কৃপায় হরিকথা কীর্ত্তনে বিশেষ রুচি লাভ করেন।

গয়া মঠে অন্নকূট মহোৎসব

গয়া মঠের সেবা দায়িত্ব গ্রহণের পর শ্রীল আচার্য্যপাদের ব্যবস্থাপনায় প্রথম বৎসর অন্নকূট মহোৎসব অতিশয় আড়ম্বরের সঙ্গে

সম্পন্ন হয়। গয়াবাসী ভক্তগণ ইতিপূর্বে এরূপ অন্নকূট কোনদিন দর্শন করেন নি। এ বিষয়ে ২৩ নভেম্বর ১৯৩৬ এর দৈনিক নদীয়া প্রকাশ পত্রিকায় যে সংবাদ ছাপান হয় তা নিম্নরূপ —

"গয়া গৌড়ীয় মঠে গত ১৪ই নভেম্বর তারিখে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব অতিশয় সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গয়া শহর বাসীগণ এই অন্নকূট মহোৎসবকে "অপূর্ব্ব" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহারা বলেন, শ্রীশ্রীগিরিধারীর এত প্রকার বিচিত্র ভোগ পূর্ব্বে কখনও দর্শন করেন নাই। পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকা হইতে শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিচিত্র ভোগের সামগ্রী আসিতে থাকে। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় কীর্ত্তনসহ ভোগারতি হয়। ইহার পূর্ব হইতেই বহু দর্শনার্থী অপেক্ষা করিতে ছিলেন। দেড়শতের অধিক বিচিত্র সামগ্রীসহ অন্নকূটের ভোগ সজ্জিত হইয়া ছিল। বৃহৎ মন্দির গৃহটি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমান্ পরানন্দ ব্রহ্মচারীর মূল গায়কত্বে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীরূপ বিলাস ব্রহ্মচারী, বি-এ মহাশয় শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। জমিদার, উকিল, শিক্ষক, ছাত্র এবং বহু বিহারী ও বাঙালী ভদ্রলোক ও মহিলাগণের সমাগম হইয়াছিল। সমাগত প্রায় ৫০০ শত বিহারী ও বাঙালীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন গুল্মলতা এবং শত শত দীপালোকে এবং বৈদ্যুতিক আলোকমালায় শ্রীমন্দিরটি সজ্জিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর শৃঙ্গারও অতি নয়নাভিরাম হইয়াছিল। শ্রীপরানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সেবোৎসাহ ও শৃঙ্গার-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।"

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধান

১৯৩৬ সনের ৩১ ডিসেম্বর রাত্রি শেষে ভোর পাঁচটায় অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী ১৯৩৭ এ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর আশ্রিত জনদের শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী প্রচারের উপদেশ দিয়ে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই শ্রীল আচার্য্যপাদ গয়া থেকে কলিকাতা ছুটে আসেন, সেখান থেকে মায়াপুরে সমাধি পীঠে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর অপ্রাকৃত মহাসমাধি দর্শন করে বিরহ ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তিনি অল্পদিন শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ ক'রেছিলেন বটে কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের আশয় উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিলেন। তাঁর অল্প সঙ্গই এঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত ক'রেছিল। গুরুবাণী হৃদয়ে ধারণ ক'রে ভক্তি পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ইনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীল আচার্য্যদেব (শ্রীলপুরী গোস্বামী ঠাকুর) কিছুদিন মায়াপুরে অবস্থান ক'রে শ্রীহরিকথা বলতেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ তাঁর কথাতে আকৃষ্ট হন এবং কিছুদিন শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গ লাভ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবও তাঁর শ্রীহরি-প্রসঙ্গে রুচি দেখে অত্যন্ত স্নেহ করতে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেবকে তিনি মনে-প্রাণে গুরু রূপে মেনে নেন এবং তাঁর আনুগত্যে বিবিধ সেবা সম্পাদন ক'রতে থাকেন।

আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বিহার প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার

প্রায় দুই বৎসর কাল গয়া মঠের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থেকে শ্রীহরিকথা প্রচার করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব যখন গয়াধামে শুভবিজয় করেন শ্রীল আচার্য্যপাদকে গেরুয়া বস্ত্র দান করেন এবং শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনে আরও উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁর গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণকালে বহু বিশিষ্ট শ্রদ্ধালু ব্যক্তি তাঁকে অনেক উত্তরীয় ও বস্ত্র দান করেছিলেন একথা তাঁর শ্রীমুখ হতে জানা যায়। তিনি গৈরিক বস্ত্র ধারণ করার পর বিপুল উৎসাহে শ্রীহরি কথা কীর্ত্তন করতে থাকেন। গয়া মঠে প্রত্যহ তাঁর পাঠ শুনবার জন্যে বহু শ্রদ্ধালু শিক্ষিত লোকের সমাগম হত। তিনি বহু লোককে শ্রীহরিকথার দ্বারা আকৃষ্ট করে শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়েছেন।

মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথিতে বক্তৃতা

গয়াধামে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগামী বহু লোক বাস ক'রতেন। সেখানে বিষ্ণুপাদপদ্মের সেবক-গয়ালী ব্রাহ্মণগণ সকলেই শ্রীমধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তথাকার শ্রীমন্দিরে মধ্বাচার্য্যের আলেখ্য ও অনান্য কীর্ত্তিচিহ্ন এখনও রক্ষিত আছে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁরই শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্ত্র গ্রহণ লীলা প্রদর্শন করেন। তাই মাধ্বগণের তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গয়া একটি প্রধান স্থান। গয়াতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আর্বিভাব তিথি খুব আড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। তথায় মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বিদ্যাপীঠ বর্তমান। স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ উক্ত বিদ্যাপীঠের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আহূত হয়ে ১৪/১১/৩৭ তারিখে তথায় যান এবং হিন্দী ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। দৈনিক নদীয়া প্রকাশ ২৩/১০/৩৭ তারিখের সংখ্যায় উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল —

"গয়ায় প্রচার"

গত ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানীয় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বিদ্যাপীঠের পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক আহূত হয়ে গয়া গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ সহ মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী, বি-এ মহোদয় উক্তস্থানে উপস্থিত হন এবং সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট বৈষ্ণবের জন্মতিথির মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবের কৃপাবদান ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিচার প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারীর মূল গায়কত্বে শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা ও বিষ্ণুবৈষ্ণবে শরণাগতি বিষয়ক কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতা

এবং কীর্ত্তনান্তে সেবকবৃন্দ বিদ্যাপীঠের রক্ষক মহোদয়ের সহিত মহামন্ত্র "গৌর আমার যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে" প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতে করিতে বহুবার পরিক্রমা করেন।"

জমিদার শ্রীযুত চামারীলাল সিং-এর বাসভবনে

শ্রীল আচার্য্যপাদ ১৭/১০/৩৭ তারিখে গয়ার স্থানীয় জমিদার শ্রীযুত চামারীলাল সিং মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাস ভবনে যান। তথায় এক সপ্তাহ কাল "শ্রীমদ্ভাগবত" পারায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান চলছিল এবং ঐ দিনটি ছিল অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ। শ্রীল আচার্য্যপাদ অন্যান্য সেবকবৃন্দ সহ উপস্থিত হ'য়ে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ, মাহাত্ম্য এবং তার শ্রবণ কীর্ত্তনের পরতমতা বর্ণন করেন। ঐ প্রসঙ্গে ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক অবলম্বনে বর্ণাশ্রমী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি সকলেরই যে শ্রীহরিনাম একমাত্র আশ্রয়নীয়, সেটি অন্যান্য বহু শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করেন এবং পরিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভাগবত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। কতিপয় বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সংবাদ ৩০/১০/৩৭ তারিখে 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশে' প্রকাশিত হয়।

টিকারী মহকুমায় প্রচার

গয়াশহরের পার্শ্ববর্ত্তী টিকারী মহকুমায় শ্রীল আচার্য্যপাদ ও শ্রীপাদ পশুপাল পঙ্কজদৃক দাসাধিকারী কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কয়েকদিন তথায় অবস্থান করে নিরন্তর শ্রীহরিকীর্ত্তন করেন। ঐ সময় 'কীর্ত্তনীয়: সদা হরি:' মন্ত্রে তাঁকে দীক্ষিত বলে মনে হত। তিনি টিকারী বাসী সজ্জনবৃন্দকে উৎসাহিত করে দুই দিন উক্ত গ্রামে নগর সংকীর্ত্তন পরিচালন করেছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রামটি হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হয়েছিল। এইরূপে হরিকীর্ত্তন প্রচারে

তার স্বাভাবিক রুচি শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তিনি ২৬/১/৩৮ তারিখে ঐ গ্রামে স্থানীয় হরিমন্দিরে হিন্দী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সভায় গ্রামের চেয়ারম্যান, হাকিম, স্কুলের হেড মাষ্টার, জমিদার ও বিশিষ্ট বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কয়েকদিন যাবৎ তাঁর নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন এবং যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁরা সকলেই মহারাজের প্রচার কার্য্যে সাহায্য করেন।

গুরারু অঞ্চলে প্রচার

শ্রীল আচার্য্যপাদ ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ এ গয়া শহরের ১৬ মাইল পশ্চিমে গুরারু নামক একটি ছোট্ট শহরে প্রচারে যান। সঙ্গে আরও কয়েকজন সেবক ছিল। সেখানে একটি বিরাট চিনির মিল ছিল। ঐ মিলের মালিক শ্রীযুত রামেশ্বর প্রসাদ মহাশয় বিশেষ আদরের সহিত নিজ গৃহে মহারাজজীর থাকার ব্যবস্থা করেন। তার বিশেষ আগ্রহে ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে তার বৈঠকখানায় ভাগবত পাঠের আয়োজন হয়। প্রথম দিন উপস্থিত বহু শ্রদ্ধালু এবং মিলের কর্ম্মচারীবৃন্দের নিকট তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার ও কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বলেন এবং দ্বিতীয় দিবস অজামিল উপাখ্যান অবলম্বনে যমদূতগণের প্রতি যমরাজের শ্রীভগবান, ভগবদ্ভক্ত ও ভাগবত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য হিন্দী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। মিলের ম্যানেজার ও প্রধান রাসায়নিক শ্রীযুত মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার এ আহম্মাদ এবং বহু বিশিষ্ট কর্ম্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীজীর মূল গায়কত্বে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

বিদ্যার্ণব উপাধিলাভ

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে শ্রীল আচার্য্যপাদ নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদান করেন। ঐ বৎসর শ্রী

নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা থেকে তাঁকে 'বিদ্যার্ণব' উপাধি দান করা হয়। শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদ পত্রের মাধ্যমে উক্ত উপাধি দেওয়া হয়। পত্রটি নিম্নরূপ—

শ্রীশ্রী মায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রী নবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যা: সভায়া:

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ব্রহ্মচারিবরেণ্য শ্রীরূপ বিলাস সংজ্ঞিনে।
বি-এ ইত্যুপনাম্নে চ বিদ্বদ্বরায় বাগ্মিনে॥
গুরুসেবৈকনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাশাবিবর্জ্জিনে।
দু:সঙ্গত্যাগদক্ষায় বৈষ্ণবপ্রীতিভাগিনে॥
সৎসিদ্ধান্তেষ্বভিজ্ঞায় মাৎসর্য্যরহিতায় চ।
'বিদ্যার্ণব' ইতি খ্যাতি 'রূপদেশক'-সংজ্ঞয়া।
প্রদীয়তে সভাসদ্ভিধাম সেবা প্রচারকৈ:॥
গ্রহেষুবসুচন্দ্রাব্দে মায়াপুরে শুভোদয়ে।
ফাল্গুণপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে॥

স্বা:—শ্রী অতুল চন্দ্র দেব শর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ:

সভাপতি:

(গৌড়ীয়, ১৬শ খণ্ড, ৩৫ তম সংখ্যা)

পাটনায় প্রচার

গয়া থেকে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে তিনি কিছুদিন পাটনা গৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্বক স্থানীয় বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীহরিকথা প্রচার করেন। ১৬/৫/৩৮ তারিখে পাটনায় শুভাগমন পূর্বক এক পক্ষকাল অবস্থান করেন। ঐ সময় শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে পাটনা গৌড়ীয় মঠটি নিজস্ব বাড়ীতে স্থানান্তরিত হ'য়। কদমকূয়া স্থিত ভাড়াবাড়ী থেকে

শ্রীবিগ্রহগণকে মিঠাপুরএ নিজস্ব বাড়ীতে আনা হয়। সেই উপলক্ষ্যে বেশ কিছুদিন ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন চলতে থাকে। শ্রীল আচার্য্যপাদ প্রত্যহ মঠে ভাগবত পাঠ করতেন। ২৯ শে মে পাটনার District Judge শ্রীযুত অঘোর নাথ ব্যানার্জী মহাশয় মঠে শুভাগমন করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ তাঁহার নিকট ঘন্টাধিক কাল চাতুর্বর্গ ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধা ভক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। জজ মহাশয় তাঁর শ্রীহরি কথাতে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন এবং পুনরায় এসে শ্রীহরি কথা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ৩০/৫/৩৮ তারিখে শ্রী বিগ্রহগণের আগমন উপলক্ষ্যে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। ঐদিন প্রায় ৫০০ শত শ্রদ্ধালু ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ত্ব ও ভগবানের পঞ্চবিধ স্বরূপের মধ্যে অর্চ্চাবতারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩১ শে মে রায় বাহাদুর শ্রীসতীশ চন্দ্র সিং এম-এল-সি মহোদয়ের নিকট বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতবাদ সম্বন্ধে ২ ঘন্টা যাবৎ আলোচনা করেন। তাঁহার তত্ত্বপূর্ণ কথায় রায় বাহাদুর মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব মহোৎসব

গৌড়ীয় মিশনের মূল পুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদের ১০০ শত বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় মঠের মূল কেন্দ্র কলিকাতা বাগবাজার স্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসত্রয় ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৬/৭/৩৮ তারিখ থেকে উক্ত উৎসব শুরু হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের আজ্ঞায় মিশনের সমস্ত ব্রাঞ্চ মঠ থেকে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণকে ডাকানো হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদকে উক্ত মহোৎসবে যোগদানের নির্দেশ আসে। উৎসবে প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রী সারস্বত শ্রবণ সদনে সভার আয়োজন হয়। প্রত্যহ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ শ্রীভক্তিবিনোদের অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দিতেন। ১৯/৭/৩৮ তারিখে

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশে শ্রীমদ্ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী, বি-এ সভায় ভাষণ দেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ (রূপবিলাস প্রভু) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভোগ-ত্যাগ" এই সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এই সংবাদ 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' এ প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তীকালে দৈনিক নদীয়া প্রকাশের ১৪৪ তম সংখ্যায় তাঁর বক্তৃতাটিও প্রকাশিত হয়। উক্ত বক্তৃতাটি দৈ:ন:প্র: থেকে নিম্নে উদ্ধার করা হলো —

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ভোগ ও ত্যাগ"

বক্তা:- উপদেশক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, বি-এ

স্থান-শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব মহোৎসব

১৯-৭-৩৮

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব অধোক্ষজ অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহাদের কথাও অধোক্ষজ, আমার তদ্বর্ণনে কিছু যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহাদের কৃপাদেশ শিরেধারণ করিয়া অনুকীর্ত্তনের প্রয়াস করিব মাত্র।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরায় আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রথমে ভোগ ও ত্যাগের বিচারকে গ্রহণ করিয়া ভক্তিকে স্থাপন করা হইয়াছে। "ধর্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবোহত্র" এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চাতুর্বর্গকে সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত করা হইয়াছে। ভোগবিচারে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং ত্যাগ বিচারে মোক্ষ এতদুভয় বিচারই জড়াহঙ্কার প্রসূত; উভয়ই "অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" এই বিচারে ভরপূর। ভোগ হইতে ত্যাগ আরও ভীষণ। অহংকার অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইলেই ত্যাগের বিচার আসে। শ্রীমদ্ভাগবতে 'কর্মণাংপরিণামিত্বাৎ, "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" এবং "নেহ যৎ কর্ম ধর্ম্মায়" প্রভৃতি বহু শ্লোকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিচার নিরসন করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু, তদনুগ আচার্য্যবর্গ এবং সমগ্র সাত্বত শাস্ত্র সকলেই একবাক্যে ভোগ ও ত্যাগকে নিরসন করিয়া

ভক্তিদেবীর জয়গান করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।" এই পয়ারে যোষিৎসঙ্গীকে ভোগিপর্য্যায়ে এবং কৃষ্ণাভক্তকে ত্যাগিপর্য্যায়ে গণনা করিয়া উভয়কেই অসৎসঙ্গ বিচারে পরিত্যাগকেই বৈষ্ণবাচার বলিয়াছেন। "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন" — ইহাই অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের উপায়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমেই প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্মের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন —

> অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
> ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব।।
> তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
> যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উভয়ই বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে ভয়ঙ্কর কপটতা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে মুমুক্ষা সর্বাপেক্ষা অধিক কপটতা।

সাধুশাস্ত্র মহাজনের এই সকল বিচার লোকলোচনে বহুকাল আবৃত হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই তাঁহার নিজ আদর্শ আচরণের দ্বারা এই সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীরূপগোস্বামীপাদের যুক্তবৈরাগ্যের ও ফল্গুবৈরাগ্যের বিচার বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্বয়ং গৃহস্থলীলার অভিনয় করিয়াও কি করিয়া কৃষ্ণের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার প্রকৃষ্ট আর্দশ, তাঁহার অতিমর্ত্ত্য আচার বিচারে পরিলক্ষিত হইত। তিনি তাঁহার শরণাগতির মধ্যে "বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন, ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণধরে অকারণ। সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল। মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল।" ইত্যাদি বাক্যে এবং "কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থে" "ওরে মন ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা কর দূর" প্রভৃতি গীতিতে এবং জৈবধর্ম, চৈতন্যশিক্ষামৃত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে ভোগ ও ত্যাগ উভয় বিচারকেই গর্হণ করিয়া জীবগণকে ভক্তি সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের জৈবধর্ম্ম বর্ণিত দশমূল

রহস্য প্রত্যেক ভক্তিমার্গানুসরণকারীরই বিশেষভাবে আলোচ্য। ভোগ ও ত্যাগ উভয় বিচারেই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম বর্ত্তমান। ভক্তিতেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিচার।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রত্যহ বিভিন্ন গ্রন্থ পারায়ণ করা হ'তো। চৈতন্যশিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, চৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব কর্ত্তৃক পারায়ণ করা হ'তো। শ্রীল আচার্য্যপাদ কয়েকদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণের সেবা লাভ করেছিলেন। গৌড়ীয়তে এরূপ বর্ণন পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় এই শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মঠ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি আসতো। ঐ সকল অভিনন্দন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের দ্বারা পাঠ করা হ'তো। শ্রীল আচার্য্যপাদ উক্ত মহোৎসবের ষট্‌পঞ্চাশত্তম দিবসে (১-৯-৩৮) গয়া মঠের সেবকগণের তরফ হ'তে প্রেরিত "ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি" (বাংলা গদ্য) পাঠ করে শোনান।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রচার

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীল আচার্য্যপাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন প্রচার অভিযান চালিয়ে যান। ১১-১-৩৯ তারিখ তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ গয়া জেলার আরেঙ্গাবাদ মহকুমায় শ্রদ্ধাভক্তি ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের জন্য গমন করেন। তথায় তথাকার জমিদারের বাড়ীতে দুইদিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ভাগবত পাঠ কালে মুমূর্ষুজীবের কর্ত্তব্য কি, আত্মতত্ত্বজ্ঞান হীন সংসারী জীবের অবস্থা কি প্রকার, গৃহস্থ ও গৃহসেবীর পার্থক্য কোথায়, প্রকৃত শ্রবণ কীর্ত্তন কি প্রকারে হয় তদ্বিষয়ে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি কতিপয় শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির প্রশ্নের সমাধানকালে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা যুক্ত তথাকথিত জীবসেবা, পিতৃগণের তর্পণ এবং বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার সহিত জীবকে কৃষ্ণসেবোন্মুখ করবার জন্য শ্রীহরি

কথা কীর্ত্তনরূপ জীবসেবার বৈশিষ্ট্য সুন্দর ভাবে বর্ণন করেন। ১৩-১-৩৯ তারিখে উক্ত শহরের খ্যাতনামা জমিদার ও উকিল রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অখৌরী কৃষ্ণ প্রসাদ সিং মহাশয়ের বাস ভবনে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হ'তে নিমি নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান অবলম্বনে সাধুসঙ্গের মহিমা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় বিশদভাবে হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অখৌরী কৃষ্ণপ্রসাদ সিং, শ্রীযুত রামকৃষ্ণ প্রসাদ উকিল, শ্রীযুত রামেশ্বর বাবু উকিল, ডা. শ্রীযুত ধরণীধর প্রসাদ এম-বি, ডা: শ্রীযুত তারিণী প্রসাদ এম-বি, ডা: শ্রীযুত অম্বিকাপ্রসাদ Asst Surgeon, শ্রীযুত জনার্দ্দন প্রসাদ Head Master প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠে উপস্থিত ছিলেন। ১৪-১-৩৯ তারিখে ডাক্তার শ্রীধরণীধর প্রসাদ এম-বি মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের থেকে সনাতন শিক্ষা অবলম্বনে সম্বন্ধতত্ত্বের কথা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা হিন্দী ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ পাঠ শ্রবণ করে অনেকেই গৌড়ীয় মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৫ ই জানুয়ারী স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনদের নিয়ে প্রাত:কালে একটি নগরসংকীর্ত্তন ও প্রচার করেন। ঐদিন স্থানীয় দুর্গাকমিটি হাউসএ একটি ধর্ম্ম সভা হয়। সভায় জমিদার রায় সাহেব শ্রীযুত অখৌরী কৃষ্ণপ্রসাদ সিং, বি-এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ হিন্দী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব ও নামসংকীর্ত্তন সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘন্টা কাল একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাস্থ সকল সজ্জনগণের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

পালামৌ জেলায় প্রচার

শ্রীল আচার্য্যপাদ ১ লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ ডালটনগঞ্জ শহর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বড়াল মহাশয়ের গৃহে প্রচার করেন। তথায় চৈতন্য চরিতামৃত হ'তে শ্রীসাক্ষীগোপাল প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ২ রা ফেব্রুয়ারী স্থানীয় পুলিশ হেড্‌ক্লার্ক শ্রীনারায়ণদাস বসু মল্লিক মহাশয়ের বাস ভবনে চৈতন্য ভাগবত হ'তে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা পাঠ করেন। ঐদিনটি

ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি। ৪/২/৩৯ তারিখে তথাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীদয়াবন্ত সিংহ বি-এল মহাশয়ের গৃহে প্রায় শতাধিক ব্যক্তির সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত হতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ করেন। ৫ ই ফেব্রুয়ারী মাষ্টার শ্রীযুত কালীচরণ রাহা বি-এ মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ ৩ য় অধ্যায় থেকে শ্রীশুক পরিক্ষীৎ প্রসঙ্গ আলোচনা পূর্বক বলেন যে, যাঁরা দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান্ তাঁদের সাধুসঙ্গে শ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য। ইতর, মন্দমতি জীব কামনার বশবর্ত্তী হ'য়ে নানা দেবদেবীর আরাধনা করে। আর নিষ্কাম জীব কৃষ্ণসেবাকামী হ'য়ে তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরম পুরুষ কৃষ্ণেরই উপাসনা করেন। ৮ ই ফেব্রুয়ারী উক্ত শহরের দূর্গাবাড়ী Hall এ জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আর্বিভাব তিথি উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন একটি সুসজ্জিত মঞ্চে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য স্থাপন করা হয়। বেশ কিছুক্ষণ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করার পর উপস্থিত সকল শহরবাসী ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় একটি বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে সভাপতি মহাশয় শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা প্রার্থনা মুখে কিছুক্ষণ ভাষণ দেন, পরে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ গুণ মহিমা কীর্ত্তন করেন। উক্ত সভায় বহু বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম দেওয়া হলো —

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র মজুমদার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুত বাবু সত্যনারায়ণ সিংহ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুত রাম সচিব সিংহ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুত রঘুবংশ নারায়ণ, Head Master; অবসর প্রাপ্ত গবর্ণমেন্ট উকিল; কেদার নাথ দত্ত, উকিল; শ্রীকালী চরণ মুখার্জী, স্টেশন মাস্টর; বাবু দয়াবন্ত সিং; উকিল শ্রীযুত থাকহরি মুখার্জী, Asst Headmaster, ডা. নরেন্দ্র চন্দ্র রায় প্রভৃতি।

দিল্লীতে প্রচার

১৯৩৯ এর মে মাসে দিল্লীতে প্রচার করেন। তিনি প্রায় ১৫ দিন যাবৎ দিল্লী মঠে অবস্থান পূর্বক মঠবাসী বৈষ্ণবগণকে শরণাগতি ও আচার্য্য আনুগত্য সম্বন্ধে বহু শিক্ষা প্রদান করেন। স্থানীয় বহু লোককে শ্রীহরিকথা বলিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে আকৃষ্ট করেন। ১৮-৫-৩৯ তারিখে দিল্লীর Director General, Post & Telegraph office এর বিশিষ্ট অফিসার Mr N.C. Bhattacharya র বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হ'তে নিমি নবযোগেন্দ্র সংবাদ পাঠ করেন। ৪-৬-৩৯ তারিখে দিল্লীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার Mr. S.K. Sen, M.B. মহোদয়ের সাদর আহবানে তদীয় বাসভবনে শুভাগমন করেন। তথায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে শ্রীল আচার্য্যপাদ মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাস লীলার সহায়ক শ্রীল আচার্য্যপাদ

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯৩৯ সনে সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা আবিষ্কার করেন। তিনি ভগবৎ প্রেরণার দ্বারা চালিত হয়ে আষাঢ় কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে গয়াধামে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথির দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ঐ সময় শ্রীল আচার্য্যপাদ (শ্রীল ভাগবত মহারাজ) গয়াতে ছিলেন। তিনিই তাঁর সন্ন্যাস লীলার সমস্ত ব্যবস্থা করে সাহায্য করেছিলেন। সন্ন্যাস লীলাটি সকলের অজ্ঞাতসারে হয়েছিল কেবল শ্রীল আচার্য্যপাদই জানতেন। পরবর্ত্তীকালে ইনি গৌড়ীয় সম্পাদকের নামে একটি পত্র লিখে হেড অফিসে সমস্ত সংবাদ জানান। ঐ পত্রের কিছুটা অংশ এখানে প্রকাশ করা হলো —

"শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে অতি নিকটে ডাকিয়া বলিলেন আমি ভগবানের irresistable force এর দ্বারা চালিত হইয়া এখানে আসিয়াছি।

আমার অন্য দিকে যাইবার কথা ছিল। আমি পাৰ্ব্বতীপুরে থাকা কালে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু আমাকে গয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য প্রবল প্রেরণা প্রদান করেন। আমাকে যে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে ইহা আমি জানিতাম না, মঠের অন্য কেহই ইহা জানেন না। শ্রীপাদ ভক্তি সুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ বা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু প্রভৃতি কেহই জানেন না। তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য কর। আগামীকল্য প্রাতে শ্রীশ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও পরিক্রমান্তে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথিতে মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। এইরূপ কথা অতি দৈন্যের সহিত আমাকে জানাইয়া দণ্ড বহির্ব্বাস প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। সেই সময় আরও বলিলেন—লোকগুলি বিষয় লইয়া কামড়াকামড়ি করিতেছে। একটা ভীষণ ঘূর্ণী বাত্যা আসিয়াছে। ইহাতে খুব কম লোক বাঁচিবে। শরণাগত ও নিষ্কিঞ্চনের কোন ভয় নাই। শ্রীগুরু পাদপদ্ম আমাকে অনুকূল কৃষ্ণভজনের যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। আমি কৃষ্ণানুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে কথা শুনিয়াছি সে কথার সহিত কাহারও বড় মিল হইবে না। আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কেহই চ্যুত করিতে পারিবেন না। আমার অনুপস্থিতি কালে শ্রীল তীর্থ মহারাজ আমার কার্য্য করিবেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের বৈরাগ্য দেখিলে পাষাণ ও বিদীর্ণ হয়। আমাদের শত অনুনয় বিনয় তিনি শুনিলেন না। ....শ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসলীলার সংবাদ জানিতে পারিয়া স্থানীয় বহু ভক্ত মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব হোম সম্পাদনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের নিকট হইতে যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভক্তের নিকট ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ উপকরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব "শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী" এই সন্ন্যাস নামে বিভূষিত হইয়াছেন।

এইরূপে তিনি শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব বাসরে,

দ্বিপ্রহরে সন্ন্যাসলীলা প্রকট করেন এবং ঐ দিবস গয়া মঠে বহু বৈষ্ণব, ভক্ত, সজ্জন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি সভায় তিনি সংকীর্ত্তন মুখে প্রায় দেড় ঘন্টাকাল একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি যে দৈন্যোক্তি করিতে থাকেন তাহা শুনিলে পাষাণও বুঝি বিদীর্ণ হয়, কিন্তু পাষাণ হইতেও কঠিন আমাদের হৃদয় বিগলিত হইল না।...............সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিবার পর শ্রীল আচার্য্যদেব যে অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্যের আচরণ আরম্ভ করিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে লিখিয়া বুঝান যায় না। তাঁহার এই জীবশিক্ষাময়ী লীলা আমাদের দুর্বুদ্ধিকে দণ্ডিত করুক।

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভু কী জয়।"

(গৌড়ীয় ১৮ খণ্ড, ১ ম সংখ্যা)

মায়াপুরে শ্রীল আচার্য্যপাদ

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের (শ্রীল পুরী গোস্বামী) অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি তাঁর আদেশে ১৫-৮-৩৯ তারিখে শ্রীধাম মায়াপুরে যান এবং তথায় কিছুদিন অবস্থান পূর্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৬/৮/৩৯ তারিখে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথিতে সন্ধ্যারতির পর প্রায় ২ ঘন্টা কাল শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দির প্রাঙ্গনে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ক্তৃতা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন — "বিরহ না হইলে বিরহ তিথি পালন করা যায় না। সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই বিরহ জাগে না। অভাব বোধই বৈষ্ণব জগতে প্রবেশ লাভের উপায়।" তিনি শ্রীরূপভিন্ন শ্রীল আচার্য্যদেব-পাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতির কথা দৈন্য ও আবেগ ভরে কীর্ত্তন করেন। ৩১-৮-৩৯ তারিখে শ্রীধর অঙ্গনস্থিত শ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠে নব নির্মিত মন্দিরে পাঠ কীর্ত্তন করেন। ঐ দিন চৈতন্য ভাগবত থেকে শ্রীধর ঠাকুরের প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা মুখে বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

পুনঃ দিল্লীতে প্রচার

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশে শ্রীল আচার্য্যপাদ কিছুদিন দিল্লীতে হরিকথা প্রচার করেন। তিনি ৮/১০/৩৯ তারিখে দিল্লী শুভবিজয় করেন। মঠে অবস্থান পূর্বক প্রত্যহ প্রাতে 'শ্রীহরিনাম চিন্তামণি' ও সন্ধ্যায় 'চৈতন্য চরিতামৃত' থেকে শ্রীরূপ শিক্ষা পাঠ করেন। তাছাড়া প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে মঠবাসীদের নিয়ে ইষ্টগোষ্ঠী মুখে 'শরণাগতি'-র কীর্ত্তনগুলি ব্যাখ্যা করেন ও কণ্ঠস্থ করান। ইষ্টগোষ্ঠী মুখে মিশনের সেবকগণকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা শুরুথেকেই তাঁর মধ্যে দেখা যায়। এ ছাড়া বিশিষ্ট ভক্তদের নিকট শ্রীহরিকথা বলাও তাঁর মহৎ সেবা ছিল। ২২-১০-৩৯ তারিখে Dehli Viceregal Press এর Superintendent, Mr. T.R. Krishna দিল্লীর হনুমান রোড স্থিত মঠে আসেন। তার সহিত শ্রীল আচার্য্যপাদ ২ ঘন্টা যাবৎ ইংরাজী ভাষায় ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। উক্ত ভক্ত মহাশয় তাঁর কথায় বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। ২৩/১০/৩৯ তারিখ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আর্বিভাব তিথি ছিল। ঐদিন শ্রীল আচার্য্যপাদ "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব" গ্রন্থ থেকে শ্রী মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কতিপয় পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের নিকট হিন্দী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। দিল্লীর এক প্রখ্যাত ধনী ও ব্যঙ্কা Lala Mangat Rai প্রত্যহ মঠে মহারাজজীর নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করতে আসতেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ প্রত্যহ তার নিকট শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত পূর্ণ কথায় উক্ত সজ্জন বিশেষ প্রভাবিত হন। ২৭/১০/৩৯ তারিখ বেলা ২ টার সময় সিকদারপুর স্কুলের শিক্ষক Mr. R.K. Dharamdas দিল্লী মঠে শ্রীহরিকথা শ্রবণ ক'রবার জন্য আসেন। তিনি মহারাজজীর নিকট প্রশ্ন করেন—"সাধুসঙ্গ ও সদ্গুরু কিরূপে পাওয়া যায়?" শ্রীল আচার্য্যপাদ ইংরাজী ভাষায় প্রায় তিন ঘন্টা যাবৎ বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন। ঐ সঙ্গে অসদ্গুরুর স্বরূপ বিষয়ে ও বহু কথা বিশদ বুঝিয়ে বলেন। তাঁর শ্রীমুখের যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ

করে শিক্ষক মহাশয় অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় মঠে এসে শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর নিরন্তর শ্রীহরি কীর্ত্তন প্রচার সেবায় সকলে মুগ্ধ হন। মঠ-সেবকগণও তাঁর সঙ্গ লাভে খুব উপকৃত হন। তিনি সেবকগণের নিকট পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপার কথাও কীর্ত্তন করেন।

দিল্লী হিন্দু মহাসভায় শ্রীল আচার্য্যপাদ

৩১-১০-৩৯ তারিখে দিল্লী প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যপাদ একটি মহতী সভায় অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু মহাসভার সুবৃহৎ Hall এ রাত্রি ৭ টায় ধর্ম্মসভা শুরু হয়। উক্ত সভায় হিন্দু মহাসভার সভাপতি ও সমগ্র ভারতবর্ষের তাৎকালিক একমাত্র বাঙালী বৌদ্ধভিক্ষু নায়ান শ্রী ওগায়ানা মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের Secretary শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বমণি দত্ত, B.A. মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী-ভক্তিশাস্ত্রী উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে 'পঞ্চতত্ত্ব' ও 'গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু' কীর্ত্তনটি করেন। সভাপতি মহাশয় প্রথমে শ্রীল আচার্য্যপাদের পরিচয় প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেন। তারপর তাঁর আবেদনে শ্রীল আচার্য্যপাদ "শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবদর্শন" সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় দেড় ঘন্টাকাল একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ঐ প্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামিরচিত "অনর্পিতচরীংচিরাৎ"...... এবং সার্ব্বভৌমচরিত "বৈরাগ্যবিদ্যা....." শ্লোক দুইটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দশমূলের প্রথম শ্লোক "আম্নায় প্রাহ"— টির ব্যাখ্যাও করেন। তিনি ভগবানের স্বরূপ ও ত্রিবিধ শক্তির কথা এবং শ্রদ্ধাভক্তির স্বরূপ ও অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্মের কথাও কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত ৩০০ শিক্ষিত সজ্জন স্থিরচিত্তে বক্তৃতাটি শ্রবণ করেছিলেন। সভা শেষে সভাপতি মহোদয় বক্তার পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রশংসা করে বলেন — "অদ্যকার বক্তৃতা আমাকে এক নূতন আলোক দান করিয়াছে।" তিনি মহারাজজীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অসমোর্ধ মহিমা কীর্ত্তন

শ্রীল আচার্য্যপাদ দিল্লীতে কয়েকদিন প্রচারের পর পাটনা গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণ আনুগত্যে বিপুল উৎসাহে গুরুবাণী প্রচার করতে থাকেন। প্রত্যেক মঠে মঠে প্রকটাচার্য্যের আনুগত্য শিক্ষা দিয়ে সেবকগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন। প্রকট গুরুর আনুগত্য ছাড়া ভজন হয় না তা তিনি নিজে বুঝে ছিলেন এবং অপরকে বোঝাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। মিশনের মধ্যে তখন এক বিরাট আলোড়ন প্রবাহিত হচ্ছিল। গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা, হিংসা দ্বেষ, মৎসরতা চরম সীমায় পৌঁছেছিল। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যপাদ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে দৃঢ়তার সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুসরণ করেছিলেন। গুরুর প্রতি কোন প্রকার প্রাকৃত বুদ্ধি আসে নি। শ্রীল আচার্য্যদেবের গুরুত্ব তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাই বিভিন্ন মঠে প্রচারকালে গুর্ব্বানুগত্যের উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি ৩-১১-৩৯ তারিখে পাটনা গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। তথায় দুই দিন অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীআচার্য্যদেবের অলৌকিক মহিমা কীর্ত্তন করেন। তাঁর অসমোর্ধ মহিমা, লোকমঙ্গলার্থে বৈরাগ্য, অসত্যের প্রতি বজ্রাদপি কঠোরত্ব, সত্যের প্রতি কুসুম হ'তে মৃদুত্ব, গুরুবৈষ্ণব বিদ্বেষীর প্রতি খড়্গহস্ত আদি বিশেষ ভাবে কীর্ত্তন করেন। এই প্রকার বহু উপদেশের দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করান। কোন প্রকার লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা তাঁকে কোন ভাবে গুরু সেবা থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি।

এলাহাবাদ মঠের সেবাভার গ্রহণ

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা মহোৎসব শ্রীল আচার্য্যদেবের (শ্রীলপুরী গোস্বামীর) আনুগত্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ঐ উৎসবে শ্রীল আচার্য্যপাদও (শ্রীলভাগবত মহারাজ) যোগদান ক'রে

ধাম সেবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। ২৮/২/৪০ তারিখে গৌড়ীয় মিশনের তাৎকালিক সম্পাদক পরম ভাগবত শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তি সুধাকর প্রভু অপ্রকট হন। তিনি (শ্রীলভক্তিসুধাকরপ্রভু) শরণাগতের মূর্ত বিগ্রহ রূপে মিশনের বহু-বিধ সেবা নিষ্কপটে সম্পাদন করে গেছেন। তাঁর স্থানে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশে শ্রীল আচার্য্যপাদ এলাহাবাদে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক পদে নিযুক্ত হন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় ঐ মঠের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হ'তে থাকে। তিনি প্রত্যহ মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রতেন এবং সময় সময় শ্রদ্ধালু গৃহস্থ ভক্তদের বাড়ীতে পাঠ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনই তাঁর প্রধান-সেবা ছিল। এই বৎসরেই মে মাসে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় গৌড়ীয় মিশন রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। সেই সময় থেকে রেজিষ্ট্রার্ড সোসাইয়িটী রূপে মিশন খ্যাতি লাভ করেন।
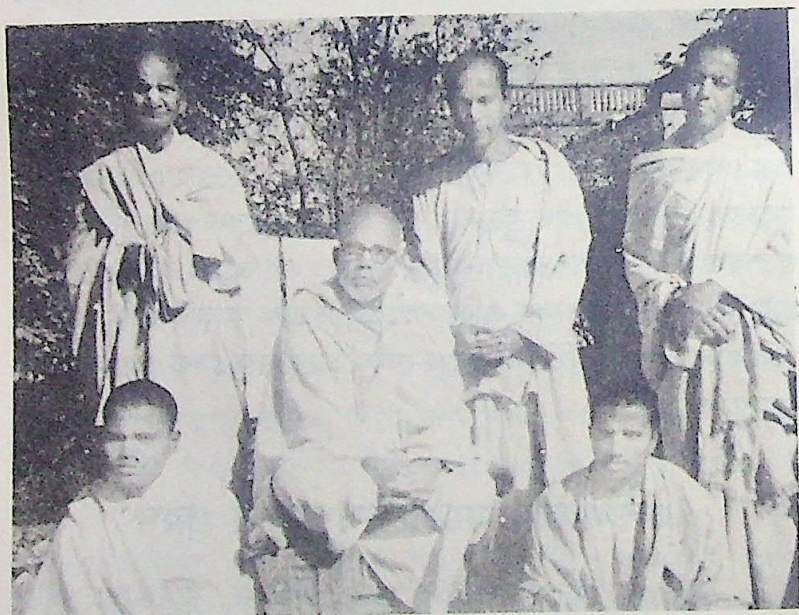
শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদে মঠ-রক্ষক থাকা কালীন তথাকার কতিপয় বৈষ্ণবসহ ব্রহ্মচারী অবস্থায় শ্রীল আচার্য্যপাদ

'ভাগবত' পত্রিকার সম্পাদক

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বে গৌরবাণী প্রচার ক'রবার জন্য বিভিন্ন স্থানে মঠ, মন্দির প্রকাশ করা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত ক'রে তার মাধ্যমে শ্রীহরিকথা প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ', উড়িয়া ভাষায় 'পরমার্থী', হিন্দী ভাষায় 'ভাগবত' পত্রিকা-তাঁহারই দ্বারা প্রকাশিত হয়। 'ভাগবত' পত্রিকাটি পাক্ষিক পত্রিকা রূপে সর্ব প্রথম ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নৈমিষারণ্য থেকে প্রকাশিত হত। পরবর্ত্তীকালে গয়া থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল।শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি হৃদয় বনমহারাজ এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের (শ্রীলপুরী গোস্বামী মহারাজ) নির্দ্দেশে শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ কিছুদিন ঐ পত্রিকার সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হন। তিনি বেশ কিছুদিন সম্পাদনার কাজ দক্ষতার সঙ্গে করেন।

গুরুগৃহের প্রতি প্রগাঢ় সম্বন্ধ বোধের একটি দৃষ্টান্ত

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর মিশনে এক বিরাট দুর্যোগময় প্রতিকূলতার ঝড় উঠেছিল। ঐ সময় মিশনের সম্পত্তি গুলির উপর অনেকের লোভ জন্মেছিল। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবকে এই বিষয়ে বহু উদ্বেগ সহ্য ক'রতে হয়েছিল। তিনি বৈরাগ্যের মূর্ত্তি ছিলেন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা বা সম্পত্তির মোহ তাঁকে কোনদিনও গুরুসেবা থেকে বিচলিত ক'রতে পারেনি। তাঁরই একান্ত অনুগত নিজজন ছিলেন শ্রীলআচার্য্যপাদ। ইনিও গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে আচার্য্যদেবের সেবায় নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন। গুরুবর্গের কৃপাশীষই তার একমাত্র সম্বল ছিল এবং এই কৃপা শক্তির দ্বারা তিনি বড় বড় বিপত্তির মস্তকে পদাঘাত করে ভক্তিরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরোধীগণ

এলাহাবাদ মঠটি নিজ দখলে করবার জন্য আক্রমণ ক'রেন। ঐ সময় শ্রীল আচার্য্যপাদ এলাহাবাদ মঠের Incharge ছিলেন। একাদশীর দিন অপরাহ্নে হঠাৎ বিরোধীরা গুন্ডা-সহ মঠে প্রবেশ করে। ঐ সময় মঠে বৈকালিক পাঠ কীর্ত্তন চলছিল। বিরোধীরা প্রথমে দর্শক ভক্তের অভিনয় করে পাঠ কীর্ত্তনে যোগদান করেন। অত:পর ধীরে ধীরে মঠটি দখলের কাজ শুরু হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ ২-৩ জন সেবক সহ অবস্থান করতেন। গুন্ডারা মঠের মুখ্য প্রবেশদ্বারে তালা বন্ধ করে দেয় এবং শ্রীল আচার্য্যপাদ সহ সকল সেবকগণকে ধরে এনে প্রাচীরের বাহিরে ফেলে দেয় এবং মঠটিকে তারা সম্পূর্ণ নিজেদের দখলে করে নেয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ হঠাৎ ঐ রূপ এক বিষম অবস্থার মধ্যে পড়েও বিন্দু মাত্র বিচলিত হননি। তিনি মঠের বাহিরে তুলারামবাগ পথের মোড়ের উপর একটি অশথ বৃক্ষের নীচে সেবকগণ সহ এক রাত অবস্থান করেন। পরদিন স্থানীয় ভক্ত শ্রীব্রজকান্ত দাসাধিকারীর পিতা শ্রী ক্ষেত্রপাল ঘোষের সহায়তায় এবং উকিলের পরামর্শে এলাহাবাদ ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে Case ক'রেন। ঐ সময় একদিন বৃক্ষের নীচে রান্না করে খেতে হয়েছিল। তারপর বায়রানা স্থিত একটি ভাড়া বাড়ীতে আলেখ্য স্থাপন করে বাস করতে থাকেন। ২-৩ মাস পর আদালতের Case এ জয় লাভ করেন। ১/১/৪১ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে আচার্য্যপাদের Favour এ রায় বের হয়। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তায় বিপক্ষদের সরিয়ে মঠে পুনরায় প্রবেশ লাভ করেন। মঠে ঐ সময় প্রায় একমাস যাবৎ পুলিস পাহারা ছিল। তিনি এই ঘটনার সময় অত্যধিক সৎসাহসিকতার পরিচয় দেন ও গুরু গৃহের প্রতি গভীর মমত্ব প্রদর্শন করেন। এই ঘটনাটি তাঁর শ্রীমুখে শ্রবণ করে এবং গৌড়ীয় ১৯ খণ্ড ২৩ সংখ্যা হ'তেও কিছুটা জানা যায়।

কাশী, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে প্রচার

শ্রীল আচার্য্যপাদ এলাহাবাদে অবস্থানকালেও সর্বদা শ্রীহরি কীর্ত্তন প্রচার করেছেন। তিনি স্থানীয় বিশেষ বিশেষ শ্রদ্ধালু ভক্তদের নিকট

গিয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করতেন। তাঁর কথায় বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আকৃষ্ট হয়ে কখনও মঠে এসে হরিকথা শুনতেন, কখনও বা তাঁকে নিজেদের ঘরে ডেকে নিতেন। তাঁর হরিকথায় আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি Sir Lal Gopal Mukherjee এক সপ্তাহ যাবৎ প্রত্যহ তাঁকে নিজের বাড়ীতে আহ্বান জানান। শ্রীল আচার্য্যপাদ উক্ত বিচার-পতি মহাশয়ের বাসভবনে প্রত্যহ শ্রীরূপশিক্ষা ও শ্রীসনাতন শিক্ষা অবলম্বনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তি ধর্ম্মের কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। ঐ সময় আরও কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি ধারাবাহিক ভাবে তাঁর কথা শ্রবণ করেন। উক্ত শ্রদ্ধালুগণের মধ্যে দৈনিক নদীয়া প্রকাশ থেকে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হ'ল। — স্যার লাল গোপাল মুখার্জী অবসর প্রাপ্ত চীফ্ জাষ্টিস্ এলাহাবাদ হাইকোর্ট; রায়বাহাদুর শ্রীযুত ভুবনমোহন চ্যাটার্জী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; মি: জে. এন. চ্যাটার্জী, প্রফেসর খৃষ্টীয়ান কলেজ; মি: নারায়ণ প্রসাদ আস্তানা, Advocate General, Allahabad; মি: কমলাকান্ত মাথুর, অবসর প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট; মি: পদ্মকান্ত মালবীয়, অবসর প্রাপ্ত জজ; মি: ধরমকিশোর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট প্রভৃতি।

(দৈনিক নদীয়া প্রকাশ)
১৬শ বর্ষ ২৮ সংখ্যা

শ্রীল আচার্য্যপাদ ৭/৫/৪১ তারিখে কাশীধামস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। তথায় দুই দিন যাবৎ মঠবাসীদের নিকট উৎসাহবর্দ্ধক কিছু অমূল্য কথা বলেন। তিনি বলেন, "আমরা যখন যে অবস্থায় থাকি, তাহাই শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের অনুকম্পা বলিয়া মানিয়া লইতে পারিলে একদিন না একদিন শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ আমাদের সর্ব্ব প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া আমাদিগকে নিজপাদপদ্মে স্থান দিবেন। ভজনের পথে তাঁহারা আমাদিগকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাঁহাদের কৃপা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। মঠবাসী সেবকগণ সর্ব্বক্ষণ পরস্পর মিলিত হইয়া

কেহ কাহারও দোষদর্শন না করিয়া গুরুবুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক সকলেরই উপাস্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে আমরা নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। তাহা না করিয়া পরস্পর পরস্পরের দোষদর্শন করিলে, মৎসর হইলে, কোনদিন আমরা ভজনে অগ্রসর হইতে পারিব না, সেবায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আমরা চিরদিনই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের গলগ্রহ ও উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িব। যত দোষ সব আমার নিজের। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ মঠ সেবকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে অবজ্ঞা বা অনাদর করিলে পক্ষান্তরে শ্রীগুরুবর্গকেই অনাদর করা হয়। সুতরাং দোষগুলিকে সর্ব্ব প্রকারে নিজের দোষ মানিয়া লইয়া তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে মঠ সেবকগণের অনেকের মধ্যে দাম্ভিকতা ও মৎসরতা ক্রমশ: বাড়িয়া যাইতেছে, কেহ কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিতে চায় না, প্রত্যেকেই যেন এক একজন মোড়ল। ইহা ভজনের পথে অত্যন্ত অন্তরায়। তাহা সর্ব প্রকারে দূর করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ আর্ত্তিসহকারে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ হরিকথার মধ্যে থাকিতে হইবে। সব সময়েই হয় হরিকথা, হরিনাম অথবা হরিসেবার মধ্যে থাকিতে হইবে। প্রত্যেকেরই যদি আদর্শ জীবন হয় তাহা হইলে আর সেবায় বিশৃঙ্খলা হইতে পারিবে না।”

(দৈ:ন:প্র: ১৬ শ বর্ষ ৬২ তম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীল আচার্য্যপাদ ৯ ই মে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কাশী থেকে গয়া হ'য়ে পুনরায় এলাহাবাদ আগমন করেন। তিনি ৭ ই জুন ‘সোলাকা’ মহল্লাস্থিত Professor শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসভবনে বৈষ্ণব-দর্শন, গৃহস্থাশ্রমের সহিত মঠের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে বহুক্ষণ যাবৎ আলোচনা করেন। ৯ ই জুন এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ডাক্তারবাবু শ্রীবৃজ বিহারীলাল মহাশয়ের নিকট এক ঘন্টাকাল যাবৎ সাধু ও তাঁহার কর্ত্তব্য, চতুরাশ্রমীর কৃত্য বিষয়ে প্রশ্নোত্তর মুখে আলোচনা করেন।

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীল

আচার্য্যদেবের কৃপা নির্দেশে লক্ষ্ণৌ মঠে শুভাগমন করেন। তথায় শ্রী বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে মিশনের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সমবেত হয়। ঐ সময় শ্রীল আচার্য্যপাদ মঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে নিমি-নব যোগেন্দ্র সংবাদ হিন্দী ভাষায় পাঠ করতেন। ১৬-৭-৪১ তারিখে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব তিথিতে পরম পূজ্যপাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা নির্দেশে শ্রী শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। ঐ দিবস তথায় এক বিরাট ভাগবত ধর্ম্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীল আচার্য্যপাদ ভাষণ প্রদান করেন। পরদিন ১৭/১/৪১ তারিখে একটি বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাও বের হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ উক্ত উৎসবে বিশেষ উৎসাহের সহিত হরিকীর্ত্তন প্রচার কার্য্যে সাহায্য করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্যসঙ্গী

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে প্রায় ১০ বৎসর এলাহাবাদ মঠের সেবাভার সুষ্ঠুভাবে বহন করেন-শ্রীল আচার্য্যপাদ। তিনি মঠের যাবতীয় সেবায় দক্ষ ছিলেন। তাই কোন কারণে কোন সেবকের অসুবিধা হ'লে তিনি নিজেই সেই সেবায় প্রবৃত্ত হ'তেন। মঠের সর্বদিকে তিনি তীব্র লক্ষ্য রাখতেন। এইভাবে বেশ কিছুদিন সেবা ক'রবার পর তাঁকে এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব মিশনের গৃহী ও ত্যাগী সকল ভক্তদের নিত্য মঙ্গলার্থে এক বঞ্চনালীলা আবিষ্কার করেন। তিনি সম্ভবত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যপদ থেকে অবসর গ্রহণ পূর্বক কিছুদিন এলাহাবাদে অবস্থান করেন এবং পরবর্ত্তীকালে ব্রজভজনে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময় তাঁর নির্দেশে শ্রীপাদ ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আচার্য্যের কাজ করতে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেব দুই বৎসর এলাহাবাদে একটি ভাড়াবাড়ীতে থেকে ভজন করতেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের এই বঞ্চনা লীলাতে শ্রীল আচার্য্যপাদ বিন্দুমাত্র বিস্মিত বা বঞ্চিত হ'ন নি। তিনি প্রত্যহ তাঁর কাছে যেতেন। তাঁর বিবিধ প্রকার

সেবার দেখাশুনা ক'রতেন। তিনি আচার্য্যদেবের অপ্রাকৃত লীলা সম্যক্ দর্শন করেছিলেন, তাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে একাধারে প্রভুপাদের মিশনের সেবা অপরদিকে আম্নায় ধারায় আগত স্বত: সিদ্ধ আচার্য্যবর শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা উভয় দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ দক্ষতার সহিত সেবা সম্পাদন করেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এঁর সেবায় বিশেষ সন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন। তিনি একবার পরীক্ষা করবার জন্য বলেই ফেল্‌লেন — "আমি মিশন ত্যাগী, তুমি যদি সত্যই আমার সেবা করতে চাও মিশন ত্যাগ কর, সংসারী হও।" এর উত্তরে আচার্য্যপাদ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন "মিশন ত্যাগ ক'রলে সাধুসঙ্গ পাব কোথায় ? মিশনে ভক্ত-সঙ্গ সুলভ। তা আমি ছাড়তে পারবো না।" শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁর কথা শুনে বিশেষ আনন্দিত হ'য়েছিলেন। তিনি প্রত্যহ মঠের সেবা পরিচালনা ক'রেও শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা ও সঙ্গ লাভ করতে যেতেন। কোন অবস্থাতেই তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গ ছাড়েন নি। পরবর্তীকালে যখন তিনি বৃন্দাবন ভজনে প্রবৃত্ত হন, শ্রীল আচার্য্যপাদ প্রায়ই তাঁর নিকট যেতেন। এমনকি শ্রীলগুরু মহারাজের মত শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে এক কথায় লাল কাপড় ত্যাগ করেছিলেন। সাদা বস্ত্র পরেই সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ২০ বৎসর মিশনের সেবা করেছেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচর্য্যাদি করেছেন। তাঁর পূর্ণ আশীর্বাদ এঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল, যার ফলে পরবর্ত্তীকালে মিশনের কর্ণধার রূপে সেবা ক'রবার গুরুভার লাভ করেছিলেন। গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত জনই গুরু পদ প্রাপ্তির প্রকৃত অধিকারী।

মিশনের সেবা সচিব পদে

কিছুদিনের মধ্যেই পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রজভজনে প্রবৃত্ত হন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আচার্য্য পদে অবস্থিত থেকে মিশন পরিচালনা করছিলেন এবং শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সেবা সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। হঠাৎ ২০/১২/৫৩ তারিখে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ পুরী ধামে অপ্রকট লীলা করেন। ঐ সময় শ্রীপাদ

সুন্দরানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ রূপবিলাস প্রভু (শ্রীল আচার্য্যপাদ), শ্রীপাদ অপ্রমেয় প্রভু আদি পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট মিশনের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানান। তিনি শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজকে আচার্য্য পদে অভিষিক্ত ক'রবার এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদ রূপ বিলাস প্রভু Secretary পদের যোগ্য একথা প্রকাশ করেন। কারণ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু Secretary পদ থেকে অবসর গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁর নির্দেশ মত ১৬/২/৫৪ তারিখে Council মিটিং এ শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজকে সর্বসম্মতি ক্রমে আচার্য্যাসনে অভিষিক্ত করার প্রস্তাব স্বীকার করা হয় এবং এই প্রস্তাব শ্রীপাদ রূপ বিলাস প্রভুই সভামধ্যে প্রকাশ করেছিলেন। ২৩/২/৫৪ তারিখে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সেবাসচিব পদ থেকে Resign দেন। ৩/৩/৫৪ তারিখে Governing Body র মিটিং-এ ঐ Resignation accept করা হয় এবং শ্রীল আচার্য্যপাদকে সেবা সচিব পদে নিযুক্ত করার কথা আলোচিত হয়। ১/৯/৫৪ তারিখের Governing Boday র মিটিং এবং ৪/৯/৫৪ তারিখের Council Body র মিটিং এ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর পরিবর্তে শ্রীপাদরূপ বিলাস প্রভুকে সেবাসচিব পদে অভিষিক্ত করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছায় তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এ বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের দিন-পঞ্জী থেকে শ্রীল আচার্য্যদেবের উক্তি কিছুটা উদ্ধার করা হ'ল — "শ্রী সুন্দরানন্দজী Secretary Ship হইতে Resign দিলে শ্রীরূপ বিলাসজী Secretary হইতে পারেন। শ্রীঅপ্রমেয়জী ও শ্রীরূপবিলাস জীর মধ্যে রূপবিলাসজীর বুদ্ধি প্রখর, তার স্মৃতি শক্তি বেশী আছে। তার মাথায় শক্তি বেশী। যশোহর, খুলনার লোক পরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে।"

(গু:ম: এর দিন-পঞ্জী)

২৯/১/৫৪

যদিও শ্রীল আচার্য্যপাদ Officially Secretary হ'লেন, তাঁর কাজ (অপর সেবাসচিব) শ্রীপাদ ভব বন্ধচ্ছিদ্ প্রভুই দেখাশুনা করতেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ তখনও এলাহাবাদে অবস্থান পূর্বক প্রচারাদি করতেন।

সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর কাল সেবাসচিব রূপে বিভিন্ন সেবা সম্পাদন

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু মহারাজের (শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি) আচার্য্য লীলা শুরু হলো। মিশনের অপর সেবাসচিব শরণাগত নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ প্রভু প্রথমাবস্থায় শ্রীল গুরু মহারাজের আচার্য্যলীলায় প্রধান সঙ্গী হলেন। ১৯/১/৬০ তারিখে তিনি অপ্রকট লীলায় প্রবেশ ক'রলে শ্রীল রূপ বিলাস প্রভু (আচার্য্যপাদ) এলাহাবাদের চার্জ শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ মহারাজকে বুঝিয়ে দিয়ে কলিকাতা মঠে এলেন এবং সেবাসচিবের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সেই থেকেই জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি কলিকাতা গৌড়ীয় মঠেই অবস্থান করতেন। তিনি শ্রীশ্রীল গুরু মহারাজের নিত্য সঙ্গী হয়ে মিশনের বিবিধ উন্নতিমূলক সেবা সম্পাদন করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠগুলিকে ভাড়া বাড়ী থেকে নিজস্ব স্থানে স্থাপনের কার্য্যে শ্রীল গুরু মহারাজকে সম্পূর্ণ রূপে সাহায্য করেছিলেন তিনি। পাটনা, গয়া, কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, কুরুক্ষেত্রাদি স্থানে জমি সংগ্রহ এবং নুতন মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য ব্যাপারে নিষ্কপট আনুগত্যে আপনবোধ ও বিশেষ দক্ষতার প্রদর্শন করেছেন। তিনি প্রত্যেক আচার্য্যের অনুগত ছিলেন। কোন প্রকার লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা তাঁকে বিন্দুমাত্র গুর্ব্বানুগত্য থেকে বিচলিত করতে পারে নাই। ইহা তাঁহার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর মিশনের এক ভগ্নাবস্থা এসেছিল। সেই ভগ্নাবস্থার থেকে পুন: সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুদায়িত্ব এই দুই (শ্রীল গুরু মহারাজ ও শ্রীল আচার্য্যপাদ) মহাপুরুষই বহন করেছিলেন। দাস্য ও সখ্যের অপূর্ব মিশ্রণ শ্রীল আচার্য্যপাদের চরিত্রে ফুটে উঠে ছিল-যারফলে গৌড়ীয় মিশনের ইতিহাসে দীর্ঘ ২৫ বৎসর এক স্বর্ণময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর সকলকে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য করবার প্রেরণা দিয়েছিলেন যার সাক্ষী রূপে দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

এখনও আমাদের সমক্ষে বিরাজিত আছে এবং শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল তীর্থ মহারাজের পরবর্ত্তীকালে সকলকে শ্রীল গুরুমহারাজের আনুগত্য করবার প্রেরণা দিয়েছেন- যার স্পষ্ট প্রমাণ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের দিন-পঞ্জী থেকে পাই। ১৯৬২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর-এর দিন-পঞ্জীতে শ্রীল গুরুমহারাজ লিখেছেন "অদ্য গৌড়ীয় মিশনের শিষ্যগণের সাধারণ সভায় শ্রীরূপবিলাস প্রভু গুর্ব্বানুগত্যের কথা গদগদ ভাবে প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ কীর্ত্তন করিলেন পরে আমিও তার বক্তৃতার কথা প্রশংসা করিয়া আধ ঘন্টা আনুগত্য সম্বন্ধে বলিলাম।"

শ্রীল আচার্য্যপাদ ছিলেন দায়িত্বশীল। মিশনের পূর্ণ দায়িত্ব একাকী বহন করে শ্রীলগুরু মহারাজকে নিশ্চিন্তে ভজন করবার সুযোগ দান করেছিলেন। তাঁর বহন করবার শক্তিও ছিল অসীম। পরবর্ত্তীকালে তাঁর আচার্য্যলীলাতেও আমরা দেখতে পাই আচার্য্যের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারীর বোঝাও তিনিই বহন করেছেন, তাঁর এইরূপ ক্ষমতা ছিল। তাই শ্রীল গুরু মহারাজ কয়েকবারই তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন-"শ্রীভাগবত মহারাজ Over Responsible"। তিনি দীর্ঘ ২৭ বৎসর কেবল সেবাসচিবই ছিলেন না বরং আদর্শ School Teacherও ছিলেন। Assitant Head Master রূপে মিশনের সেবকদের শিক্ষা দেওয়ার ভারও তাঁর উপরেই ছিল। তা আমরা কখনই অস্বীকার করতে পারি না।

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে ভক্তি সন্দর্ভের ব্যাখ্যা

শ্রীল গুরুমহারাজের বিশেষ ইচ্ছায় এবং গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের চেষ্টায় ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে নবদ্বীপের অর্ন্তগত গোদ্রুমধামে মঠ তৈরীর উদ্দ্যেশ্যে একটি ভূমি সংগ্রহ করা হয়। ৬/৯/৫৭ তারিখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আর্বিভাব তিথিতে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন মহোৎসব হয়। উক্ত উৎসবে শ্রীপাদ অপ্রমেয় প্রভু, শ্রীপাদভববন্ধচ্ছিদ্ প্রভু ও শ্রীপাদ রূপবিলাস প্রভু উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যপাদ ১৯৬২ সনে উর্জ্জব্রতকালে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সারস্বত শ্রবণ সদনে মাসাধিক কাল ব্যাপী ভক্তি সন্দর্ভের ধারা বাহিকভাবে আলোচনা করেন। মঠবাসী বৈষ্ণবগণ ব্যতীত বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁর পাঠ শ্রবণ করতেন। ১৯৬৩ সালের April মাসে পুনরায় উক্ত গ্রন্থ আলোচনা করেন এবং তৎকালীন বৈষ্ণবগণকে শুদ্ধভক্তির বিচারে উদ্বুদ্ধ করেন। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে শ্রীল গুরুমহারাজের ইচ্ছায় 'শ্রীভক্তি-পত্র' পত্রিকা সাময়িক সংখ্যা রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকায় শ্রীল আচার্য্যপাদের (শ্রীরূপবিলাস প্রভু) লেখা প্রথম Article "শুদ্ধভক্তি ও তাহার যাজন" প্রকাশিত হয়।

শ্রীল গুরুমহারাজ ও শ্রীল আচার্য্যপাদের মধ্যে পরস্পর প্রীতির সম্বন্ধ

১৯৬৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর শ্রীল গুরুমহারাজের আর্বিভাব তিথিতে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে গুরু-পূজা মহোৎসবের আয়োজন হয়। ঐ দিন সকালে শ্রীল গুরুমহারাজ শ্রী বিগ্রহগণের আরতি দর্শন করার পর বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মন্দির পরিক্রমা করেছিলেন। ঐ সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। পরিক্রমান্তে শ্রীল গুরুমহারাজ শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন করছিলেন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণ থেকে একটি পুষ্প খসে পড়লো। শ্রীল গুরুমহারাজ তা লক্ষ্য করলেন। পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীল আচার্য্যপাদও দেখলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পূজারীকে ডাকলেন এবং তার দ্বারা ফুলটি আনিয়ে নিজহাতে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শ্রীল গুরুমহারাজের হাতে দিলেন। গুরুমহারাজও খুব আনন্দের সঙ্গে ঐ ফুলটি কৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ এবং শ্রীরূপবিলাস প্রভুর প্রীতি রূপে গ্রহণ করেন। ঘটনাটি শ্রীল গুরুমহারাজের দিন-পঞ্জীর (তা: ২৬-১২-৬৪) থেকে উদ্ধার করা হলো।

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীল আচার্য্যপাদের দৈবক্রমে পেটে Gall Bloder এ Stone হয়। কলিকাতার কোন বড় ডাক্তারের এর পরামর্শে X-Ray

-তে ধরা পড়ে। শ্রীল আচার্য্যপাদ এই সংবাদ ২৭/১০/৬৫ তারিখে লেখা একটি পত্রের মাধ্যমে এলাহাবাদে শ্রীল গুরুমহারাজকে জানান। শ্রীল গুরুমহারাজ উক্ত পত্র ২৯/১০/৬৫ তারিখে পান এবং পত্রটি পড়ে বিশেষ চিন্তিত ও দু:খিত হন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের অনুভব এখানে প্রকাশ করা হলো। "শ্রীরূপবিলাস প্রভুর ২৭/১০/৬৫ তারিখের পত্র সকাল ৯ টায় পাইয়া তাঁহার Gall Bloder -এ Stone হইয়াছে জানিয়া যার-পর-নাই চিন্তিত ও দু:খিত হইলাম।" (দিন-পঞ্জী ২৯/১০/৬৫)

লক্ষৌ মঠের শ্রী মন্দির নির্ম্মাণ ও শ্রী বিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব

শ্রীল গুরুমহারাজের ইচ্ছায় এবং শ্রীল আচার্য্যপাদ ও শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজের চেষ্টায় উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষৌতে একটি নিজস্ব ভূমি সংগৃহীত হয়। ১/১২/৬৪ তারিখে শ্রীল গুরুমহারাজ উক্ত জমিতে মন্দির নির্মাণার্থে ভিত্তি স্থাপন করেন। ভিত্তি স্থাপন দিবস রাত্রে উক্ত ভূমিতে একটি ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। একটি সুসজ্জিত Pandal এ প্রধান অতিথি শ্রীদরবারী লাল শর্ম্মা, Chairman, Legislative Council U.P. -র উপস্থিতিতে শ্রীল আচার্য্যপাদ হিন্দী ভাষায় দেড় ঘন্টা যাবৎ বহু উচ্চশিক্ষিত শ্রোতার নিকট ভাগবত ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। পরদিনও ভাগবত ধর্ম্ম সভা হয়। প্রধান অতিথি Mr. Hari Dutt Khandpal, Parlamentary Secretary র উপস্থিতিতে শ্রীল আচার্য্যপাদ হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজের বিশেষ চেষ্টায় এবং শ্রীল আচার্য্যপাদের সহযোগিতায় ২-৩ বৎসরের মধ্যে বিশাল মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৯৬৭ এর ৭ ই December বৃহস্পতিবার উক্ত নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরু মহারাজ অসুস্থতার জন্য এই উৎসবে যোগদান করতে পারেন নি। তাঁর নির্দেশে শ্রীল আচার্য্যপাদ

উৎসব পরিচালনা করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের করকমলে শ্রী বিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুমহারাজ ঐ সময় গোদ্রুমধামে অবস্থান করছিলেন। ঐ দিন বিগ্রহগণের শোভাযাত্রার স্মৃতিতে তিনি গোদ্রুমে নগর কীর্ত্তন করান।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে নবনির্মিত মন্দিরের প্রবেশোৎসব

শ্রীল আচার্য্যপাদ উড়িষ্যা ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন মঠে মঠে গিয়ে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি মঠের সেবকগণকে ব্যক্তিগতভাবে এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট বিপুলভাবে হরি কথা প্রচার করতে থাকেন। ১/৭/৬৮ তারিখে তিনি কয়েকজন বৈষ্ণবসহ বর্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়াস্থিত শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে শুভবিজয় করেন। তথায় ১০ ই জুলাই নবনির্মিত মন্দিরের প্রবেশোৎসব ছিল। তিনি প্রায় এক সপ্তাহ কাল পূর্ব থেকে অবস্থান পূর্বক হরিকথা কীর্ত্তন করতে থাকেন। শ্রীল গুরু মহারাজ অসুস্থতা বশত ঐ উৎসবে যোগদান করেন নি। তাঁর আনুগত্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ হরিকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ উৎসব করেন। শ্রীক্ষীরাব্ধিশায়ী (শ্রীপাদ সাগর মহারাজ) দাসাধিকারী প্রভু কীর্ত্তন সেবায় এবং শ্রীপাদ জগজ্জীবন প্রভু হোম যজ্ঞাদি ক'রে সাহায্য করেন। ঐ দিন নাট্য মন্দিরে আয়োজিত একটি সভায় শ্রীল আচার্য্যপাদ ২ ঘন্টা কাল শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা উদাত্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) গ্রামবাসী ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত উৎসবে সপরিবার শ্রীযুক্ত ষষ্ঠী নারায়ণ গড়াই উপস্থিত ছিলেন।

সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ

শ্রীল আচার্য্যপাদ দীর্ঘ ৩৪ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় ক'রাবার পর ব্রহ্মচারী রূপে নিষ্ঠাপূর্বক গুরুগৃহের যাবতীয় সেবা সম্পাদন করেন। তাঁর নৈষ্ঠিক জীবন দেখে সকলে মুগ্ধ হ'তো। তাঁর নিষ্ঠা এবং গাম্ভীর্য দেখে কোন স্ত্রীলোক এমনকি মিশনের শিষ্যাগণও তাঁর নিকট যেতে সাহস পেতেন না। ১৯৬৯ সনে শ্রীগৌর জয়ন্তীর দিন শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। শ্রীল গুরুমহারাজের দেওয়া সন্ন্যাস নাম গুলির একটা বিশেষতা ছিল। তিনি মূল নামের সঙ্গে উপাধি নামের একটা সামঞ্জস্য রেখে নাম দিতেন। দুইটির প্রথম অক্ষর এক হতো। যেমন শ্রীভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ, শ্রীভক্তি সুন্দর সাগর, শ্রীভক্তি আশয় আশ্রম এইরূপ। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যপাদের নামে এর কিছু বিলক্ষণ দেখা যায়। তার একটি বিশেষ কারণ আছে যা তাঁর নিজের শ্রীমুখে আমরা শ্রবণ করেছি। সন্ন্যাস নেওয়ার সময় শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীলগুরুমহারাজের নিকট অনুরোধ করেছিলেন-"আমার প্রভুপাদের দেওয়া নামটা (শ্রীরূপ) Change করবেন না।" এর দ্বারা তাঁর গুরুভক্তি সেই সঙ্গে শ্রীলরূপ গোস্বামীর প্রতি নিষ্ঠারও পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীল গুরুমহারাজ যে কোন সন্ন্যাসীর নাম তার গুণের দিক বিচার করে দিতেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ ভাগবতের প্রেমী ছিলেন। তিনি শ্রীপ্রভুপাদের নিকট ভাগবত কথাতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই ভাগবতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং ভাগবতে অগাধ জ্ঞানও গুরুকৃপায় লাভ করেছিলেন। তাই শ্রীল গুরুমহারাজ নাম দেন 'ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ।'

গয়া মঠের শ্রীমন্দির নির্মাণ

শ্রীল আচার্য্যপাদ গয়াধামেই পারমার্থিক জীবন শুরু করেন এবং বহু দিন তথায় মঠ রক্ষক ছিলেন। তাই গয়া মঠের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ ভাড়া বাড়ীতে ঐ মঠটি স্থাপন করেছিলেন। ১৯৬৮ সনে বহু চেষ্টার ফলে একটি নুতন জমি সংগৃহীত হয়। ৩-২-৬৮ তারিখে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আর্বিভাব তিথিতে শ্রীপাদ রূপবিলাস প্রভুই (শ্রীল আচার্য্যপাদ) উক্ত জমিতে ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ নিয়োগী ইঞ্জিনীয়ারের সহায়তায় Plan তৈরী করিয়ে নিজের মনমত করে মঠটি তৈরী করান। ঐ নির্মাণ কার্য্যে শ্রীপাদ জনার্দ্দন মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ মিশনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে ও বার বার গিয়ে নির্ম্মাণ কার্য্য দেখাশুনা করতেন এবং মিশন থেকে ও বিভিন্ন Branch মঠ থেকে অর্থ সংগ্রহে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় অতি শীঘ্র নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ২৩/১১/৬৯ তারিখ শ্রীরাস পূর্ণিমা তিথিতে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ উৎসব হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের করকমলে শ্রী বিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসবের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা শ্রীল আচার্য্যপাদ করেন। তাঁর নির্দেশে উদ্ঘাটনের এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে প্রত্যহ ঊষাকালে নগর কীর্ত্তন, বিকালে ভাগবত পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা হয়। ২২/১১/৬৯ তারিখ থেকে "নবাহ পারায়ণ" (বিহারে ৯ দিন শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ প্রথা) শুরু হয়। নবাহ পারায়ণের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে বিহারের Chief Justice Sri Satish Chandra Misra সভায় Chief Guest রূপে উপস্থিত ছিলেন। নবনির্মিত মন্দিরের উদ্ঘাটনের দিন বিহারের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ কানুনগো উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের নির্দেশে মিশনের প্রায় সব মঠের মঠ-রক্ষক, সন্ন্যাসী ও বহু ব্রহ্মচারী উপস্থিত হন। সহস্রাধিক ব্যক্তি ঐ দিবস মহাপ্রসাদ সেবন করেন।
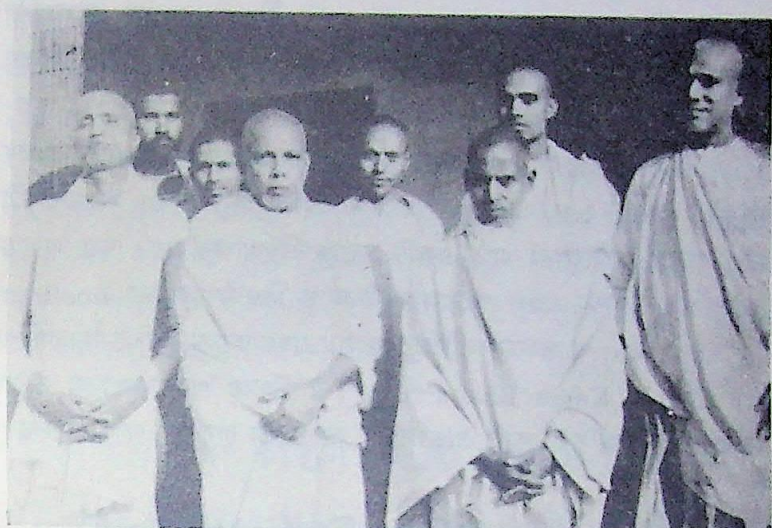
গয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে ব্রহ্মচারী বেশে শ্রীল আচার্য্যপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপন

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ মিশনের বিবিধ সেবার মধ্যেও হরিকথা প্রচার কার্য্যে সর্বদাই নিযুক্ত থাকতেন। তিনি বিভিন্ন মঠ ছাড়াও ২৪ পরগণা, দুর্গাপুর আদি স্থানে সভা সমিতিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর হরিকথায় আকৃষ্ট হয়ে শুদ্ধ ভক্তির পথ গ্রহণ করেন। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী মহোৎসবে শ্রীল আচার্য্যপাদ বিপুল উৎসাহে বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতির ব্যবস্থা ক'রে হরিকীর্ত্তন করেন। এই উপলক্ষ্যে ৩০/৪/৭৩ তারিখে Calcutta University Institute Hall -এ বিরাট সভার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত সভায় Calcutta High Court -এর ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রী রমা প্রসাদ মুখার্জী সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন প্রধান অতিথির আসন

গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় শ্রীল আচার্য্যপাদ উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তারপর শ্রীল গুরুমহারাজের ভাষণ হয়। শ্রীগোদ্রুমধামে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে চার দিন ব্যাপী ভাগবত-ধর্ম্ম সভার আয়োজন হয়। ১১/১২/৭৩ তারিখ থেকে ১৪-১২-৭৩ তারিখ পর্য্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১১/২/৭৪ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্তি জন্মোৎসবে কলিকাতা মঠে একটি সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Lecturer Dr. Uma Roy ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক Sri Chapal Kanta Bhattachary। ঐ সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ এক ঘণ্টা কাল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য করুণার কথা বলেন।

কুরুক্ষেত্রে নব নির্মিত শ্রীমন্দিরের উদ্ঘাটন

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনস্থলীতে একটি মঠ স্থাপন করেন। এই স্থানে সূর্য গ্রহণের সময় দ্বাপর যুগে শ্রীরাধা কৃষ্ণের মিলন হয়েছিল। বৃন্দাবন লীলার বহু পরে বিরহ ব্যাকুলা রাধারানীর সহিত দ্বারকা থেকে আগত কৃষ্ণের মিলন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানে শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন। এই স্থানটি একটি উচ্চ টীলার উপর অবস্থিত। তথায় একটি ছোট মন্দির ছিল। বাকি অংশ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। শ্রীল গুরুমহারাজের ইচ্ছায় শ্রীল আচার্য্যপাদের সহযোগিতায় তথাকার মঠরক্ষক শ্রীপাদ শরণ্যকৃষ্ণ প্রভু (শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ) অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি সুন্দর পঞ্চ চূড়া বিশিষ্ট মন্দির ও নাট্য মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর এই চেষ্টায় শ্রীল আচার্য্যপাদ তাঁকে ভরপুর সাহায্য করেন এবং অতি অল্প দিনে ঐ মন্দির নির্মিত হয়। ২৯/১১/৭৪ তারিখ শ্রীরাস পূর্ণিমা দিবসে শ্রীল গুরুমহারাজের অসুস্থতার দরুণ শ্রীল আচার্য্যপাদের করকমলে নব মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ উৎসব সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বে, এলাহাবাদ, কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থান থেকে বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী উক্ত

উৎসবে যোগদান করেন। ঐ দিন প্রাতে শ্রীল আচার্য্যপাদের নিয়ামকত্বে একটি বিরাট নগর সংকীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়। বেলা ১১ টায় মঠ প্রাঙ্গনে ভাগবত ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত সভায় কুরুক্ষেত্র University র Vice Chancellor Mr. S.K. Dutta প্রধান অতিথি রূপে আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ হিন্দীভাষায় ভাগবত ধর্ম্ম সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে প্রধান অতিথি মহোদয় মহারাজের ভাষণের ভুরি ভুরি প্রশংসা করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের নির্দ্দেশে পরবর্ত্তীকালে পুরাতন মন্দিরটিতে শ্রী বেদব্যাসের মূর্ত্তি স্থাপন করা হয় যাহা আজও বিদ্যমান আছে।

"শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করাই আমার বিশ্রাম"

শ্রীল আচার্য্যপাদ মঠে মঠে নিরন্তর ভক্তদের নিকট, মঠবাসী সেবকদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করতেন। এটা তাঁর স্বত:সিদ্ধ স্বভাব ছিল। তিনি প্রতি বৎসর পশ্চিম ভারতের সব মঠগুলি পরিদর্শনকালে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করতেন। ১৯৭৬ সনে একবার তিনি বিভিন্ন মঠ পরিদর্শন ক'রতে ক'রতে লক্ষ্ণৌ নবনির্ম্মিত মন্দিরে গেছেন। ঐ সময় তথায় মঠ-রক্ষক ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ। তিনি শ্রীল আচার্য্যপাদকে স্টেশনে বিপুল অভ্যর্থনা জানান। মঠে কয়েকদিন অবস্থান পূর্বক তিনি নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করছিলেন। তথাকার বিশিষ্ট ধনাঢ্য Sri Satyapal Kumaria, Sri Shyam Krishna Agrawal, Sri Guru Dutta Mall প্রভৃতি তাঁর নিকট ঘন্টার পর ঘন্টা হরিকথা শ্রবণ করতে থাকেন। তিনি কোন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি পেলে তাকে ছাড়তেন না। তিনি প্রত্যহ সকাল ৮ টা থেকে ১২ টা এবং বিকাল ৩ টা থেকে ৭ টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করতে থাকেন। কখনও কখনও সময় অতিক্রম হয়ে গেলে তাঁর সেবক বিশ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন "হরি কথা কীর্ত্তন করাই আমার বিশ্রাম।" কথা কীর্ত্তনে তাঁর এরূপ নিষ্ঠা ছিল। এই সংবাদ ভক্তিপত্র ১৩ শ বর্ষ ৪ র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ভক্তি স্কুলের আদর্শ শিক্ষক শ্রীল আচার্য্যপাদ

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ যেখানেই অবস্থান করতেন সেই স্থানটিকে হরি - কীর্ত্তন ও হরি সেবায় মুখরিত রাখতেন, যেন এক বৈকুণ্ঠ আনন্দ বিরাজ ক'রতো। শ্রীল আচার্য্যপাদও যে স্থানেই থাকতেন হরি প্রসঙ্গের বন্যা প্রবাহিত হ'তো। এটা তাঁর এক বিশেষ গুণ। তিনি কলিকাতা মঠে অবস্থান কালে মঠটিকে হরি-কীর্ত্তন ও হরি-প্রসঙ্গে মুখরিত রাখতেন। তিনি একটি স্কুলের হেড মাষ্টারের ন্যায় সেই স্থানটির সব দিক্ লক্ষ্য রেখে সকলকে শিক্ষা দিতেন। বাগবাজার মঠে অবস্থানকালে ভোর ৪ টা থেকে প্রভাতী কীর্ত্তন করাতেন। নিজে গ্যালারীর উপর থেকে কোন্ কোন্ কীর্ত্তন কে কে করবে নির্দেশ দিতেন। গ্যালারীতে কেউ তাঁর ভয়ে শু'য়ে থাকতে পারত না। মঙ্গলারতি, পরিক্রমা ও গুরুবর্গের আরতির পর প্রত্যহ নিজের ভজন কুটীরে সকলকে নিয়ে ইষ্টগোষ্ঠী মুখে যে কোন একটি গ্রন্থ নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করতেন। অনেক সময় Primary স্কুলের ছাত্র ও হাইস্কুলের ছাত্র এই দুই ভাগে Class, নিতেন। জুনিয়ার মঠ বাসীদের নিয়ে আলাদা Class আবার সিনিয়ারদের নিয়ে আলাদা Class ক'রতেন। এর ফলে তাঁর স্নান, খাওয়া দাওয়ার নিয়মের প্রচুর বিঘ্ন সৃষ্টি হ'তো। ছোটদের জন্য দশমূলশিক্ষা, শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরুর কীর্ত্তন, জৈবধর্ম্ম আদি আলোচনা, বড়দের জন্য ভক্তিরসামৃত - সিন্ধু, ভাগবতামৃত, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিসন্দর্ভ আদি গ্রন্থের আলোচনাদি করতেন। তিনি রীতিমত পরদিন পড়া নিতেন। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তনগুলি মুখস্থ করিয়ে এবং অর্থগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। এ ছাড়াও বিকালে পুনরায় কখনও কখনও বিশিষ্ট ভক্তদের নিকট রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত হরি কথা কীর্ত্তন করতেন। প্রসঙ্গময়ী সেবায় মঠটি মুখরিত রাখতেন। ইহা তাঁর আচার্য্যলীলার পূর্ব থেকেই দেখা গিয়েছে। ১৯৭৬ সালে ঊর্জ্জব্রতকালে তাঁর এইরূপ প্রসঙ্গময়ী সেবার দৃষ্টান্ত ভক্তি পত্রের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই। এখানে তার কিছুটা অংশ প্রকাশিত হলো —

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী বেশে শ্রীল আচার্য্যপাদ

"কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে"

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে ও মিশনের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ১৭ই আশ্বিন হইতে ১৬ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত একমাসকালব্যাপী শ্রীউর্জব্রত প্রতিপালিত হয়। এই নিয়মসেবা উপলক্ষে প্রত্যহ ভোর ৪ টা হইতে রাত্রি ১০-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট সেবকগণ স্ব-স্ব বিবিধ সেবায় মগ্ন থাকিতেন। সমস্ত প্রসংগময়ী সেবা পূজ্যপাদ ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের পরিচালনে বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উর্জব্রতের প্রথমভাগে তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় উপস্থিত বিশিষ্ট শ্রদ্ধালুসজ্জন সমক্ষে "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু" হইতে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করেন। তারপর তিনি "শ্রীমদ্‌ভাগবত" হইতে শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলা ও গোবর্দ্ধনধারণ-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রতি অপরাহ্নে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মঠবাসীভক্তগণের নিকট ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে "জৈবধর্ম" আলোচনা করিতেন। তাহা ছাড়া সময়ে-অসময়ে যে কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে, শ্রীপাদ মহারাজ তাঁহাদের ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যক্তিগতভাবে হরিকথা বলিতেন।

প্রত্যহ পূর্বাহ্নে কীর্ত্তন, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ, মংগল আরাত্রিক, পরিক্রমাকীর্ত্তন, 'শ্রীমদ্ভাগবত' পারায়ণ; মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন; অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ ও সন্ধ্যায় 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ-ব্যাখ্যা, মন্দির-পরিক্রমা, সন্ধ্যারতি, কীর্ত্তন প্রভৃতি প্রসংগ ও বিবিধ প্রকার পরিচর্য্যা-ময়ী সেবা নির্দিষ্ট মঠবাসীগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহগণের বিচিত্র ভোগরাগ, নবনব বস্ত্র ও পুষ্প-অলঙ্কারাদি সজ্জার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় পুষ্প-শৃংগারাদির পর শ্রীবিগ্রহগণকে দেখিতে বহু দর্শনার্থীর সমাগম হইত।

এই ব্রতের মধ্যে শ্রীগৌরপার্ষদ বৈষ্ণবাচার্যগণের যথা-শ্রীল

শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ, শ্রীল কাশীশ্বর রঘুনাথ দাস, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ, শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীল মুরারিগুপ্ত, শ্রীল নরোত্তম দাসঠাকুর, শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু, শ্রীল গদাধরদাস ঠাকুর, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রভু, শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী-পাদ গণের তিরোভাব-তিথি সমূহে সপার্ষদগৌর-বিরহজ-বিলাপ-গীতি সমূহ কীর্ত্তন ও তাঁহাদের অত্যুজ্জ্বল ভজনাদর্শ ও বাণী স্মরণ করা হয়। শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু ও শ্রীল রসিকানন্দ গোস্বামী-প্রভুর প্রকট তিথিদ্বয় যথাযথ হরিসংকীর্ত্তন মুখে উদ্‌যাপিত হয়।

গত ১৬ই অক্টোবর রাধাকুণ্ডের প্রাকট্য তিথ্যুপলক্ষে পূজনীয় শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ রাত্রি ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের উপদেশামৃত ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকৃত স্তবাবলী হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা, শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করেন। গত ১৯শে অক্টোবর রমা একাদশীর, উপবাস উপলক্ষে ভক্তগণ সারারাত জাগরণপূর্বক সমস্ত শরাগতি, ভজনলালসা, নামাষ্টক, শিক্ষাষ্টক কীর্ত্তন করেন। ২২ অক্টোবর দ্বীপান্বিতা উৎসবে সারা মন্দির, নাট্যমন্দির, গুরুদেবের ভজন-কুটীরাদি, তুলসী-কুঞ্জ সর্বত্র ভক্ত-হৃদয়ের প্রীতি-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় চারিদিক আলোয় আলোকময় হয়। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' হইতে পূজ্যপাদ মহারাজ উর্জ্জব্রতকালে ধুপ-দীপ-দান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ঐ দিন দামবন্ধনলীলার সমাপ্তি দিবস উপলক্ষে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন-লীলার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পূজ্যপাদ মহারাজ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন হরিদাসবর্য্য গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রতিমূর্তি স্থাপন ও তৎপূজা, অধিবাস-কীর্ত্তন হয়। ২৩ অক্টোবর সকালে গোবর্দ্ধন পুজা, আরতি, গো-গোবর্দ্ধন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা, গোবর্দ্ধনের নিকট ভোগ প্রদান, গো-গ্রাসদানাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন অন্নকূট-মহোৎসবে প্রায় ৭০০ জন ভক্তকে প্রসাদ প্রদান করা হয়। ২৪শে অক্টোবর শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আর্বিভাব তিথিতে তৎকৃত 'শ্রীভাগবতাষ্টক' পাঠ ও ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ মহারাজ-কর্ত্তৃক

অনুষ্ঠিত হয়, উহা সম্পূর্ণ Tape Recorded হয়। ৩১ শে অক্টোবর গোপাষ্টমী-দিবসে সহস্রাধিক ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির ১০৮ বার পরিক্রমা করা হয়; পুষ্প-বর্ষণ, গোলাপ জল সিঞ্চন, ধূপধূনার সুবাস, ঘনঘন শঙ্খ ও উলুধ্বনি, ভক্তগণের আনন্দ নৃত্য সব মিলাইয়া সেইদিন এক অপূর্ব বৈকুণ্ঠ-পরিবেশের উদ্দীপনা হয়।

২ রা নভেম্বর উত্থানৈকাদশী দিবসে সকাল হইতে ভক্তগণ শ্রীভগবানের প্রবোধন সূচক বিবিধ গীতি কীর্ত্তন করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁহার প্রিয় বিপ্রলম্ভময়ী "কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে। রাধে!" কীর্ত্তনটি বিশদ্ ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ মহারাজ সরলভাবে করেন। ঐদিন সারারাত ধরিয়া ভক্তগণ মন:শিক্ষা, সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন বিষয়ক কীর্ত্তন করেন। পরের দিন ব্রতান্তে ভক্তগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

(ভক্তিপত্র, ১৪ শ বর্ষ ২ য় সংখ্যা)

দিল্লী মঠের নব মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব

দিল্লী মঠটি শ্রীল প্রভুপাদের সময় থেকে 45 Hanuman Road স্থিত একটি ভাড়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীল গুরুমহারাজের শুভেচ্ছায় এবং শ্রীল আচার্য্যপাদের বিশেষ চেষ্টায় হাউজ্খাসে একটি ভূমি সংগৃহীত হয় এবং শ্রীলগুরুমহারাজ উক্ত জমিতে ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় এক বৎসরের মধ্যে এক বিশাল মন্দির নির্মিত হয়। তিনি মিশন থেকে বহু অর্থ সাহায্য করেন এবং প্রচার পার্টীর মাধ্যমে Collection করিয়ে সাহায্য করেন। ২৫/১১/৭৭ তারিখের রাসপূর্ণিমা তিথিতে উদ্ঘাটন মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ঐ মঠের সন্নিকটস্থ Park এ বিশাল Pandal এ ভাগবত ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। তিন দিন যাবৎ সন্ধ্যা ৫ টায় সভা হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ

প্রত্যহ হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিন ভারতের সংবাদ ও বেতার মন্ত্রী Mr. L.K. Advani র প্রধান আতিথ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ ঘন্টাধিক কাল যাবৎ হিন্দী ভাষায় ভাগবত ধর্ম্মের উৎকর্ষ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। চতুর্থ দিন শ্রীগুরুপূজা মহোৎসবে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীল গুরুমহারাজের অলৌকিক মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। উৎসবটি তাঁর আনুগত্যে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

কলিকাতায় স্থানীয় বাগবাজার দুর্গামণ্ডপে প্রদর্শনী ও প্রচার

কলিকাতা বাগবাজার স্থিত দুর্গামণ্ডপে প্রত্যেক বৎসর স্থানীয় লোককর্ত্তৃক দুর্গা পূজার সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট ধর্ম্ম সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হ'ত। ১৯৭৭ সনে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক উক্ত দুর্গাপূজনোৎসবে গৌর সুন্দরের বাণী প্রচারার্থে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদই উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। ১৮/১০/৭৭ তারিখে ঐ স্থানে তিনি একটি গৌর লীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সকাল ৯ টায় কীর্ত্তন মণ্ডলী সহ সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ঐ সময় শত শত দর্শনার্থীর সমক্ষে তিনি এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন—"দেবী দুর্গা বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিণী বৈষ্ণবী। সাধারণ জীব দেবীর নিকট ভোগৈশ্বর্য্য আদি ও মুক্তি কামনা করে। বৈষ্ণবগণ ঐ দেবীকে পরমাবৈষ্ণবী, লীলাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপিনী ও প্রেমপ্রদায়িনী ব'লে থাকেন। ব্রজের গোপকুমারীগণ কাত্যায়নীর নিকট কৃষ্ণচন্দ্রকে পতিরূপে প্রার্থনা ক'রেন। তাঁরা দেবীর কৃপাতেই কৃষ্ণকে পতি রূপে প্রাপ্তি করেছিলেন। দেবীর নিকট শ্রদ্ধাভক্তিই আমাদের একমাত্র কাম্য। ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ ও একমাত্র প্রয়োজন।" উক্ত প্রদর্শনীর সংবাদটি স্থানীয় "যুগান্তর" পত্রিকায় বিস্তৃত প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক উক্ত প্রদর্শনী ও শ্রীল

আচার্য্যপাদের ভাষণটি T.V. র মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি"

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ ছিলেন বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং পুষ্পের চেয়েও কোমল হৃদয়। তিনি ভক্তি প্রতিকূল কার্য্য দেখলেই সহ্য করতে পারতেন না। ভক্তি জগতে যেটা অন্যায়, ভক্তি বাধক, যেটা গুরু বৈষ্ণব সুখকর নয় তা তিনি মোটেই সহ্য করতেন না। তিনি বজ্রের চেয়েও কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করতেন। আবার তাঁর হৃদয়টি ছিল পুষ্পের থেকেও কোমল। তিনি সেবকের কষ্ট সহন করতে পারতেন না। কারুর দু:খ দেখতে পারতেন না। অপরের দু:খে দু:খী হতেন। তাঁর জীবনের কিছু ঘটনার মধ্যে সেটা দেখতে পাই। সেইরূপ ২-১ টি ছোট ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হ'লো।—

এক সময় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে একজন সেবক ভিক্ষাদি সেবা করতেন। তিনি একটু শারীরিক চর্চা করতে ভালোবাসতেন। তিনি ঘুম থেকে দেরীতে উঠতেন। উঠে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করতেন। সকালের আরতি কীর্ত্তনে যেতেন না। মঠের নাট্য মন্দিরের উপরে গ্যালারীতে থাকতেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ তাঁকে বার বার আরতি কীর্ত্তনে Join করতে বলতেন। এটা তাঁর স্বভাবে ছিল না। একদিন সকালে ঐরূপ আরতির সময় শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম করতে দেখে শ্রীল আচার্য্যপাদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর মশারি খুলে ফেলে দেন এবং তৎক্ষণাৎ মঠ থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেন। শ্রবণ কীর্ত্তনে অরুচি যুক্ত ব্যক্তি মঠে থাকার যোগ্য নয়, এরূপ বিচার ব্যক্ত করেন। উক্ত সেবক মঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। পরবর্ত্তীকালে তিনি পুন: মঠে আসেন এবং মহারাজের শাসন তার মঙ্গলের জন্যই-এটা বুঝতে পেরেছিলেন।

এক সময় কুরুক্ষেত্র মঠে একটি সেবক বাসন মাজা, ঝাড়ু দেওয়া সেবা করতেন। এ দীন সেবক সেই সময় তথাকার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ বিভিন্ন মঠ পরিদর্শন ক'রতে ক'রতে কুরুক্ষেত্রে

যান। তথায় ২-৩ দিন অবস্থান করেন। ঐ সময় মঠটি পরিদর্শন কালে বাসন মাজার যায়গায় একটি ব্যবহৃত নিম দাঁতন দেখতে পান। ঐ উচ্ছিষ্ট নিম দাঁতন দেখা মাত্রই অত্যধিক ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি মঠের সমস্ত সেবক বৃন্দকে ডাকেন। ঐ সময় তাঁর নিকটে যাওয়ার মত সাহস কারুরই ছিল না। যে সেবকটি বাসন মাজতো সে নিজেই ঐ দাঁতনটি ফেলেছিল। শ্রীল আচার্য্যপাদ তাঁকে ডাকালেন কাছে এবং তার কান ধরে খুব জোরে মোলা দিয়ে তিনি বলেন "তোমার এই বোধ টুকুও নেই ঠাকুরের বাসন মাজার স্থানে উচ্ছিষ্ট ফেলেছ।" ঐ সময় মহারাজের পুরো শরীর কাঁপছিল। তিনি ঐ স্থানটিতে বেশ নোংরাও দেখলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের সেবক শ্রীনিবাস প্রভুকে (বর্তমান শ্রীভক্তি নিষ্ঠ ন্যাসী) ডাকলেন এবং নিজেই সেবকসহ পরিষ্কার করলেন। এইরূপ ভক্তি-বিরোধী কার্য্যে তিনি কঠোরত্ব প্রদর্শন করতেন।

আবার তাঁর কোমল স্বভাবের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে। কুরুক্ষেত্র মঠে শীতকালে প্রচুর ঠাণ্ডা পড়তো। তখন সেবকগণ ঠাণ্ডায় কষ্ট করে সেবাদি করতো। এক সময় তিনি শীতকালে তথায় পরিদর্শনে গিয়েছেন। একটি সেবক বাসন মাজতো কিন্তু তার শরীরে বিশেষ কোন গরম কাপড় ছিল না। ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছিল। শ্রীল গুরুদেবের চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার মঠ রক্ষক প্রভুকে ডাকালেন এবং দু:খের সহিত বললেন "এদের কষ্ট আমি দেখতে পারছি না। এখনই বাজার থেকে একটি সোয়েটার ও গরম চাদর কিনে আন। আমি টাকা দিচ্ছি।" এই বলে মহারাজ তাঁর সেবককে দুই শত টাকা দিতে বললেন। তিনি জানতেন মঠ রক্ষক বেশী খরচ ব'লে গরম কাপড় কিনছে না।

তিনি এক সময় আচার্য্যাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এলাহাবাদ মঠে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দির নিয়ে বিরাট দ্বন্দ্ব চলছিল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরাট ঝগড়া। হিন্দুরা এক সময় একজোট হয়ে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য অযোধ্যায় একত্রিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে। ঐ সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিস গুলি চালায় এবং হাজার হাজার হিন্দু মারা যায় পুলিসের গুলিতে।

ঐ সংবাদ পরদিন প্রাতে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীল আচার্য্যপাদ এই সংবাদ কোন সেবকের মাধ্যমে শ্রবণ ক'রেন এবং শ্রবণ করা মাত্রই খুব দু:খে অভিভূত হন। তিনি আক্ষেপ ক'রতে ক'রতে বলেন "হায় দেশের কি দুরাবস্থা। নিরীহ রামভক্ত সব মারা গেল।" তিনি তাদের কল্যাণ কামনা করেন। এইরূপ ছিল তাঁর কোমল হৃদয়।

এলাহাবাদে নব নির্মিত মন্দিরের উদ্ঘাটন

প্রয়াগ ধামে মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের শ্রী মন্দির শুরুতেই ছোট আকারে ছিল। শ্রীল আচার্য্যপাদের পরবর্ত্তীকালে তথাকার ইনচার্জ ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রীপাদ ভক্তি আশ্রয় আশ্রম মহারাজ তথাকার ইনচার্জ হন। ওনার মনে এক ইচ্ছা জাগে। মঠটি বড় অথচ শ্রী মন্দিরটি ছোট। তাই মন্দিরটিকে ভেঙ্গে বড় করার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। আসানসোল নিবাসী শ্রীমতী সুধারানী গড়াই এর মনে ঐরূপ এক প্রেরণা জাগ্রত হয়। তিনি তাঁর পতি শ্রীযুক্ত ষষ্ঠী নারায়ণ বাবুকে বলে সম্পূর্ণ সেবাটি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের কানে এই সংবাদ গেলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজকে উৎসাহ দিয়ে এই কার্য্য শুরু করান এবং শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করে অল্প দিনের মধ্যে নির্মাণ কার্য্য শেষ করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের নির্দেশে শ্রীল আচার্য্যপাদ ১৮/৮/৭৮ তারিখে শ্রী বলদেব প্রভুর আর্বিভাব তিথিতে উক্ত মন্দিরের উদ্ঘাটন করেন। মিশনের বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ঐ উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত ষষ্ঠী বাবু ও স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ বিপুল উৎসাহের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন করেন। শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ক'রলে পরে শ্রীল আচার্য্যপাদ বৈষ্ণবগণকে সঙ্গে করে নাট্য মন্দিরে বিশেষ উল্লাসের সঙ্গে কিছুক্ষণ উদণ্ড নৃত্য করেন। তা দেখে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ ও ভক্তগণ পরমানন্দিত হয়েছিলেন। বেলা ১০ টার সময় মঠে ভাগবত ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যপাদ

ভগবানের বাচ্য ও বাচক অবতার প্রসঙ্গে হিন্দী ভাষায় একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের আনুগত্যে উৎসবটি অতি সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়।

বোম্বাই শহরে প্রচার

১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ উড়িষ্যার মঠগুলিতে শ্রীহরিকথা প্রচার ক'রে বোম্বে মঠে শুভ বিজয় করেন। ঐ সময় তথাকার মঠ রক্ষক প্রবীণ বৈষ্ণব শ্রীপাদ প্রভুপদ ব্রহ্মচারী (পরমহংস মহারাজ) শ্রীভুবনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাক্ষ ব্রহ্মচারী (বর্তমান শ্রীগুরুপাদপদ্ম), শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকরী, Dr. Pramila Gaikaward আদি শ্রীল আচার্য্যপাদকে অভ্যর্থনা জানান। প্রায় তিন সপ্তাহকাল তথায় অবস্থান পূর্বক মঠে ও গৃহস্থভক্তদের বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠ কীর্ত্তনাদি করেন। তিনি প্রত্যহ দশমূল শিক্ষা, শক্তি বিচার, সৃষ্টিলীলা, অবতার লীলাদি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে মঠের একটি নিজস্ব ভূমি সংগ্রহেরও চেষ্টা করেন। ঐ সময় মঠটি 22 August Kranti Marg এ ভাড়া বাড়ীতে ছিল। তিনি বহু স্থান ঘুরে ঘুরে মঠোপযোগী ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। ৭/১০/৭৮ তারিখে তথাকার এক বিশিষ্ট ধনাঢ্য এবং শ্রদ্ধালু পুরাতন ভক্ত শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে তাঁহার বাদলাপুর স্থিত ভূখণ্ড পরিদর্শনে যান এবং দাদর স্থিত তাঁর বাসভবনেও যান। তথায় কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কুমুদ বাবুর স্ত্রী ভক্তিমতী শ্রীমতী অপর্ণাদেবী শ্রীল আচার্য্যপাদকে মহাভাগবত জ্ঞানে বিশেষ শ্রদ্ধা অপর্ণ করেন এবং একটি ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। গুরু-আসনে উপবেশন করার পূর্বেই অর্থাৎ সেক্রেটারী থাকা অবস্থাতেই তিনি এইরূপ পূজনীয় ও আদরণীয় ছিলেন। নিম্নে উক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলিটি প্রকাশ করা হ'লো।
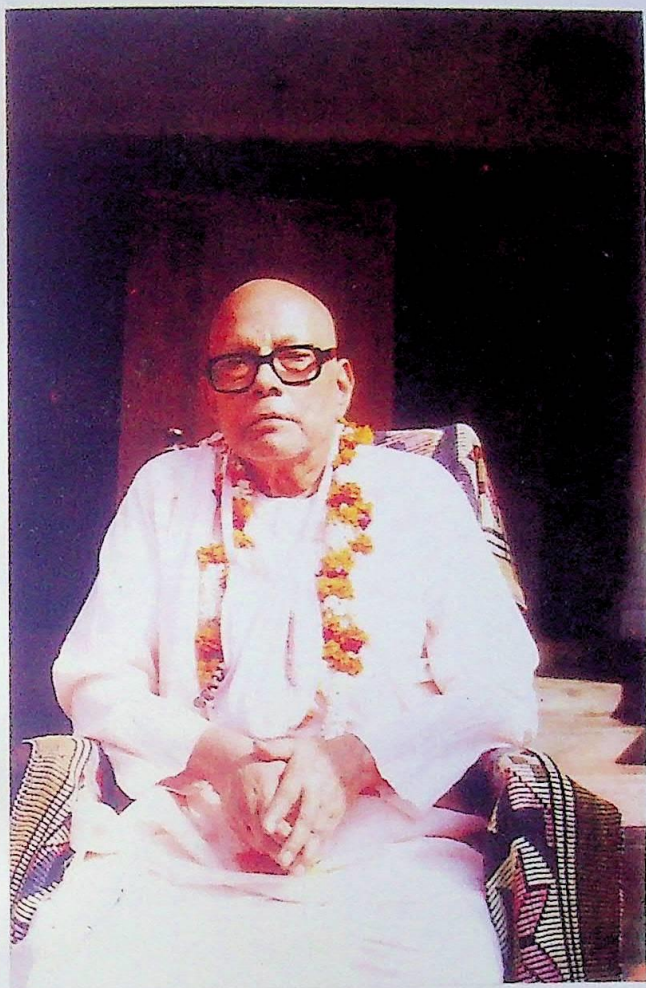
প্রয়াগস্থিত শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে ভাবাবিষ্ট শ্রীল আচার্য্যপাদ

জয়তু জয় মঙ্গলময় জয় ভাগবত মহারাজ।
জয়তু জয় করুণাময় চরণে প্রণমি তোমারে আজ।।

এসেছ ধরাতে পাপী উদ্ধারিতে, করুণা পরশে তব।
দরশনে হয় চিত্ত প্রেমময়, প্রাণে আশা জাগে নব।।

বৈষ্ণব ঠাকুর, বচনে মধুর, হরিকথা অনুক্ষণ।
গৌর-ভক্তগণে নিজজন জ্ঞানে স্নেহ-সিক্ত আলিঙ্গন।।

ভজিতে ভজিতে গৌরসুন্দর, লভিলা সুন্দর গৌর কলেবর।
ললাটে তিলক উজ্জ্বলতর, শ্রীতুলসী কণ্ঠে অপূর্ব্ব হার।।

অরুণ নয়নে করুণ দৃষ্টি, সদাই সুস্মিত বদন।
শাস্ত্র সুনিষ্ণাত পর হিতে রত, তুমি হে প্রপন্ন পালন।।

বিশ্বহিত লাগি হলে সর্ব্বত্যাগী হরিনাম-ধন করিলে প্রচার।
তব গুণ গাই, হেন সাধ্য নাই, বৈষ্ণব মহিমা, অনন্ত অপার।।

সাধিতে আপন জীবনব্রত সুফল লভিলে ভুবন মাঝ।
ভক্তবৃন্দ চরণে প্রণত, ভুলিয়া আপন বিষয় কাজ।।

জীবোদ্ধার লাগি সদাই তৎপর, পর্য্যটন তব শুধুই ছল।
তারিতে পামর যাও পরঘর, কলিহত জীবের তুমিই বল।।

বোম্বাই নগরীতে, অযাচিত ভাবে তব শুভ পদার্পণ।
শুষ্ক কঠোর নীরস প্রাণে আনে নব জাগরণ।।

সে শুভবিজয় করিয়া স্মরণ, পূজিতে এসেছি তোমার চরণ।
আমি দীনজন অতি অকিঞ্চন, বনফুল কিছু করেছি চয়ন।।

মিশায়ে তাহাতে, ভকতি চন্দন অর্ঘ্য দিল এ দাসী।
বৈষ্ণব কৃপাগুণে, শ্রীবৃন্দাবনে হইব শ্রীরাধার দাসী।।

নাহি চাই মান, নাহি চাই ধন, নাহি মোর প্রতিষ্ঠাশা।
রাধাকৃষ্ণ প্রতি হবে মোর রতি, এই মাত্র অভিলাষা।।

(ভক্তি পত্র, ১৬শ বর্ষ ২য় সংখ্যা)

তিনি তথাকার অন্যান্য বিশেষ বিশেষ গৃহস্থ ভক্ত যেমন ডা: প্রমীলা গায়কয়াড়, শ্রীমতী সরযু হালদার, শ্রীযুক্তা অমিয়প্রভা দে প্রভৃতির বাড়ীতে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২০/১০/৭৮ তারিখে তাঁর নেতৃত্বে একটি নগর সংকীর্ত্তন পরিচালন করা হয়। ১৩-১০-৭৮ তারিখে তথাকার Bengal Association Hall একটি ভাগবত ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় শ্রীল আচার্য্যপাদ কর্মজীবন, জ্ঞান জীবন ও ভক্তিজীবনের তুলনামূলক আলোচনা করেন।

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সংস্কার

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেছিলেন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই মঠের বিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব হয়েছিল। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের এই মঠটি বহু স্থানে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ সেবা-সচিব রূপে থাকা কালে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠটির সংস্কার করার বৃহৎ কার্য্যে হাত দিয়েছিলেন। প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভু তাঁর সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই বিশাল গৌড়ীয় মঠ মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর মধ্যে মধ্যে অল্প স্বল্প মেরামত করে কাজ চালানো হচ্ছিল। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যপাদের গুরুগৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ও দায়িত্ববোধ ছিল। তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মঠটির আগাগোড়া মেরামত করিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সনে তিনি এই কার্য্যে হাত দেন এবং প্রায় ৬ মাস যাবৎ এই কার্য্য চলতে থাকে। বহু অর্থের প্রয়োজনে কেহই এই বিশাল কার্য্যে হাত দিতে সাহস পাচ্ছিলেন না। শ্রীল আচার্য্যপাদ বিভিন্ন শাখা মঠ থেকে এবং ধনী ভক্তদের নিকট সাহায্য নিয়ে এই কার্য্যে নিজের সম্পূর্ণ বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ উৎসাহে লেগেছিলেন। তাঁর আচার্য্যলীলায় West Bengal Govt. এর আর্থিক সহায়তায় মঠের বহু উন্নতি মূলক কাজও করিয়ে গিয়েছেন। কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে বিশাল Library তাঁরই কীর্ত্তি।

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য গ্রহণ উপলক্ষ্যে বিপুল প্রচার

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মকুণ্ড একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। সেখানে সূর্য্য গ্রহণে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য পুরাকাল থেকে চলে আস্‌ছে। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা থেকে রুক্মিণী, সত্যভামা আদি পরিবার বর্গকে নিয়ে এই স্থানে সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষ্যে এসেছিলেন এবং বৃন্দাবন থেকে শ্রীমতী রাধারাণী সহ বহু গোপ-গোপী এই স্থানে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছিলেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ঠিক এই মিলন স্থানেই শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেছেন। গত ১৬-২-৮০ তারিখে সূর্য্য গ্রহণ উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক লোক গ্রহণের সময় স্নান করে। ঐ সময় মঠে বহু যাত্রীর আগমন হয় এবং পাঠ কীর্ত্তনাদির বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে বিপুল ভাবে গৌর বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রত্যেক শাখা মঠ থেকে বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণকে আহ্বান করে আনেন এবং নিজে কিছুদিন পূর্ব থেকে তথায় উপস্থিত হয়ে ব্যবস্থা ক'রতে থাকেন। নব নির্ম্মিত মন্দিরে যাত্রী সমাগম বেশ ভালই হ'তো তিনি মন্দিরের পিছনের দিকে তথাকার মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ শরণ্যকৃষ্ণ প্রভুর দ্বারা একটি সুন্দর স্থায়ী লীলা মন্দির নির্মাণ ক'রান। পাকা মাটির তৈরী ছোট ছোট মূর্ত্তির মাধ্যমে কুরুক্ষেত্রে ভগবানের যাবতীয় লীলা প্রদর্শন করানোর জন্য ৮ টি Stall তৈরী করা হয়। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার তপস্যা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা, দ্বারকা থেকে কৃষ্ণের আগমন, গোপীদের সঙ্গে মিলন, মহাপ্রভুর স্থানেশ্বরী শ্রীজগন্নাথ বিপ্রের বাড়ীতে আগমন আদি লীলা উক্ত লীলা মন্দিরে সাজানো হয়। এই লীলা মন্দিরটি আজও বিরাজমান আছে। কেবল তাই নয় শ্রীল আচার্য্যপাদ কলিকাতা ভাগবত প্রেস থেকে উক্ত লীলা মন্দিরের বিবরণী-সূচক ছোট বই হিন্দী ভাষায় ছাপিয়ে নিয়ে যান — যাতে সকলে লীলাগুলি বুঝতে পারে। ঐ বইগুলি শ্রীল আচার্য্যপাদ নিজ হাতে বিনা মূল্যে বিতরণও ক'রেছেন। তিনি মেলার সময় প্রত্যেক স্টলে দুই জন ব্রহ্মচারীকে নিযুক্ত করে যাত্রীদের বোঝাবার ব্যবস্থাও ক'রেছিলেন। এই ভাবে তিনি বিপুল প্রচার ক'রে শ্রীল প্রভুপাদেরই যোগ্য সন্তানের পরিচয় দিয়েছেন।

আসাম অঞ্চলে গৌড়ীয় মিশনের নূতন শাখা

আসাম প্রদেশে গৌড়ীয় মিশনের কোন শাখা মঠ ছিল না। গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সাগর মহারাজ ঐ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরে একবার প্রচারে যেতেন। তাঁর বিশেষ চেষ্টায় এবং শ্রীল গুরুমহারাজের কৃপাশীষে আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলায় 'লালা' শহরে মিশনের একটি শাখা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঠটির পিছনেও শ্রীল আচার্য্যপাদের ভূমিকা ও অবদান অতুলনীয়। তিনি মিশনের অন্যতম প্রচারক ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ মহারাজকে সেখানে প্রেরণ করে মঠের নির্মাণ কার্য্যের দায়িত্ব দেন এবং মিশন থেকে প্রচুর অর্থও সাহায্য করেন। ১২/৪/৭৯ তারিখে তথাকার সংগৃহীত জমিতে শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। বৈষ্ণবগণের অক্লান্ত চেষ্টায় অতি শীঘ্র মঠটি সুন্দর ভাবে নির্মিত হয়। ১১/১১/৮১ তারিখে রাস পূর্ণিমা তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ কর্তৃক প্রাণ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর রাধাগোবিন্দজীর শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীল আচার্য্যপাদের করকমলে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। হাজার হাজার নর-নারীর উপস্থিতিতে এবং মিশনের বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন ধ্বনির মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। উৎসবটি সম্পূর্ণ শ্রীল আচার্য্যপাদের নিয়ামকত্বে সম্পন্ন হয়। অপরাহ্নে একটি বিরাট ভাগবত ধর্ম্ম সভায় কাছাড় জেলার Deputy Commissioner Mr. C. Baburajiv এর উপস্থিতিতে মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম্মের কথা তিনি উদাত্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় 'দিবাকর' ও 'পূর্বায়ণ' পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের অন্তর্ধান

১৯৮২ সনের ৬ই জানুয়ারী বুধবার মধ্যরাত্রে শ্রীহরি-বাসর তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ গোদ্রুম ধামে নিজ ভজন কুটীরে নিকুঞ্জলীলায় প্রবেশ ক'রেন। তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান বার্তা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর আশ্রিত জন সকলেই এক অন্ধকার রাজ্যে

পতিত হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ ঐ সময় এলাহাবাদে অবস্থান ক'রছিলেন। তিনি এই মর্মান্তিক সংবাদ পাওয়া মাত্র গভীর বেদনাযুক্ত হৃদয়ে গোদ্রুমে ছুটে আসেন। তিনি মিশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত হন। ৯/১/৮২ তারিখে একটি শোক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত শোক সভায় শ্রীল আচার্য্যপাদ প্রথমে ভাষণ দেন। শ্রীভক্তি পত্র, ১৯ বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে উক্ত ভাষণের কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'লো—

"আজ থেকে ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ হয়। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন, সঙ্গ ও তাঁর শ্রীমুখ-বিগলিত-বাণী শ্রবণ ক'রার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র দু-বছর পরেই শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজাভিযান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত শ্রীল আচার্য্যদেবেরও সঙ্গ লাভ করার সুযোগ আমার জীবনে ঘটেছিল। অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আজ যে আচার্য্যের তিরোভাব তিথিতে আমরা সমবেত হয়েছি—তিনি শ্রীগুরুপূজা প্রবর্তন ক'রে ভক্ত-সঙ্গের যে অনুপম মাধুরী ছড়িয়ে গেলেন তার তুলনা নেই। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর পুরুষ ছিলেন। তৃণাদপি সুনীচ তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ছিলেন। তিনি গুরুভ্রাতা দৃষ্টিতে আমাকে সব সময় সম্মান দিয়ে গেছেন। তাঁর স্নেহের জনগণকে অহৈতুকী কৃপা করে সংগসুধা দান করে প্রেমভক্তির প্রদীপ উজ্জ্বলিত করে গেছেন। শ্রীপুরীধামে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে তিনি অসুস্থ লীলাভিনয় ক'রলেও এবার শ্রীগোদ্রুমে গুরুপূজা কালে পরিপূর্ণ সুস্থ লীলা প্রকাশ ক'রলেন। তিনি শ্রীগুরুপূজা সুন্দর-ভাবে অনুষ্ঠিত ক'রে শিষ্যগণকে প্রতিপালন ও তাঁদের ভক্তি-জীবনকে গঠিত ক'রে গেছেন। শ্রীগুরুমহারাজের আশ্রিত জনগণ তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর গুণ গাইতে শিখেছে। ছোট ছোট শিশুদের হৃদয় দেখে আমিও মুগ্ধ হয়েছি। শাস্ত্র-অধ্যয়ন ক'রে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন ক'রে ভক্তি জীবন গঠিত হয়। কিন্তু অন্তরের স্বাভাবিক প্রেম বৃত্তির ব্যবহারে প্রেমের ভূমিকা সহজে আবির্ভূত হয়। শ্রীগুরু-আশ্রিত জনগণ যে কীর্ত্তন রচনা করেছেন, তার এক একটি পদে প্রেমের স্পর্শ পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তত্ত্বকে অতিক্রম ক'রে প্রেমের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। তিনি এই গুরুপূজা বিপুলভাবে প্রবর্তন ক'রে প্রেমভক্তির আশ্রয়-বিগ্রহের

সঙ্গ পেয়ে আশ্রিত জনগণের হৃদয়ে ভক্তি, প্রেম ও সেবার উদ্দীপনা জাগ্রত করেছেন।

পরম আরাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারের দিকে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন কিন্তু শ্রীল গুরুমহারাজ প্রচারের দিকে ঝোঁক না দিয়ে গোষ্ঠীগত ভজনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ভক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গ সুখে বাস ক'রে নাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহের সেবা ক'রলে ভক্তি-জীবন সহজে গঠিত হবে। প্রচারে গেলে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি পতিত ক'রতে পারে। গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গসুধা সঞ্জীবনীই আমাদের পালন করবে। এই জন্য তিনি প্রকৃত ভজনে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

পরম আরাধ্যতম শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে গৌড়ীয়-গুরুর স্বরূপ আমাদিগকে দেখিয়েছেন —

'মহাপ্রভো: কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ কম্পাশ্রু তরঙ্গভাজো বন্দে গুরো: শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোহপি বন্দে গুরো: শ্রীচরণারবিন্দম্॥

পরমরাধ্যতম শ্রীল গুরু মহারাজের সমগ্র আচার্য্য লীলায় ভক্ত-সঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহ-আরাধনা — এই দুটি ভক্ত্যংগের উপর খুব জোর দিয়েছেন। তিনি নিজে আচরণ করে তাঁর আশ্রিত জনগণকে এই ভজনাদর্শ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমধামে তাঁর প্রিয়তম ও পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্তি পুষ্পসমাধি-মন্দিরে স্থাপন করে ভক্তগণকে সংগসুখে একত্রিত ক'রে নাম সংকীর্ত্তনের বন্যা ও শ্রীবিগ্রহ সেবার বিপুল ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্য লীলার পরে প্রায় সকলেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যান। কিন্তু শ্রীল গুরুমহারাজ ভক্তগোষ্ঠীকে শ্রীনাম-সংকীর্তনে, শ্রীনাম বিতরণে ও শ্রীবিগ্রহের প্রীতিময়ী সেবায় নিযুক্ত রেখে সকলকে একত্রিত ক'রে রেখেছেন। যোগ্যতার প্রভাব না দেখিয়ে সংগসুখে সম্মিলিত হ'য়ে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহ-সেবা যদি ক'রতে পারি, তাহলে অতি অল্প কালের মধ্যে আমরা ভক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারব।

তাঁর বিরহ শোক-সভায় তাঁর গুণ-মহিমা কীর্ত্তনাকারে আমরা শ্রবণ করলাম। সেগুলি গুরুগত প্রাণ, গুরু-গুণে মুগ্ধ হৃদয়ের স্বত:স্ফুর্ত্ত প্রকাশ। সে বাণীগুলি তাদের হৃদয়ের অনুভূতির কথা। শ্রীগুরুদেবের গুণে আকৃষ্ট হয়ে যে কীর্ত্তনাবলী রচিত হয়েছে, সেই স্বত:স্ফুর্ত্ত কীর্ত্তনের মাধ্যমে আমরা সংগসুখ পেয়ে লালিত পালিত হয়ে, সংঘবদ্ধভাবে ভক্তিজীবন আমরা যাপন করতে পারবো।"

ঐ দিনেই গৌড়ীয় মিশনের উপস্থিত সকল শিষ্যবর্গ শ্রীল গুরুমহারাজের শূন্য স্থান পূরণের জন্য শ্রীল আচার্য্য পাদকেই একমাত্র উপযুক্ত কর্ণধার মনে ক'রেন। ২/২/৮২ তারিখে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে একটি জরুরী পরিচর্য্যা পরিষদের মিটিং হয়। ঐ মিটিং এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রাক্তন সেবাসচিব ও পরিচর্য্যা পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ মহাশয়। সভায় সকলে একবাক্যে শ্রীল আচার্য্যপাদকে পরবর্ত্তী আচার্য্যরূপে স্বীকার করেন। ১৪/২/৮২ তারিখে ঐ মঠে মন্ত্রণা সভা ডাকা হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজের সভাপতিত্বে সর্বসম্মতি ক্রমে শ্রীল আচার্য্যপাদকে আচার্য্যরূপে বরণ করা হয়। গৌড়ীয় মিশনের নিয়মানুযায়ী ঐ সব মিটিং এর প্রয়োজনীয়তা থাকলেও শ্রীল আচার্য্যপাদের আচার্য্যত্ব পূর্ব থেকেই প্রকাশিত ছিল। তাঁকে গৌরসুন্দরই গুরুরূপে চিহ্নিত ক'রে প্রেরণ ক'রেছিলেন ভক্তিধারাকে রক্ষা ক'রবার জন্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বৈষ্ণবগণ সকলে মিলে শ্রীল আচার্য্যপাদকে গুরুপদে অভিষেক ক'রেন, এবং ঐ দিন থেকে তাঁকে 'শ্রীল আচার্য্যপাদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর প্রণাম মন্ত্রও শীঘ্রই প্রকাশিত হয়, উহা নিম্নরূপ —

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় সরস্বতী প্রিয়াত্মনে।
শ্রীমতে ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবতাভিধায়িনে॥

ভাগবত কথাস্বাদি-ভক্তি-বিজ্ঞানদায়িনে।
গুরু-গৌরাঙ্গ-নিষ্ঠায় শ্রীহরিকীর্ত্তনমোদিনে॥

ভক্ত-সংগসুখানন্দি সিদ্ধান্তার্ণব-রূপিণে।
ভক্তি-বিনোদ-ধারা স্নাতাচার্য্য প্রভবে নম:॥

শ্রী আচার্য্যপাদের আচার্য্যলীলার বৈশিষ্ট্য

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ ছিলেন গৌড়ীয় গগনের এক স্বত:সিদ্ধ আচার্য্য-ভাস্কর। তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন ছিলেন। তিনি আকুমার নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শক্তিতে শক্তিমান্ ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম দর্শনেই তাঁর কৃপা লাভ করেছিলেন। তাঁর কৃপাসিক্তজন কোন সাধারণ ব্যক্তি হ'তে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রভুপাদের অপ্রকটের পর মিশনের এক ঝঞ্ঝাপূর্ণ ঘোর দুর্দিনেও তিনি অটল, অবিচল ছিলেন। একাধারে শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরোধিতা অপর দিকে নিজ নিজ লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছিল। এই সিদ্ধ-মহাপুরুষ দৈন্য, আনুগত্য, শরণাগতির ভূমিকায় থেকে নিজকে পূর্ণরূপে বিপদ মুক্ত রেখেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে অনায়াসে প্রভুপাদের অন্যান্য জনদের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে বিপুল প্রচার করতে পারতেন। কিন্তু গৌড়ীয় গুরুধারায় আগত আচার্য্যদের কেবল স্বতন্ত্র প্রচারই মুখ্য ছিল না; রাধাজনের আনুগত্য, গুরুবর্গের আনুগত্যই তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের বঞ্চনা লীলার চরম দৃশ্য দেখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। বরং মিশনের ভগ্নাবস্থাকে জোড়া দেওয়ার জন্য ভরপুর চেষ্টা করেছেন। মঠে মঠে গিয়ে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা বর্ণন ক'রে তাঁর আনুগত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করেছেন। 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশে' তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি পরবর্তীকালে শ্রীল ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজেরও আনুগত্যে মিশনের সেবা করেছেন। গুরুগৃহের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা ও মমতা থাকায় তিনি কখনও আনুগত্য চ্যুত হন নি। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের দীর্ঘকালীন আচার্য্যলীলাতেও তিনি প্রধান শিক্ষাগুরু রূপে কাজ করেছেন। তিনি নিরন্তর শ্রীহরি কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁর নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রসঙ্গ সেবার উপর শুরু থেকেই জোর দিয়েছিলেন। ১৯৮২ সনে তার আচার্য্য লীলার যখন সূত্রপাত হয়, তিনি প্রসঙ্গ সেবায় ডুবে গিয়েছিলেন। শ্রীহরি কথা কীর্ত্তনে তিনি দেহ স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আহার নিদ্রা ভুলে

গিয়েছিলেন। সকলকে ভজনোন্মুখ করবার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তিনি শহরে গ্রামে সর্বত্র নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করে বহু জীবকে শ্রীহরি ভজনোন্মুখ করেছেন। বহু গন্যমান্য ধনী ব্যক্তি তাঁর শ্রীহরি কথায় আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। মিশনের বহু উন্নতি মূলক কাজ তাঁর আচার্য্যলীলাকালে হ'য়েছে। শ্রীল গুরুমহারাজের অসম্পূর্ণ সেবাগুলি তিনি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। বহু অমূল্য আকর গ্রন্থ ও মুদ্রণ করেছেন। Secretaty ও President দুইটি পদের দায়িত্ব তিনি একাই বহন করেছেন। গৌড়ীয় মিশনকে কি পারমার্থিক কি বৈষয়িক দিক থেকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর বহুমূল্য অবদান কোন দিনই ভুলবার নয়। তাঁর নিকট বৈষ্ণব জগত চিরঋণী থাকবেন। অপ্রকট মুহূর্ত্তের পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুবর্গের অভীষ্ঠানুসারে শেষ সেবা বোম্বে মঠের মন্দির উদ্‌ঘাটন সেবা সম্পাদন করে গেছেন। সেবাই ছিল তাঁর জীবন। তাই শ্রীশ্রীগৌর সুন্দর তাঁর চরম অসুস্থ অবস্থা সরিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় হঠাৎ নিজ নিত্য লীলায় স্থান দিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যপাদের আচার্য্য লীলার মুখ্য - মুখ্য ঘটনা

নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা ও ভক্তি শাস্ত্রী পরীক্ষার পুন: প্রচলন

তাঁর আচার্য্যলীলার শুরুতেই প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভাটি বিশেষ ভাবে পুন: প্রচলিত হয়। সেই সঙ্গে ভক্তি শাস্ত্রী পরীক্ষা বহুদিন ব্যবধানের পর পুন: আরম্ভ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের ইচ্ছায় ১৯৮২ সালেই শ্রীগৌর জয়ন্তীর দিন শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজের তত্ত্বাবধানে ভক্তি শাস্ত্রী পরীক্ষাটি শুরু করা হয়। এগার জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন এবং তাদের মধ্যে ৯ (নয়) জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনজন প্রথম বিভাগ ও ছয়জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জকুটীর মঠের নব-নির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন

নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে শ্রীল প্রভুপাদ কুঞ্জকুটীর মঠ স্থাপন করেছিলেন। তথায় মন্দির ছিল না। একটি ঘরে শ্রীবিগ্রহগণ সেবিত হচ্ছিলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের ইচ্ছায় ২১-৮-৭৫ তারিখে শ্রী বলদেব প্রভুর আর্বিভাব তিথিতে শ্রী মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তথাকার মঠরক্ষক শ্রীপাদ নিত্য গোপাল প্রভুর (শ্রীপাদ ভক্তি প্রিয় মাধব মহারাজ) বিশেষ চেষ্টায় বিশাল নয়টি চূড়াযুক্ত ভব্য মন্দির নির্মিত হয়। গত ২৬-৪-৮২ তারিখে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে শ্রীল আচার্য্যপাদের কর কমলে উক্ত মন্দিরের উদ্ঘাটন মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের নেতৃত্বে একটি বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বের হয়। সমগ্র শহর সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে মুখরিত হয়। হাজার-হাজার শ্রদ্ধালু ভক্তের উপস্থিতিতে নব-নির্মিত মন্দিরে শ্রী বিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব সম্পন্ন করা হয়। মধ্যাহ্নে তিন হাজার ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভক্তিপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করণ

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁর আচার্য্য লীলাকালে একমাত্র পত্রিকা "শ্রীভক্তিপত্র" ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রথমে সাময়িক সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হ'ন এবং পরবর্ত্তীকালে উহা ত্রৈমাসিক পত্রিকা রূপে নিয়মিত প্রকাশিত হ'তে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ আচার্য্যাসন অলংকৃত করার পর প্রথমে 'দ্বিমাসিক' এবং পরে মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশ করেন। বাণীর মাধ্যমে সঙ্গ দানের তাঁর এই এক কৌশল ছিল। তাঁর কৃপায় আজও সেই ভক্তিপত্র প্রতি মাসে ভক্তদের নিকট গৌর বাণী পৌছে দিচ্ছে।

প্রত্যহ প্রকট গুরুদেবের আরতি ও পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনা

শ্রীল গুরুমহারাজের কালে শিষ্যগণ কেবল গুরু পূজা অনুষ্ঠানেই প্রাণপ্রিয় গুরুদেবকে আরতি করতে সুযোগ পেত, বা কোন অনুষ্ঠান বিশেষে গৃহস্থভক্তগণ ধূপদীপ পুষ্পাদি দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আরতি করতেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের ইচ্ছায় প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা প্রকট গুরুদেবের কীর্ত্তনসহ আরতি শুরু হয়। তিনি বলতেন "শিষ্যের প্রত্যহ গুরু পূজা করা প্রয়োজন।" তিনি নিজে ঐ আরতি গ্রহণ করবার অভিলাষী ছিলেন না। তিনি বলতেন প্রকট গুরুর মাধ্যমে গুরুবর্গের আরতি হয়। তাই আরতি কীর্ত্তনের সময় তিনি নিজেও কীর্ত্তনে দোহার করতেন। শিষ্যরা তাঁর আরতি ক'রছে এবং তিনি তাঁর গুরুবর্গের শ্রীচরণ প্রান্তে সেই আরতি পৌঁছিয়ে দিতেন। প্রত্যেক গুরুর আরতির পর তাঁর বন্দনা মন্ত্র পাঠও তাঁরই কীর্ত্তি। তিনি আরতি শেষে "জয় গুরুদেব", 'জয় হরিদেব', সহকারে জয় ধ্বনি দেওয়া পছন্দ ক'রতেন, এটি তাঁরই নিজস্ব প্রবর্ত্তন। এছাড়া প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর গুরুবর্গের দণ্ডবৎ ও পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। "বন্দে গুরূন্ ইমান্ অনুলবং মূর্দ্ধ্ণা নিপত্যক্ষিতৌ"— এই মন্ত্রে গুরুবর্গের নিকট প্রণাম ক'রে কৃপা প্রার্থনা করা এবং আরতি অন্তে "শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়াকর মোরে"— এই কীর্ত্তনটির মাধ্যমে পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনা তাঁরই ব্যবস্থা। এই কীর্ত্তনগুলির মাধ্যমে তিনি শিষ্য বর্গকে গুরুবর্গের প্রতি শরণাগতি ও দৈন্য শিক্ষা দিয়েছেন।

সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিপুল প্রচার

আচার্য্য আসনে অভিষিক্ত হওয়ার পর তিনি ভারতের বিভিন্ন শহরে সভা সমিতির মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী বিপুলভাবে প্রচার শুরু করেন। ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে গৌর জয়ন্তীর পর তিনি সপার্ষদ উড়িষ্যা

অঞ্চলে প্রচার করেন। ২৪-৫-৮২ তারিখে তিনি বালেশ্বর জেলার রেমুণা-মঠে শুভ পদার্পণ করেন। ঐ দিন মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের বিরহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ উক্ত উৎসবে প্রায় সহস্রাধিক ভক্তের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। পরদিবস বালেশ্বর টাউন-স্থিত 'গান্ধী স্মৃতি ভবনে' এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বালেশ্বরের District Jugde শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা প্রসঙ্গে দুই ঘন্টা যাবৎ ভাষণ প্রদান করেন। উপস্থিত সকলে বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ২৬/৫/৮২ তারিখে বালেশ্বর জেলায় প্রচার কার্য্য শেষ ক'রে কটক মঠে শুভ বিজয় করেন এবং তথায় কিছুদিন ভাগবতের বাণী প্রচার করেন। তাঁর প্রচার সংবাদ বেতার যোগে ও স্থানীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। কটক থেকে পুরীতে কিছুদিন অবস্থান পূর্বক তথাকার বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করেন। তথায় শ্রীস্নানপূর্ণিমা তিথিতে তাঁর শুভ জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীগুরু পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন ব্যাপী গুরু মহিমা কীর্ত্তন করা হয়। মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীগণ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারপর তথায় গুণ্ডিচা মার্জন ও রথযাত্রা উৎসব সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যপাদ

উড়িষ্যায় প্রচার শেষ করে শ্রীল আচার্য্যপাদ কলিকাতা আসেন। কয়েকদিন তথায় অবস্থান ক'রবার পর পশ্চিম ভারতে প্রচার অভিযানে বের হন। কলিকাতা থেকে গয়া মঠে কয়েকদিন প্রচার করে ৬/৯/৮২ তারিখে পাটনা গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। পাটনা জংসন স্টেশনে তাঁর বিপুল অভ্যর্থনা করা হয়। পাটনা শহরের Mayor, Mr. Krishna Bahadur স্টেশনে শ্রীল আচার্য্যপাদকে মাল্যার্পণ করেন। তথাকার মঠ রক্ষক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগম্ভীর গিরি মহারাজ বহু বৈষ্ণব ও গৃহস্থ ভক্তগণ সহ তাঁর অভ্যর্থনা করেন। পাটনা জংসন স্টেশনটি কীর্ত্তন ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। পরদিন মঠের সন্নিকটে একটি বিরাট

ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয় উক্ত সভায় নগরপাল Mr. Krishna Bahadur একটি সুন্দর হার্দিক অভিনন্দন ইংরাজীতে পাঠ করে শোনান। উক্ত Wel-come Address টি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'লো —

WEL-COME ADDRESS

His Holiness Paramhansa 108 Sri Srimad Bhakti Sri Rup Bhagabat Maharaj, President-Acharya of Gaudiya Mission on the Occasion of his Visit to Patna.

Revered Mahapurush,

1. It is my privilege and honour to welcome you to-day to this ancient city of Patliputra on behalf of the citizens.

2. By the grace of God you have come to grace the city as the President Acharya of the Gaudiya Mission after Om Vishnupad Paramhansa Sri Srimad Bhakti Keval Audulomi Maharaj, the great philosopher and follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who had also graced the city by his divine presence & blessings to the people with his teachings on different aspects of Bhagabat Dharma. We hope to have from you Suddha Bhakti Vigyan on this occasion also.

3. To-day men have been rendered godless and irreligious. This world has become a playground of evil passions let loose by the displacement of religion by materialism. Men are deviating more and more from the path of rectitude, Virtues and moral values has been given a go by. We are enveloped by the clouds of ignorance all arround shutting out all shines of real

Gyan.

It is at such times that the devine grace breaks through darkness like a flash of lightning beckoning the mankind to awake & arise and call for a new resurgence of the human spirit. So by the grace of Mahaprabhu you appear before us to show the right path of love & truth and free the people from the bondage of evil passions.

4. Strict adherence to religion alone can save us from this unpleasent predicament. And in Kaliyuga the easiest way to attain freedom from Maya is the chantings of 'Sri Krishna nam' and with the help of suddha Vaishnavism, we could attain peace & divine bliss; and this is your divine message for us to follow your preachings for acquiring 'Krishna Prem' through 'Nam-Sankirtan'.

We are proud of you that you are on divine mission carrying the message of 'Bhakti & Prem' to many parts of the country for the upliftment of human soul & its redemption from the darkness of ignorance.

"So our prayer to you is that
Lead kindly light amid the encircling
gloom Lead thou me on
The night is dark & I am far from home"
on behalf of
Lead thou me on your humble Devotee
KRISHNA BAHADUR, MAYOUR.

উক্ত সভায় বিহার প্রদেশের উপমন্ত্রী মাননীয় SRI RANJIT SINGH মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ ভাগবত-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। পরদিন পুনরায় ঐ স্থানে ভাগবত ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বিহার প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী SRI JAGANNATH MISRA প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ "আত্মার পরাশান্তি লাভ" বিষয়ে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ৯/৯/৮২ তারিখে মঠে শ্রীগুরু-পূজার আয়োজন করা হয়। উৎসবটি সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। তৎকালীন মঠ রক্ষক শ্রীপাদ ভক্তি গম্ভীর গিরি মহারাজের সেবা প্রশংসনীয়।

ব্রজমণ্ডল ও জয়পুর, করৌলী, নাথদ্বার পরিক্রমণ

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ পাটনা প্রচার শেষ করে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ আদি স্থানে বিপুল প্রচার করেন। সেই সেই শহরে সভা সমিতির মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী-কীর্ত্তন ক'রে ২৪/৯/৮২ তারিখে বৃন্দাবন ধামে শুভ বিজয় করেন। ২৯/৯/৮২ তারিখ হ'তে শ্রীঊর্জ্জাব্রত বা নিয়মসেবা ব্রত শুরু হয়। ঐ বছর ব্রজ মণ্ডল পরিক্রমার আয়োজন করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদের আনুগত্যে প্রায় ১২৫ জন যাত্রী সহ দুইটি Reserve Bus এ ক'রে পরিক্রমা করা হয়। বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান বিরাট উৎসাহে পরিক্রমা করা হয়। ১৭/১০/৮২ তারিখে মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা তথা অন্নকূট মহোৎসব উদযাপিত হয়। ১৯/১০/৮২ তারিখে শ্রীল আচার্য্যপাদ ভক্তগণসহ করৌলীতে মদনমোহন দর্শনের জন্য রওনা হ'ন। তথায় শ্রীমদনমোহন দর্শনের পর ২০/১০/৮২ তারিখে জয়পুরে শ্রীগোবিন্দদেবের মনোরম দর্শন শেষে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেন। বৃন্দাবন-দর্শন সমাপ্ত ক'রে শ্রীল আচার্য্যপাদ দিল্লী ও কুরুক্ষেত্রে শ্রীহরি-কীর্ত্তন প্রচার ক'রে কলিকাতায় ফিরে আসেন।

শ্রীল গুরুমহারাজের নব নির্মিত সমাধি মন্দিরের উদ্‌ঘাটন

৮/১২/৮২ তারিখে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু মহারাজের ৮৭ তম বর্ষপূর্তি আর্বিভাব তিথিতে তাঁর প্রিয় স্থান শ্রীগোদ্রুম-ধামে সমাধি-স্থলে তাঁর আশ্রিত শিষ্যশিষ্যাগণের সহযোগিতায় নির্মিত সমাধি মন্দিরের উদ্‌ঘাটন উৎসব সম্পাদিত হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের ব্যবস্থাপনায় শ্রীপাদ জনার্দ্দন মহারাজের ও শ্রীপাদ সাগর মহারাজের বিশেষ চেষ্টায় মন্দিরের কাজ সুন্দরভাবে ও শীঘ্র সম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীবিগ্রহ, সংকীর্ত্তন সহযোগে স্বর্ণকুটীর থেকে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে আনা হয়। সেখান থেকে নব নির্মিত মন্দিরে স্থাপন করা হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের করকমল দ্বারা শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। অত:পর উক্ত মন্দির প্রাঙ্গনে একটি মহতী সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় পূজনীয় শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীলগুরু-মহারাজের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তারপর শ্রীল আচার্য্যপাদ আবেগভরে এক ঘন্টা কাল শ্রীল গুরুমহারাজের মহিমা কীর্ত্তন করেন। সভান্তে মধ্যাহ্ন-আরতির পর প্রায় দুই সহস্রাধিক ভক্ত ও ধামবাসীকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

উত্তর বঙ্গে প্রচার

৪/১/৮৩ তারিখে শ্রীল আচার্য্যপাদ তৎকালীন সেবাসচিব পূজ্যপাদ শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সহ উত্তর ভারতের শিলিগুড়ি অঞ্চলে প্রচারে যান। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীবসুদেব নন্দন দাসাধিকারী, শ্রীঅনিল চন্দ্র পাল, শ্রী কাঁলাচাঁদ ঘোষ আদি বিশিষ্ট ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যপাদকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি শ্রীঅর্জ্জুন চন্দ্র পাল মহাশয়ের বাস ভবনে তিন দিন অবস্থান পূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা করেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর হরিকথায়

আকৃষ্ট হন। তাঁর কথায় আকৃষ্ট হয়ে শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅনিল চন্দ্র পাল মহোদয় শ্রীল আচার্য্যপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন এবং ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হ'ন। শ্রীল আচার্য্যপাদ তথাকার বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীবসুদেবনন্দন দাসাধিকারীর বাস ভবনে কয়েক দিন অবস্থান পূর্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বিভিন্ন শ্রদ্ধালু ব্যক্তির বাড়ীতে সভা করে শ্রীভাগবত-পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ কাল তথায় শ্রীহরিকথা প্রচার করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

গৌর-জয়ন্তী মহোৎসব ও ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস দান

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদের আনুগত্যে ১৯৮৩ সালের গৌর জয়ন্তী মহোৎসব বিশেষ উল্লাসের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের অনুস্মরণে শ্রীল আচার্য্যপাদ পরিক্রমার অধিবাস থেকে শুরু ক'রে গৌরজয়ন্তীর দিবস পর্য্যন্ত কীর্ত্তন-মুখে সমস্ত পরিক্রমাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক'রেন। পরিক্রমার পঞ্চম দিবসে শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার লীলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। আর্বিভাব দিবসে দুপুরে 'শ্রী নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা' হয়। উক্ত সভায় মঠবাসী, গৃহস্থ বহু সেবকগণকে বিভিন্ন উপাধি দান পূর্বক সকলকে সেবায় উৎসাহ প্রদান করেন। ঐ বৎসর ভক্তি শাস্ত্রী পরীক্ষাও হয়। তিনি গৌর-জয়ন্তী-দিনে ছয়জন নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন সেবককে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। উক্ত ছয়জনের নাম নিম্নরূপ — (১) শ্রীহরিকৃপা দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তি জীবন হরিজন মহারাজ) (২) শ্রীকমলাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ) (৩) শ্রীহৃদয় গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীভক্তি আধার অকিঞ্চন মহারাজ) (৪) শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীভক্তি পাবন পদ্মনাভ মহারাজ) (৫) শ্রী হলায়ুধ দাসাধিকারী (শ্রীভক্তি সাধন সজ্জন মহারাজ) (৬) শ্রী শরণ্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীভক্তি মঙ্গল মধুসূদন মহারাজ)। উৎসবান্তে শ্রীল আচার্য্যপাদ মেদিনীপুর অঞ্চলে বিপুল প্রচার করেন।
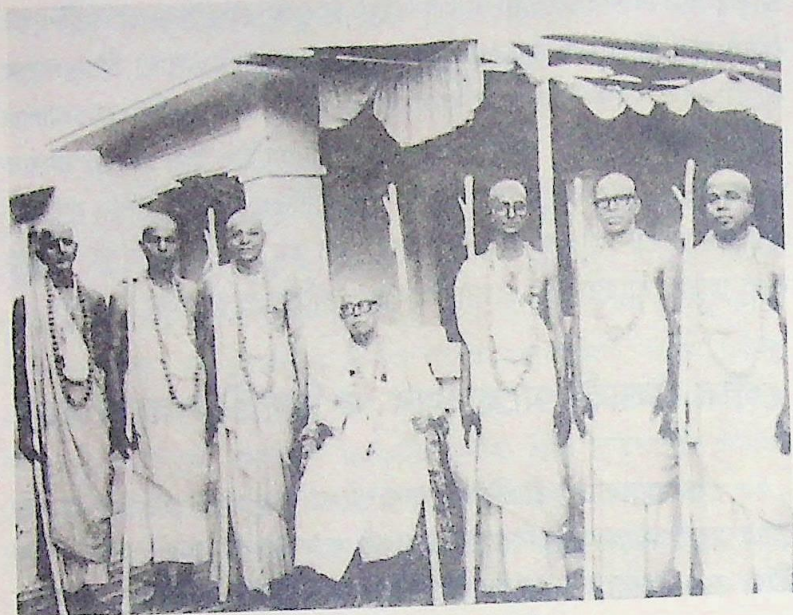
নবীন সন্ন্যাসীগন সহ শ্রীল আচার্য্যপাদ

আসামের বিভিন্ন শহরে প্রচার

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর উৎসবান্তে ২২ শে সেপ্টেম্বর বিমান যোগে সপার্ষদ শিলচর অভিমুখে যাত্রা করেন। শিলচর বিমান বন্দরে তাঁর বিপুল অভ্যর্থনা হয়। Car যোগে লালা শহরস্থিত শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠে তাঁকে আনা হয়। তিনি তথায় দুই দিন অবস্থান পূর্বক নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৩/৯/৮৩ তারিখে মঠে একটি ভাগবত-ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় শ্রীল আচার্য্যপাদ মুক্ত কণ্ঠে ভাগবতের সার শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৪/৯ তারিখে মঠে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। ২৫/৯/৮৩ তারিখে পার্শ্ববর্তী শহর হাইলাকান্দি Town Hall

এ একটি বিরাট ভাগবত-ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে শ্রীল আচার্য্যপাদ "ভাগবত-ধর্ম্মের উৎকর্ষতা" বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। ৩০/৯/৮৩ তারিখে লালা থেকে করিমগঞ্জ শহরে শুভবিজয় করেন। করিমগঞ্জ নিবাসী শ্রদ্ধালু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাসভবনে অবস্থান পূর্বক ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করেন। স্থানীয় মদনমোহন আখড়ায় ১/১০/৮৩ তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ঐ প্রসঙ্গে ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। ২/১০/৮৩ তারিখে করিমগঞ্জ হতে শিলচর শহরে শ্রীবিনোদরঞ্জন দেব মহাশয়ের বাসভবনে যান। তথায় স্থানীয় শ্রীশ্যাম সুন্দর আখড়ায় ৩/১০ তারিখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত নাম সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। শ্রীবিনোদরঞ্জন বাবুর বাড়ীতেও একদিন ভাগবতের "ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত কৈতব...." শ্লোকের সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। ৬/১০ তারিখে শিলচর থেকে বিমান যোগে আগরতলা শুভ বিজয় করেন। ভক্তিমান্ শ্রীসুদর্শন দাসজীর বাসভবনে দুই দিন অবস্থান পূর্বক বিপুল ভাবে হরি-কীর্ত্তন প্রচার করেন। স্থানীয় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ) একটি ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। তথাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মহারাজের পাঠ শ্রবণ করবার জন্য যোগদান করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ একটি গভীরতত্ত্বপূর্ণ ভাষণের মাধ্যমে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ বুঝিয়ে দেন। সেখান থেকে ৮/১০/৮৩ তারিখে কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী মহোৎসব উদযাপন

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষপূর্তি আর্বিভাব-মহোৎসব উদযাপন তাঁর আচার্য্য লীলার এক মহান্ কীর্তি। ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের দোলপূর্ণিমা তিথিতেই মহাপ্রভুর আর্বিভাবের পাঁচশত বর্ষ পূর্ণ হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের অভীষ্টানুসারে ১৯৮৪ সাল থেকে

তিন বৎসর ব্যাপী বিশেষভাবে গৌরবাণী প্রচার ও মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে তাঁর নির্দেশে একটি মহতী কার্য্যসূচী তৈরী করা হয় তা নিম্নরূপ —

(১) মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত দক্ষিণ ভারত পরিক্রমণ।
(২) উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান শহরে সভা সমিতির মাধ্যমে গৌর-বাণী-প্রচার।
(৩) গৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমণ।
(৪) গৌরধামে শ্রীগোদ্রুম মঠে একটি স্থায়ী লীলা-মন্দির নির্মাণ।
(৫) বিভিন্ন ভাষাযুক্ত শ্রীগৌর সুন্দরের মহিমা সূচক একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ।
(৬) শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পুন: মুদ্রণ।

দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা

১৯৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে শ্রীল আচার্য্যপাদ ছাপড়া, সোদপুর ও মধ্যমগ্রাম অঞ্চলে বিপুলভাবে হরিকথা প্রচার করেন। মার্চ মাসে তাঁর আনুগত্যে পূর্ব বৎসরের ন্যায় গৌর-জয়ন্তী-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। গৌর-জয়ন্তীর অব্যবহিত পরেই দক্ষিণভারত পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীপাদ ভক্তি জীবন জনার্দন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ আদি বৈষ্ণবগণ ও প্রায় ৫০ জন যাত্রী সহ শ্রীল আচার্য্যপাদ একটি Reserve বগিতে ১৩/৪/৮৪ তারিখে হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হন। Train এর মধ্যে মঠের মতই আরতি ভোগরাগ ও পাঠ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল। শ্রীবিগ্রহগণের ও গুরুবর্গের আলেখ্য স্থাপন ক'রে যথারীতি আরতি ও ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। মঠের ন্যায় সকাল সন্ধ্যা কীর্ত্তন ও পাঠের ও ব্যবস্থা ছিল। মধ্যে মধ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ হরিকথা কীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তগণকে উৎসাহিত করেন। পথে প্রথমে বালেশ্বরে নেমে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন ক'রে যাত্রীগণ সহ শ্রীল গুরুদেব ওয়ালটিয়ারে জিওর

নৃসিংহদেবের দর্শনে যান। স্টেশন থেকে ১২ কি: মি: দূরে অবস্থিত সিংহাচলম্ পর্বতের শিরোদেশে প্রায় এক হাজার সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে শ্রীনৃসিংহ মন্দিরে পৌঁছান। ভক্তগণের কীর্ত্তন-ধ্বনির মধ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ দর্শন ও আরতি করেন। তৎপরে তিনি ভক্তদের নিকট শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তবৎসলতাগুণের কথা কীর্ত্তন করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য পাদ-পীঠ দর্শন ও প্রণাম করেন। সেখান থেকে ভক্তগণসহ বিজওয়াড়া হয়ে শ্রীপানানৃসিংহদেব দর্শনে যান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতিতে শ্রীল আচার্য্যপাদ ভক্তগণকে নিয়ে পর্বতোপরি শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করেন। তথাকার পুরোহিতের মুখে পানানৃসিংহের মহিমা সকলে শ্রবণ ক'রে বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রেন। শ্রীনৃসিংহদেবকে পানা ভোগ দেওয়া হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ সহ সকলে পানা প্রসাদ সেবা করেন। তৎপরে শ্রীল গুরুদেব মাদ্রাজে শ্রীপ্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় ক'রেন। তথাকার মঠের বৈষ্ণবগণ শ্রীল আচার্য্যপাদকে প্রভুপাদের জন জেনে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। তথাকার স্থানীয় পার্থসারথি-মন্দির দর্শন করে ত্রিভান্দ্রামে শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ দর্শন ক'রেন। তারপর ভারতের শেষ সীমা কন্যাকুমারী, মাদুরাই, রামেশ্বরম্, শ্রীরঙ্গম্, তাঞ্জোর, কুম্ভকোনম্, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, পক্ষিতীর্থ, তিরুপতি বালাজী দর্শন করে আন্ধ্র-প্রদেশের অন্তর্গত কভুরে শুভ বিজয় করেন। তথায় মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দরায়ের মিলন স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের স্থাপিত 'শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ' দর্শন ও গোদাবরীতে স্নানাদি করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ভক্তগণ বিপুল উৎসাহে পরিক্রমা শেষ করে ৮/৫/৮৪ তারিখে কলকাতায় ফিরে আসেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের অপ্রাকৃত অমৃতময় সঙ্গলাভে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তিনি সর্ব সময় ট্রেনের মধ্যে ও বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে কৃষ্ণলীলা স্তব, ব্রহ্মসংহিতা পাঠ, ষট্তত্ত্বের বন্দনাদি পাঠও করান। বহু বৎসর পর মিশনে শ্রীল আচার্য্যপাদের কৃপায় দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। দক্ষিণ ভারতের সব তীর্থ স্থান দর্শন করে ভক্তরা নিজেদেরকে পরম সৌভাগ্যবান্ বোধ করেন।

সমগ্র উত্তর ভারতে বিপুলভাবে গৌরবাণী প্রচার

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত বর্ষপূর্তি আর্বিভাব মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ পূর্বক সভা সমিতির মাধ্যমে মহাপ্রভুর বাণী বিশেষভাবে প্রচার ক'রেন। তিনি দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার পর সপার্ষদ উড়িষ্যা প্রদেশের রেমুণা, কটক, খুরদা, মুণ্ডমোহন, ওলাসিং আদি স্থানে বিপুলভাবে মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করে উত্তর ভারতের দিকে যাত্রা করেন। তিনি তাঁর আচার্য্যলীলাকালে বিন্দুমাত্র বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি। সর্বক্ষণ শ্রীহরিকথা প্রচারের মাধ্যমে জগজ্জীবের নিত্যমঙ্গল সাধনের প্রচেষ্টা ক'রে গেছেন। কলকাতা গৌড়ীয় মঠ থেকে ১৮/৯/৮৪ তারিখে রওনা হয়ে পরদিন কাশীধামে শুভ বিজয় করেন। বেনারস স্টেশনে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। স্থানীয় Harish Chanda College এর Vice Principal স্টেশনে তাঁকে মাল্যার্পণ করেন এবং উপস্থিত শতাধিক ভক্তের একটি সমারোহের মাধ্যমে হার্দিক অভিনন্দন সূচক একটি সুন্দর Wel come Address পাঠ করেন। সুসজ্জিত গাড়ীতে সংকীর্ত্তন সহ তাঁকে শ্রীমঠে আনা হয়। সপ্তাহাধিক কাল তথায় অবস্থান পূর্বক নিরন্তর শ্রীহরি কথা কীর্ত্তন করেন। ২৩/৯/৮৪ তারিখে স্থানীয় BengaliTola Inter College এ মহাপ্রভুর শত বর্ষ পূর্তি আর্বিভাব উপলক্ষ্য একটি বিরাট ভাগবত ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন KASHI SANSKRIT UNIVERSITY র VICE CHANCELLOR মাননীয় শ্রীযুক্ত করুণাপতি ত্রিপাঠী। প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষিত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের উপস্থিতিতে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী মহাপ্রভুর শিক্ষা অবলম্বনে কীর্ত্তন করেন। শ্রোতাগণ মুগ্ধ ও আনন্দিত হন। ২৯/৯/৮৪ তারিখে স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীগুরুপূজার আয়োজন করেন। সেই দিন ভক্তগণের ভক্তিভাব পূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্রবণ

ক'রবার পর শ্রীল আচার্য্যপাদ একটি সুন্দর, সহজ, সরল ভাষায় গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৮/৯/৮৪ তারিখে সকালে তিনি সপার্ষদ এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রয়াগ স্টেশনে Prof: Mr. Jagdish Pd Gupta, Head of Dept. Hindi, Alllahabad University, তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। স্টেশনে একটি সাধারণ সমারোহের মধ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষপূর্তি আবির্ভাব উপলক্ষ্যে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। নগরকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। ১/১০/৮৪ তারিখে শ্রীমঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ৫০০ শত বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় এলাহাবাদ High Court এর Chief Justice, Mr. Mahesh Narayan Sukla প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ ক'রেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও দর্শন বিষয়ে তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। ৭/১০/৮৪ তারিখে তথাকার Northern Rly. Institute Hall এ একটি ভাগবত-ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। তথায় প্রধান অতিথি Justice H.C. Tripathi এবং বিশিষ্ট অতিথি Mr. N. Venkatasion এর উপস্থিতিতে শ্রীল আচার্য্যপাদ হিন্দী ভাষায় একটি সিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। Justice Tripathi গুরুদেবের ভাষণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ এক পক্ষকাল প্রয়াগে অবস্থান পূর্ব্বক প্রত্যহ বিশিষ্ট ভক্তদের নিকট মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করেন। ১০/১০/৮৪ তারিখে মঠে পুণরায় ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। সেদিন Prof. D.P. Singh প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ১১ তারিখে মঠে শ্রীগুরু পূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৩/১০/৮৪ তারিখে শ্রীল গুরুদেব লক্ষ্ণৌ শুভ বিজয় করেন। বহু বিশিষ্ট সজ্জন ও ভক্ত লক্ষ্ণৌ স্টেশনে শ্রীল আচার্য্যপাদের অভ্যর্থনা করেন। ১৫/১০/৮৪ তারিখে লক্ষ্ণৌ মঠে মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্মৃতিতে একটি ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীযুক্ত প্রহলাদ নারায়ণ শ্রীবাস্তব, Judicial Member of Public Service & Tribunals, Lucknow High Court — প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ মহাপ্রভুর শিক্ষা বিষয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

তিনি তারস্বরে ঘোষণা করেন "একমাত্র শ্রীমন্মহা প্রভুই প্রেমের বাণী সমগ্র বিশ্বে প্রচার ক'রে গেছেন। জীব স্বরূপত: কৃষ্ণদাস। ভগবদ্দাস্যই জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম। নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা জীব সেই দাসত্বে স্থিতি লাভ করতে পারে। সাধুসঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন ছাড়া শান্তিলাভের আর কোন রাস্তা নেই।" প্রায় চার শত শিক্ষিত সজ্জন মনোযোগের সহিত শ্রীল গুরুদেবের ভাষণ শ্রবণ ক'রেন। সকলেই ভাষণের উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৬/১০/৮৪ তারিখে মঠে গুরুপূজার আয়োজন করা হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ ১৮/১০/৮৪ তারিখে শ্রীবৃন্দাবনধাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১৯/১০/৮৪ তারিখে বৃন্দাবন-স্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে শুভ বিজয় করেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতিতে ভক্তগণ সমগ্র ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন। একটি বাসে ভক্তগণ এবং শ্রীল গুরুদেব একটি Private Car যোগে দর্শন করেন। ১/১১/৮৪ তারিখে মঠে নবনির্মিত ছোট মন্দিরে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজের পাদুকা ও আলেখ্য স্থাপন করেন। ঐ দিনই মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি ভাগবত ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট অতিথি ডা: অওদ্‌বিহারী লাল কপূর ও শ্রীনৃসিংহ বল্লভ গোস্বামীর উপস্থিতিতে শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ আদি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে ২০০ শত ব্রজবাসীকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়। ২/১১/৮৪ তারিখে শ্রীকৃষ্ণের গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ লীলার সমাপ্তি দিবস। ঐ দিন শ্রীল আচার্য্যপাদের নির্দেশে সকাল ৮ টায় সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা স্তব পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা ৬ টায় শ্রীলগুরুদেব গিরিরাজ সহ শ্রীমন্দির ১০৮ বার ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে পরিক্রমা করেন। মুহুর্মুহু হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীল গুরুদেব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পরিক্রমা করেন। ৪/১১/৮৪ তারিখে বৃন্দাবনে পঞ্চকোশী পরিক্রমা করা হয়। ৭/১১/৮৪ তারিখে বৃন্দাবন থেকে দিল্লী গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। ১১/১১/৮৪ তারিখে তথায় মহাপ্রভুর পাঁচশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি ভাগবত ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়। দিল্লী Suprem Court এর Justice Mr. R.N. Misra উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ শত তম বর্ষপূর্তি আর্বিভাব মহোৎসব উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ নর্দান রেলওয়ে ইনস্‌টিটিউট হলে আয়োজিত ভাগবত ধর্মসভার একটি দৃশ্য. শ্রীল আচার্য্যপাদের বামপার্শ্বে Justtice H.C. Tripathi ও ডানপার্শ্বে Mr. N. Venkatasion.
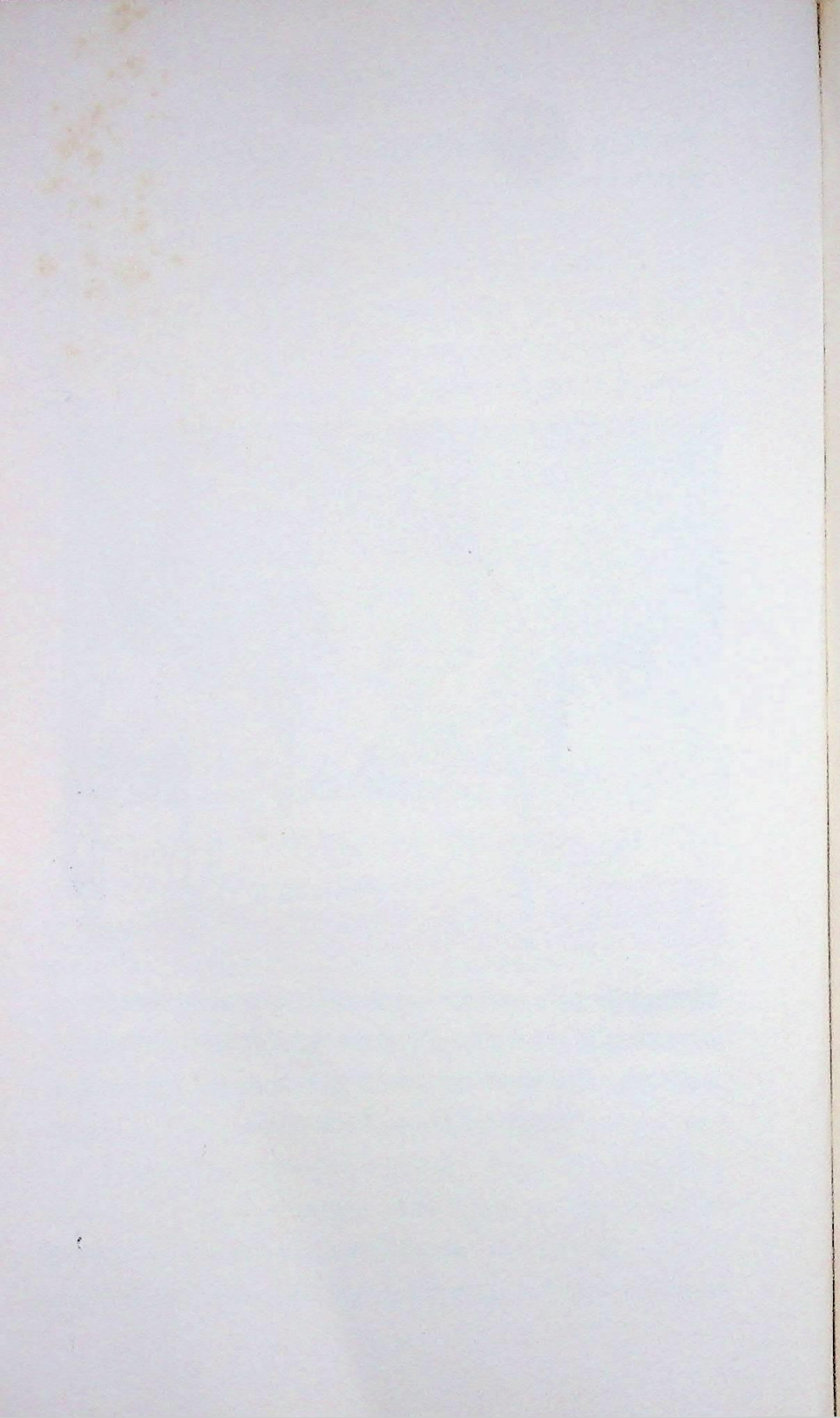
প্রারম্ভে মিশনের সেবা সচিব শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ এবং শ্রীপাদ অনন্ত মাধব দাসাধিকারী, এম.এ. মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন। পরে শ্রীল আচার্য্যপাদ হিন্দী ভাষায় মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম ধর্ম্মের কথা আবেগ ভরে কীর্ত্তন করেন। দিল্লীতে কয়েক দিন অবস্থান করার পর পশ্চিম ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

বোম্বে শহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

১৪/১১/৮৪ তারিখে শ্রীল আচার্য্যপাদ দিল্লী গৌড়ীয় মঠ থেকে বিমান যোগে বোম্বে শুভ বিজয় করেন। Santa crurz Air Port এ বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনসহ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। Income Tax Tribunal এর সভাপতি Mr. T.D. Sukla বিমান বন্দরে শ্রীল আচার্য্যপাদকে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। বহু ভক্ত তথায় উপস্থিত হ'ন। নগরসংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল আচার্য্যপাদকে মঠে আনা হয়। ১৬/১১/৮৪ তারিখে Dhanji Street স্থিত Bengal Association Hall এ শ্রীল আচার্য্যপাদের কৃপানির্দেশে ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। উক্তসভায় মিশনের প্রচারকগণ কীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়ে পাঠ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষ পূর্তি আবির্ভাব উপলক্ষ্যে ২৫/১১/৮৪ তারিখে বোম্বের বিখ্যাত Swami Prem Puri Hall এ একটি বিরাট ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। Mr. V.S. Page, President, Employment Guarantee Council, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ উক্ত সভায় হিন্দীভাষায় মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। প্রধান অতিথি মহাশয় বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং শ্রীল আচার্য্যপাদ-উল্লিখিত কয়েকটি ভাগবতের শ্লোক Note করে নেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী দ্বারকাধামে শ্রীল আচার্য্যপাদ

বোম্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে কিছুদিন প্রচার করার পর ২০/১১/৮৪ তারিখে প্রায় ৩০ জন বৈষ্ণব ও ভক্তগণ সহ দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা ক'রেন। পরদিন অপরাহ্নে শ্রীদ্বারকাধামে শুভবিজয় করেন। দূর থেকে শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দিরের চূড়া দর্শন করে জয়দান পূর্বক শ্রীল আচার্য্যপাদ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। স্থানীয় তোতাদ্রি মঠে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীদ্বারকাধীশ ভগবানের সন্ধ্যারতি দর্শনের জন্য শ্রীল গুরুদেব ভক্তদের সঙ্গে গমন ক'রেন। বহু ভক্তের ভীড়ের মধ্যেও পূজারী ঠাকুর শ্রীল আচার্য্যপাদের দিব্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে চিন্তা করেন "নিশ্চয়ই ইনি কোন মঠের মোহন্ত বা আচার্য্য হ'বেন। তিনি ভীড় ঠেলে শ্রীল গুরুদেবকে বিগ্রহ দর্শনের সুযোগ ক'রে দেন এবং আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রীবিগ্রহের প্রসাদী বস্ত্রও দান করেন। দ্বারকাধীশের আশীর্বাদ পেয়ে শ্রীল গুরুদেব আনন্দে বিভোর হয়ে ভাবাবেশে আরতি করেন। ধূপ ও প্রণামী নিবেদন পূর্বক বহুক্ষণ দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রেন। তঁথায় অন্যান্য প্রকোষ্ঠে শ্রীবলদেব, শ্রীপ্রদ্যুম্নদেব, শ্রীরুক্মিণীদেবী ও শ্রীসত্যভামাদেবীর দর্শন করেন। পরদিন Bus যোগে "ভেটদ্বারকা" দর্শনে রওনা হ'ন। পথে "নাগেশ্বর শিব", ও "গোপী তালাব" দর্শন করেন। সেই গোপী সরোবরের মাটিই গোপী চন্দন নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তগণ অনেকে তথাকার মাটি সংগ্রহ করেন। তারপর ওখা নামক বন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে লঞ্চে ভেট দ্বারকায় যান। শ্রীসুদামা বিপ্র পূর্বে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাই এই স্থানের নাম ভেট দ্বারকা হয়। তথায় দর্শন করে শ্রীল আচার্য্যপাদ সপার্ষদ প্রভাস তীর্থে গমন ক'রেন। পথে পোরবন্দরে শ্রীসুদামাপুরী দর্শন এবং প্রভাসে গমন করেন। সেই স্থানে সুবিশাল শ্রীসোমনাথ মন্দিরও দর্শন করেন। নিকটেই 'ত্রিবেণী সঙ্গম'। ঐ স্থানে যাদবগণের দেহ সৎকার করা হ'য়েছিল। সেই স্থান দর্শন করে শ্রীল গুরুদেব পুনরায় বোম্বে মঠে ফিরে আসেন।

গ্রন্থ মুদ্রণ সেবা

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদের প্রথম থেকেই শাস্ত্র অনুশীলনে বিশেষ রুচি ছিল। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ ক'রে শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ ক'রেছিলেন। ভাগবত শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গাঢ় অনুরাগ ছিল। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে অগাধ বোধ তাঁর ছিল। তাছাড়া অন্যান্য গোস্বামী শাস্ত্রও তিনি অনুশীলন ক'রেছিলেন। মঠের প্রত্যেক প্রচারক ও নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণকে তিনি শাস্ত্রে রুচি দান ক'রবার জন্য ও শাস্ত্র-বোধ দান ক'রবার জন্য প্রচুর যত্নশীল ছিলেন। তাই তাঁর আচার্য্যলীলায় অনেকেই সিদ্ধান্ত-দৃষ্টি লাভ ক'রে ধন্য হ'য়েছিল। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পুন: মুদ্রণ কার্য্যে ব্রতী হ'ন। মিশনে তখনও কিছু ভাগবত অবশিষ্ট ছিল। তিনি ভাগবতের পুন: মুদ্রণ ক'রে সকলকে ভাগবত অনুশীলন করার জন্য বিশেষ জোর দিলেন। বহু শ্রদ্ধালুকে নিজহাতে ভাগবত দান ক'রলেন। ভাগবত প্রকাশনের জন্য এক লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে একটি Flat Mechine ক্রয় ক'রলেন। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রণ শুরু হয় এবং ১৯৯১ এর মধ্যে (তাঁর প্রকট কালেই) সম্পূর্ণ ভাগবত ছাপা সমাপ্ত হয়। তাঁর আচার্য্যলীলার এটি একটি মহান্ কীর্ত্তি। এ ছাড়া অন্যান্য বহু গ্রন্থ তাঁর আচার্য্যলীলা কালে তাঁর নির্দেশে ছাপান হয়। তাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ'লো — শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী, কল্যাণ-কল্পতরু (বাংলা), কল্যাণ-কল্পতরু (ইংরাজী অনুবাদ), জৈব-ধর্ম্ম, শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতি-সংগ্রহ, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব, শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত রত্ন-মালা, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃতকণা, শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা ৮ ম খণ্ড, শ্রীল আচার্য্যপাদের বক্তৃতাবলী ১ ম, ২ য় ও ৩ য় খণ্ড (বাংলা) ঐ বক্তৃতাবলী (হিন্দী), Souvenier of lord Chaitanya Mahaprabhu, শ্রীগৌরপার্ষদ চরিতাবলী, শ্রীদামোদরাষ্টকম্, শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য, শ্রী সরস্বতী সংলাপ, চৈতন্য মঙ্গল, শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ইত্যাদি।

গৌড়-মণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষ পূর্তি মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদের আভীষ্টানুসারে মিশন কর্ত্তৃক গৌড়-মণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়। ৪/৪/৮৫ তারিখে শ্রীবলদেব প্রভুর রাসযাত্রা তিথিতে যাত্রা শুরু করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ১১০ জন যাত্রী সহ দুটি Reserve Bus, দুটি Private Car ও একটি Matador Van ক'রে বাগবাজার মঠ থেকে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা শুরু করা হয়। পরমপূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি আশয় আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ সুন্দর কৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ভক্তি পরায়ণ পর্বত মহারাজ আদি বৈষ্ণবগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে কাকদ্বীপ ও গঙ্গাসাগরএ কপিল মুনির আশ্রমে দর্শনের জন্য যাওয়া হয়। তথায় একরাত্র অবস্থান পূর্বক স্থানীয় ওঁকারনাথ আশ্রমএ একটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় পাঠকীর্ত্তনান্তে ছায়াচিত্র যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করা হয়। তারপর পানিহাটি, কুমারহট্ট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, রামকেলি, কাটোয়া, একচাকা, কালনা, শ্রীখণ্ড আদি স্থান দর্শন এবং সেই সেই স্থানে সভা সমিতির মাধ্যমে পাঠ বক্তৃতাদি করা হয়। স্থানে স্থানে ছায়াচিত্র যোগে মহাপ্রভুর লীলা দেখানো হয়। পথিমধ্যে বহরমপুরে শ্রীরামকানাই ধর মহাশয়ের বাসভবনে একদিন অবস্থান পূর্বক একটি ধর্মসভা করা হয়। প্রায় ২৫০ জন স্থানীয় শ্রদ্ধালু ভক্তের সমক্ষে শ্রীল গুরুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। মালদহ শহরে এক বিশাল ধর্ম্ম-সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন স্মৃতিতে তথায় বিশাল জন সমাবেশের মধ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ এক ঘন্টা কাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন ক'রেন। সভান্তে শ্রীপাদ সাগর মহারাজের নেতৃত্বে বৈষ্ণবগণ কিছু সময় উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন। গ্রামবাসী সকলেই প্রেম বন্যায় প্লাবিত হন। মিশনের অন্যতম শাখা কুলুশির্ষা স্থিত শ্রীভাগবত আশ্রমে শ্রীল আচার্য্যপাদ গমন করেন। তথায় একটি ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ

আদি বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন। ১৯/৪/৮৪ তারিখে পুন: বাগবাজার মঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

শ্রীভক্তিকেবল গৌরাঙ্গলীলা মন্দিরের উদ্বোধন

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ নবদ্বীপধামে শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ প্রকাশ করে জগজ্জীবকে ধাম বাস ও ধাম পরিক্রমার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। তিনি প্রচার পার্টীর মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে সকলকে ধামে আনিয়ে নয়টি দ্বীপ সংকীর্ত্তন সহ পরিক্রমা ক'রার ব্যবস্থা করেছেন। সেই সঙ্গে গৌরহরির লীলাগুলি যাতে সকলে জানতে পারে তার জন্য বড় বড় আলেখ্য তৈরী করে মহাপ্রভুর সব লীলাগুলি চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর জন্য প্রত্যেক বৎসর পরিক্রমার সময় অস্থায়ী গৌরাঙ্গলীলা-মন্দির নির্মাণ ক'রাতেন। কয়েকজন বৈষ্ণবকে তথায় নিযুক্ত ক'রতেন যাত্রীদের লীলাগুলি বোঝাবার জন্য। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিল ঐ লীলাগুলিকে দেখানোর জন্য একটি স্থায়ী লীলা মন্দির নির্মাণ করা। তারফলে বারোমাস ধামে সমাগত যাত্রীরাও দর্শনের সুযোগ পাবে। তাঁর প্রকটকালে এই লীলা মন্দির নির্মাণ করার সুযোগ হ'য়ে উঠেনি। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ গুরু-মহারাজের এই মনোহভীষ্ট সেবাটি সম্পাদন ক'রেছিলেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষ পূর্ত্তি মহোৎসব উপলক্ষ্যে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটি হাতে নেন। শ্রীপাদ সুন্দরকৃষ্ণ প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সাগর মহারাজ, শ্রীযুক্ত এন.কে. সিনহা ইঞ্জিনীয়ার, আদির সাহায্যে গোদ্রুম ধামস্থ শ্রী ভক্তি সৌরভ কুটীরের উপরে দোতালায় এক বিশাল লীলা মন্দির নির্মাণ করান। মহাপ্রভুর মুখ্য মুখ্য ৪২ টি লীলা অপূর্ব মূর্ত্তির মাধ্যমে ৪২ টি স্টলে সাজানো হয়। মূর্ত্তিগুলির নির্মাণে শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ (বিশ্বম্ভর দাস প্রভু) বিশেষ সাহায্য করেন। এক বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় মিশনের অনুগত শিষ্য শিষ্যাগণের অর্থানুকূল্যে এই সুন্দর ভব্য লীলা মন্দিরটি নির্মিত হয়।

মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব উৎসবের প্রাক্কালে গৌর জয়ন্তীর অধিবাসের দিন ২০/৩/৮৬ তারিখে পূর্ব্বাহ্ন ১০.৩৩ মিনিটে বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে মহা সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ এই লীলা মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। তিনি প্রথমে জয় দান পূর্বক প্রথম প্রকোষ্ঠ স্থিত গৌড়ীয় গুরুবর্গের বিগ্রহগণকে আরতি করেন এবং পরে কীর্ত্তন সহ প্রত্যেকটি লীলাকে আরতি ও প্রণাম করেন। তাঁর ইচ্ছায় প্রত্যেকটিতে লীলার বিস্তৃত বিবরণী যুক্ত একটি ছোট পুস্তক ছাপা হয় এবং ঐ সময় বিতরণ করা হয় যাতে সকলে সব লীলাগুলি বুঝতে পারে। এই লীলা মন্দির উদ্‌ঘাটনের ঠিক পূর্বে মঠে একটি বিরাট প্যাণ্ডেল করে সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় শ্রীল আচার্য্যপাদ গৌর লীলার চমৎকারিতা ও গৌরজনের কৃপায় সেই লীলার স্ফূর্ত্তি বিষয়ে একটি ভাবগম্ভীর বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে পরমপূজনীয় শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীপাদ সুন্দর কৃষ্ণ দাসাধিকারীও মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন।

গৌর সুন্দরের পঞ্চ শত বর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব তিথি আরাধনা

২৬/৩/৮৬ তারিখ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব দিবস। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে মহোৎসব শুরু হয়। ২০/৩/৮৬ তারিখে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার অধিবাস দিবস। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদের নির্দেশে মিশনের বিভিন্ন শাখা মঠ থেকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীগণ গোদ্রুম ধামে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে গৌর ভক্তগণ মহোৎসবে যোগদান করেন। ঐ বৎসর ২০০০ যাত্রী পরিক্রমা উৎসবে যোগদান করেন। ২১/৩/৮৬ তারিখ থেকে বিপুল উৎসাহে ধাম পরিক্রমা শুরু হয়। ২৫/৩/৮৬ তারিখে শ্রীগৌরহরির জন্মভিটা মায়াপুর পরিক্রমায় যাওয়া হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ যোগপীঠে গদগদ চিত্তে মহাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। ঐ

গোদ্রুম ধামস্থ শ্রীভক্তিকেবল গৌরাঙ্গ লীলা মন্দির

দিন অপরাহ্নে গোদ্রুম মঠে একটি ভাগবত-ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ভারতের Suprem Court এর Justice Mr. A.N. Sen, Chairman, Press Council of India প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণ-প্রসাদ ব্রহ্মচারী Introductory Speech প্রদান করেন, তৎপরে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে জীবের নিত্য শান্তির সুযোগ লাভ সম্বন্ধে ১ ঘন্টাধিক কাল বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রধান অতিথি মহোদয় ১৫ মিনিট মহাপ্রভুর কথা বলেন। সভান্তে শ্রীঅনন্তমাধব ভক্তিশাস্ত্রীজী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ২৬/৩/৮৬ তারিখ শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি। অহোরাত্র সংকীর্ত্তন, স্থানে স্থানে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত পারায়ণ চলতে থাকে। সকাল ১০ টায় ব্যাণ্ডপার্টী সহ মন্দির পরিক্রমা, নৃত্যকীর্ত্তন ও আবির খেলা মহোৎসব হয়। ঐদিন শ্রীল আচার্য্যপাদ মিশনের ১০ জন অনুগত স্নিগ্ধ ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। উহাদের পূর্ব নাম ও সন্ন্যাস প্রদত্ত নাম এখানে উল্লেখ করা হ'লো —

(১) শ্রী প্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি প্রদীপ পরমহংস মহারাজ) (২) শ্রী বিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিতীর্থ ত্রিবিক্রম মহারাজ) (৩) শ্রী অনন্তমাধব দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ) (৪) শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি নিবাস নারায়ণ মহারাজ) (৫) শ্রীপাদ অতুলানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি প্রজ্ঞান পরমার্থী মহারাজ (৫) শ্রীপাদ আর্তবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি বিকাশ বামন মহারাজ (৭) শ্রীপাদ প্রহ্লাদ দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ) (৮) শ্রীপাদ জিতকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি দীপক দামোদর মহারাজ) (৯) শ্রীপাদ সুন্দর গোপাল দাসাধিকারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি কুসুম কেশব মহারাজ) (১০) শ্রীপাদ জন নিবাস দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি মধুপ মধুসূদন মহারাজ)। ঐ দিবস শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার আয়োজন করা হয়। সেবাসচিব মহোদয় পরমপূজনীয়

শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ উক্ত ধাম প্রচারিণী সভার পরিচালনা করেন। সন্ধ্যায় দীপাবলী মহোৎসবে শ্রীল আচার্য্যপাদ উপস্থিত থেকে বৈষ্ণবগণকে উৎসাহ দান করেন। তারপর গৌর আবির্ভাব লীলা কীর্ত্তন শুরু হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে বৈষ্ণবগণ উল্লাসের সহিত নৃত্য কীর্ত্তন করেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বিচিত্র ভোগ-রাগের ব্যবস্থা করা হয়। রাত্রি ১১ টায় আরতি সম্পন্ন হয়। মধ্যরাত্রে রাত্রি জাগরণ পূর্বক বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক গৌর-লীলা অভিনয় হয়। পরদিন প্রায় ১৫০০০ ধাম বাসীকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের অহৈতুকী করুণায় উৎসবটি সাফল্য মণ্ডিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচশত বর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব উপলক্ষ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ প্রয়াগে একটি মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন করেন। উক্ত পাদপীঠ শ্রীল প্রভুপাদের সময় থেকে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে চটক পর্বতোপরি তাঁর ভজন কুটীরে রাখা ছিল। প্রয়াগে শ্রীমহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলী অদ্যাপিহ মহাপ্রভুর স্মৃতি বহন ক'রছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে ১০ দিন যাবৎ ভক্তি-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন — সেই স্থানে শ্রীল আচার্য্যপাদ এই পাদপীঠ স্থাপন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ২২/৪/৮৬ তারিখে এলাহাবাদে শুভ বিজয় করেন। তথায় ২৪/৪/৮৬ তারিখে একটি নগর সংকীর্ত্তন সহযোগে বৈষ্ণবগণ সহ প্রথমে বেণীমাধব মন্দিরে যান। আরতি পরিক্রমান্তে শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলীতে গমন করেন। তথায় বিপুল সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের আবরণ মোচন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ-পদ্মের যথাবিধি অভিষেক করা হয়। ধূপ, দীপ, গন্ধ, মাল্যাদি দ্বারা শ্রীপাদ পদ্মের অর্চনান্তে ভোগ দেওয়া হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ আরতি করেন এবং গৌর-বিহিত কয়েকটি কীর্ত্তন করান। কীর্ত্তনান্তে হিন্দী

ভাষায় শ্রীরূপ শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে সংকীর্ত্তন সহযোগে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

প্রয়াগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ পূজনরত শ্রীল আচার্য্যপাদ

উড়িষ্যা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিকী উদযাপন

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ ২৭/৫/৮৬ তারিখে সপার্ষদ উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন। বালেশ্বর স্টেশনে বৈষ্ণবগণ বহুভক্তগণ সহ বিপুল অভ্যর্থনা জানান। সংকীর্ত্তন সহযোগে তাঁকে রেমুণা মঠে আনা হয়। ঐ দিন মঠে মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষ পূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষ্যে

একটি বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। উড়িষ্যা প্রদেশের বন বিভাগ মন্ত্রী Sri Bhupal Chandra Mahapatra প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণ-প্রসাদ ব্রহ্মচারী Introductory ভাষণ প্রদান করেন। তারপরে শ্রীল আচার্য্যপাদ মহাপ্রভুর অবদান বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় পাঁচ শত শ্রদ্ধালু ভক্ত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। ২৯/৫/৮৬ তারিখে শ্রীল গুরুদেব বৈষ্ণবগণ সহ নগর সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সমাধি মন্দির ও ক্ষীর চোরা গোপীনাথ দর্শনে যান। বহুক্ষণ আবেগ ভরে নৃত্য কীর্ত্তন ও আরতি করেন। পূজারী ঠাকুর তাঁর অপূর্ব ভাব দর্শনে মোহিত হ'ন এবং গোপীনাথের প্রসাদী মাল্য ও তুলসী তাঁকে অর্পণ করেন। সকলে মাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে ফিরে যান। শ্রীল গুরুদেব তথায় পাঁচ দিন অবস্থান ক'রে ২/৫/৮৬ তারিখে কটক মঠে রওনা হন। তথায় ৩/৪ দিন অবস্থান পূর্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৫/৬/৮৬ তারিখে মঠে মহাপ্রভুর পাঁচশত বর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষ্যে একটি ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। পুরীর মহারাজ গজপতি শ্রীদিব্য সিংহদেব প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং 'সমাজ' পত্রিকার সম্পাদক ডা: রাধানাথ রায় বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি মহাপ্রভুর শিক্ষা অবলম্বনে বিশ্বে শান্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ডা: রাধানাথ রায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কটক থেকে ৬/৬/৮৫ তারিখে শ্রীল আচার্য্যপাদ খুরদা নিবাসী শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারীর বাস ভবনে যান। তথায় দশদিন অবস্থান পূর্বক স্থানীয় ভক্তদের নিকট নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ বনবিহারী প্রভুর গৃহটি হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হ'য়ে উঠে। শ্রীল আচার্য্যপাদ মঠের নিয়মে সকাল সন্ধ্যা আরতি ভোগরাগ আদির ব্যবস্থার দ্বারা গৃহটিকে আশ্রমের আকার দান করেন এবং নাম দেন "শ্রী ভাগবত ভক্তি আশ্রম"। তথায় স্থানীয় গীতা ভবন প্রাঙ্গনে মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব উপলক্ষ্যে একটি ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ডা: প্রসন্ন কুমার পাটসানি,

এম.এল. এ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। তথাকার স্থানীয় ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে ১৪/৬/৮৬ তারিখে শ্রীগুরু পূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবনবিহারী দাস, শ্রীজাহ্নবাজীবন দাস, শ্রীপতিত পাবন দাস, শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস, শ্রীদু:খ হরণ দাস আদি গৃহস্থ ভক্তগণ বিশেষভাবে এই প্রচার কার্য্যে সাহায্য করেন। সেখান থেকে শ্রীল আচার্য্যপাদ পুরী মঠে শুভ বিজয় করেন। তথায় দুই সপ্তাহ কাল ব্যাপী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা মহোৎসব এবং ঐ দিন মঠে শ্রীল আচার্য্যপাদের শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব, গুণ্ডিচা মার্জনোৎসব এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব মহোল্লাসের সহিত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। পুরীর উৎসবান্তে শ্রীপাদ পতিত পাবন দাসধিকারীর বিশেষ আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যপাদ বাঁকিতে প্রচারে যান। তথায় পৌঁছিলে Ex. Minister Sri Jogesh Chandra Rout শ্রীল আচার্য্যপাদকে পুষ্পমাল্যের দ্বারা অভ্যর্থনা জানান এবং একটি Welcome Address পাঠ করেন। উক্ত Welcome Address টি নিম্নরূপ —

An Address of welcome to :

His Divine Grace Paramhansa 108 Sri Srimad Bhakti Srirup Bhagwat Maharaj, President, and Acharya of Gaudiya Mission of this auspicious occasion of visit to Banki.

Parampujya Srila Acharyapad,

I, on behalf of the people of Banki with profound respect and humble obeyances bow at your lotus feet and ardently welcome you to our native town. In this auspicious moment having this unique oppertunity of welcoming you in our midst not only I am very very happy but also feel proud some &

an eternal bliss.

In this Kali Youga due to offshoots of science the man has minimized the difference between earth and planets but the distance & inequality between man and man has been enlarged. Sri Chaitanya Mahaprabhu has preached the highilight of Bhakti and "Namasankirtan" in every nook and corner of Orissa showing the part of truth and love in attaining sublime bliss.

In this problems ridden world of today you are preaching Sri Chaitanya's message of love to enthuse us with the doctrine of "Vaishnavism", Bhakti and 'Nama Sankirtan' through the worldwide Gaudiya Mission.

We all bow at your lotus feet wanting eagerly to have "namamrita" from you.

Your humble,
Jogesh Ch. Raut
Ex-minister, Orissa.

Banki
Date: 12.07.1986

তথায় শ্রীল আচার্য্যপাদ বহু শিক্ষিত সজ্জনগণের নিকট নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন। ২০/৭/৮৬ তারিখে তিনি খুরদা হয়ে ক'লকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মহাপ্রভুর পাঁচশত বর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব উপলক্ষ্যে কলিকাতায় মহোৎসব

১৬/৮/৮৬ তারিখ থেকে ক'লকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব শ্রীল আচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শুরু হয়। মাসাধিক কাল যাবৎ এই উৎসব শ্রীল প্রভুপাদের সময় থেকে উদ্‌যাপিত হয়ে আস্‌ছে। এ বৎসর ঝুলনযাত্রা, শ্রীবলদেব আবির্ভাব তিথি আদিতে বিশেষভাবে পাঠ বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যহ শ্রীল আচার্য্যপাদ ইষ্টগোষ্ঠী মুখে বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা করেন। ২৭/৮/৮৬ তারিখে জন্মাষ্টমীর দিন মঠে একটি বিরাট ভাগবত-ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। কলিকাতা

High Court এর বিচারপতি Sri Shyamal Sen মহাশয় এবং ভারত লিথোগ্রাফির ডাইরেক্টর Sri Surendra Nath Dhoti মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম ধর্ম্মের কথা বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করেন। সভায় মঠভর্তি শ্রোতা উপস্থিত ছিল। সকলেই বক্তৃতার ভুরি ভুরি প্রশংসা করেন। তারপর শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীমদ্ভাগবত জয়ন্তী মহোৎসব শ্রীল আচার্য্যপাদের আনুগত্যে উল্লাসের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ শত বর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষ্যে বৃন্দাবন, জয়পুর, করৌলী, নাথদ্বার পরিক্রমা

শ্রীল আচার্য্যপাদ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পশ্চিম ভারতের মঠগুলি পরিভ্রমণান্তে ১৫/১০/৮৬ তারিখে বৃন্দাবনে শুভ বিজয় করেন। ১৮/১০/৮৬ তারিখ থেকে বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে শুরু হয়। প্রায় ১৫০ জন যাত্রীর তিনটি Reserve Bus এ পরিক্রমা করার ব্যবস্থা করা হয়। পরমপূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ সুন্দর কৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি পরায়ণ পর্বত মহারাজ আদির বিপুল উৎসাহে পরিক্রমা শুরু হয়। চৌরাশিক্রোশ-ব্রজমণ্ডলের দর্শনীয় স্থান সমূহ দর্শন করে যাত্রীগণ ২৬/১০/৮৬ তারিখে শ্রীল আচার্য্যপাদ সহ করোলী যাত্রা করা হয়। তথায় শ্রীমদনমোহন দেবের মন্দিরে শ্রীল গুরুদেব নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। মন্দির খোলার পর শ্রীল আচার্য্যপাদ প্রেমভরে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। ভক্তগণ সকলেই শ্রী মদনমোহনদেবের অপূর্ব দর্শন লাভে উল্লসিত হ'ন। তারপর সকলে জয়পুর রওনা হন। সেখানে শ্রীগোবিন্দদেবের মঙ্গলারতি ভোর ৪ টায় হয়। সকলে মঙ্গলারতি দর্শন করেন। শহর বাসী বহু নর-নারী মঙ্গলারতি দর্শনে আসেন দেখে শ্রীল আচার্য্যপাদ বড়ই আনন্দ অনুভব করেন। গোবিন্দদেবের দর্শন

বিনা তাঁরা জল গ্রহণ করেন না, এরূপ নিষ্ঠা ছিল তাঁদের। শ্রীল আচার্য্যপাদ পরে তাঁর এক প্রিয় শিষ্য জয়পুর নিবাসী শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েলের বাস ভবনে তার সাদর আহ্বানে গমন করেন। তথায় তার পরিবার বর্গের কাছে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ জয়পুর স্থিত গোস্বামীগণ সেবিত আরও কয়েকটি বিগ্রহ দর্শন করেন এবং জয়পুর স্থিত গল্‌তা পাহাড় দর্শন করেন। ২৮/১০/৮৬ তারিখে জয়পুর থেকে আজমীঢ়ে পুষ্কর তীর্থ দর্শন করে নাথদ্বার অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে গোপালদেবের অনন্ত বৈভব দর্শনে আনন্দিত হন। বহু ভক্তের ভীড়ের মধ্যে লাইন দিয়ে দর্শন করতে হয়। ২/১১/৮৬ তারিখে সেখান থেকে রওনা হ'য়ে বৃন্দাবনে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ দিন মঠে অন্নকূট মহোৎসব ও গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৬/১১/৮৬ তারিখে বৃন্দাবন থেকে দিল্লী শুভ বিজয় করেন।

হল্যান্ড বাসী ব্রহ্মানন্দের ভাগবত ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ

শ্রীল আচার্য্যপাদ দিল্লীতে কয়েকদিন শ্রীহরিকথা প্রচার করে কাশীধামে নতুন মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য শুভারম্ভ ক'রে গয়া ধামে প্রচারোদ্দেশে গমন করেন। ২২/১১/৮৫ তারিখে গয়া স্টেশনে পৌঁছিলে GAYA COLLEGE এর Prof. Mr. Madan Gopal Singh শ্রীল আচার্য্যপাদকে পুষ্পমাল্যের দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ ৪-৫ দিন সেখানে অবস্থান পূর্বক নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ তাঁর নিকট আগমন পূর্বক হরিকথা শ্রবণ ক'রতেন। ঐ সময় হল্যাণ্ডবাসী এক সজ্জন, নাম ব্রহ্মানন্দ, শ্রীল আচার্য্যপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসু হ'য়ে বহু তত্ত্ব কথা জানতে পেরে পরম আনন্দ লাভ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ তার নিকট ইংরাজী ভাষায় বহুক্ষণ শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তন ক'রেন। তাঁর হরিকথায় প্রভাবিত হ'য়ে তিনি হরিনাম গ্রহণ ক'রেন। পূর্বে শ্রীল আচার্য্যপাদও ঐরূপ শ্রীল প্রভুপাদের কথায় আকৃষ্ট হয়ে শ্রীল প্রভুপাদের
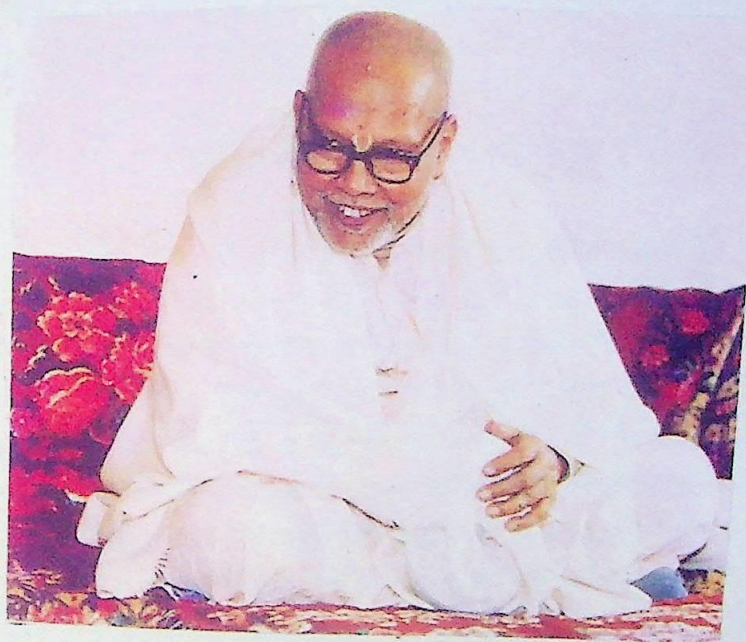
পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর

নিকট মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে উক্ত হল্যাণ্ডবাসী ক'লকাতা আগমন পূর্ব্বক ৯/১২/৮৬ তারিখে শ্রীল আচার্য্যপাদের নিকট ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীল আচার্য্যপাদকে শ্রীল প্রভুপাদের জন বলে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁর নিকট শ্রদ্ধাভক্তির বিচার অতি সহজ সরলভাবে জানতে পেরে বড়ই আনন্দ লাভ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ পাটনা হয়ে ক'লকাতা আসেন। সেখান থেকে নবদ্বীপে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের ৫০ তম তিরোভাব তিথি পালন ক'রেন। পরে পুন: কলিকাতা ফিরে আসেন।

লণ্ডনে শ্রীল আচার্য্যপাদ

জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচারের যে অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁর ফলে ভারতবাসী ছাড়াও জার্মাণ ও লণ্ডন দেশীয় কয়েকজন সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে সময় সময় লণ্ডনে প্রেরণ ক'রে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়েছিলেন। সেই প্রচারের ফলে লণ্ডনের অধিবাসী সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিতা Miss D.C. BOWTEL শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁর নাম পরিবর্ত্তন ক'রে 'বিনোদবাণী দাসী'— এই দীক্ষানাম দেওয়া হ'য়েছিল। তিনি অতি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবী ছিলেন। গৌড়ীয় ধারার প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণকেও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ক'রতেন এবং সেই আচার্য্যের আনুগত্যে ভজন ক'রতেন। তিনি লণ্ডনস্থ তাঁর নিজস্ব বাড়ীটি ১৯৬১ সালে গৌড়ীয় মিশনকে দান ক'রেন। ইতি পূর্ব্বে একটি ভাড়াবাড়ীকে কেন্দ্র করে মিশনের প্রচার কার্য্য চলতো। প্রচার কেন্দ্রটির নাম ছিল— "শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ" শ্রীবিনোদবাণী দাসীই সেখানকার মঠ-রক্ষক রূপে দেখাশুনা করতেন। পরবর্তীকালে তাঁর অপ্রকটের পর শ্রীল গুরুমহারাজ মিশনের যোগ্য

প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজকে (বর্তমান শ্রীগুরুদেবকে) তথাকার মঠ-রক্ষক রূপে প্রেরণ ক'রেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ তৎকালীন সেক্রেটারী পরমপূজ্যপাদ শ্রীভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ মহারাজের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় লণ্ডনে গৌরবাণী প্রচার কার্য্যে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেন। ইতিপূর্বে গৌড়ীয় মিশনের কোন আচার্য্য স্বয়ং তথায় প্রচারের উদ্দেশ্যে যাননি। শ্রীল আচার্য্যপাদ ৮/৮/৮৭ তারিখে শ্রীপাদ ভক্তি নিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্তমাধব দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ নন্দ দুলাল দাস ভক্তি-শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দম্‌দম্ Airport থেকে বাংলাদেশ বিমান যোগে লণ্ডনে শুভযাত্রা করেন এবং পরদিন বৃটিশ সময়ানুসার ১০-৪০-এ হিথরো বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের ইঞ্চার্জ শ্রীপাদ পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীগোপাল জীবন পপট, শ্রীবিপিন ভাই প্যাটেল, শ্রীযুত থ্যাকর আদি শ্রীল আচার্য্যপাদকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। Private Car যোগে তাঁকে মঠে আনা হয়। উপস্থিত ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যপাদের আরতি ক'রেন। ঐ দিনটি ছিল শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল গুরুদেব শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ কিছুক্ষণ কীর্ত্তন ক'রেন। ঐ দিন অপরাহ্নে স্থানীয় "শ্রীভক্তিবেদান্ত ম্যানার" আশ্রমে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় শ্রীল আচার্য্যপাদ দেড় ঘন্টা যাবৎ শ্রীবলদেব তত্ত্ব বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান ক'রেন। ১৪/৮/৮৭ তারিখে তথাকার এক বিশিষ্ট ভক্ত Mr. Biswanath Karnani র সাদর আহ্বানে তাঁর বাসভবনে যান। তথায় ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক ঘন্টা বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের লণ্ডনে আগমন সংবাদ গুজরাটি পত্রিকায় ছবি সহ প্রকাশিত হয়। ১৬/৮/৮৭ তারিখ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিনে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শ্রী শ্রী গৌর রাধা বিনোদজীউর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। ইতিপূর্বে সেখানে আলেখ্য সেবিত হ'তেন।

লণ্ডন শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহগণ

২১/৮/৮৭ তারিখে শ্রীল আচার্য্যপাদ Mr. J.P. Thakkar এর বাস ভবনে যান তথায় বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। ২২/৮ তারিখে মঠে শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, মরিসাস, হল্যাণ্ড আদি দেশের বহু বিদেশী ভক্ত ঐ গুরুপূজা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীপাদ অনন্ত মাধব দাস ভক্তিশাস্ত্রী, D.C. Bowtel এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলী পাঠ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ ইংরাজী ভাষায় গুরু-পূজার তাৎপর্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ভোগ আরতি শেষে সকলকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতুষ্ট করা হয়। শ্রীল গুরুদেব প্রত্যহ মঠে সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি ভক্তদের নিকট পুরুষাবতার, অচিন্ত্যভোদাভেদবাদ, দশমূল শিক্ষা, সম্বন্ধ অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক শিক্ষা বিষয়ে নিরন্তর হরিকথা বলেন।

তাঁর বাণীতে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আকৃষ্ট হন। তাঁর গভীর তাৎপর্য্য পূর্ণ কথা শ্রবণ করে বিদেশী কয়েকজন ভক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে Mr. Peter Kryger (Holland) গুরুদেবের দেওয়া নাম শ্রী প্রেমানন্দ দাস, Mr. Morris Brand (British) (শ্রী মদনমোহন দাস) Mr. Keith Orvilla (West Indies) শ্রী কৃষ্ণদাস আদি উল্লেখ যোগ্য। এ ছাড়া শ্রীবিপিন ভাই পাটেল, শ্রীঅতুল কৃষ্ণ বোস, শ্রীমতী রাধিকা দাসী, শ্রীমতী মণিকুন্তলা দাসী এবং আরও অনেকে শ্রীহরি নাম মন্ত্র গ্রহণ করেন। গুরুপূজার দিন বিকালে Gaudiya Mission Society র একটি অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের আনুগত্যে তথাকার মঠের উন্নতি কল্পে কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। ২৩/৮/৮৭ তারিখে লণ্ডনের South Hall এ রাম মন্দির প্রাঙ্গনে আয়োজিত একটি ভাগবত ধর্ম্ম সভায় প্রায় দুই শত শিক্ষিত লোকের সমক্ষে শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। Prof. Mr. Joshi তথাকার কমিটির তরফ থেকে ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভান্তে বৈষ্ণবগণ উচ্চ-কীর্ত্তন ও নৃত্য ক'রে শ্রোতাগণকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। লণ্ডনে প্রচার কার্য্য শেষ ক'রে শ্রীল আচার্য্যপাদ ২৪/৮/৮৭ তারিখে ক'লকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব

উত্তরবাহিনী গঙ্গাতীরস্থ বাবা বিশ্বনাথের নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩২ সালে একটি ভাড়া বাড়ীতে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের (শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর) কৃপায় মঠের নিজস্ব ভূমি সংগৃহীত হয়। শ্রীল গুরুমহারাজ (শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ) ১৯৬৪ সালে নতুন মন্দির নির্মাণ উদ্দেশ্যে ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু কিছু জমি সংক্রান্ত বাধা উপস্থিত হওয়ায় নির্মাণ কার্য্য বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবেশী এক দুর্জন ব্যক্তি ঐভূমি সম্বন্ধে আদলতে

মামলা শুরু করে। বহুদিন যাবৎ এই মামলা চল্‌তে থাকে। শ্রীল আচার্য্যপাদের কৃপায় উক্ত মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং তিনি ১৯৮৬ র নভেম্বর মাসে পুনরায় নির্মাণ কার্য্য শুরু করেন। তাঁর বিশেষ কৃপায় নির্মাণ কার্য্য দ্রুত গতিতে চল্‌তে থাকে এবং মাত্র এক বৎসরের মধ্যে উক্ত কার্য্যটি মোটামুটি শেষ হয়। ১৯৮৭ সালের ৩ রা ডিসেম্বর, শ্রীগীতা জয়ন্তীর দিনটিতে শ্রীল আচার্য্যপাদের করকমলে নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব সুসম্পন্ন হয়। ২ রা ডিসেম্বর থেকে মহোৎসব শুরু হয়। তিন তারিখে শ্রীবিগ্রহগণকে সুসজ্জিত রথে বসিয়ে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার মাধ্যমে মঠে বেলা ১০.৩০ মিনিটে ফিরে আসা হয়। বেলা ১১ টায় শ্রীল আচার্য্যপাদ স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহগণকে শ্রীমন্দিরে প্রতিস্থাপিত করেন। ঐ দিন দুপুরে মঠের নব নির্মিত নাট্য মন্দিরে একটি ধর্ম্ম সভা হয়। বেনারস ডিভিশনের Commissioner মাননীয় Sri Rajiv Ratan Sah I.A.S. উক্ত সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ এক ঘণ্টাকাল শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রচারিত ভাগবত ধর্ম্মের কথা সেই সঙ্গে স্থানে স্থানে মঠ মন্দির নির্মাণের আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রধান অতিথি মহোদয় ১০ মিনিট ইংরাজীতে শ্রীল গুরুদেবের বক্তৃতার প্রশংসা মূলক কিছু কথা বলেন। দ্বিতীয় দিন ৪/১২/৮৭ তারিখেও মঠে একটি ভাগবত ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। ঐ দিন Kashi Vidyapeeth এর Vice Chancellor Dr. V.N. Misra প্রধান অতিথি এবং Benaras Hindu University র Professor, Head of the Dept. Sanskrit Dr. B. Bhattacharya বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভই জীবের চরম প্রয়োজন- এবিষয়ে সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। উৎসবের সম্পূর্ণ Programme টি Video Cassete করা হয়। ৫/১২/৮৭ তারিখে মঠে শ্রীগুরুপুজা উৎসবের আয়োজন করা হয়। মিশনের বিভিন্ন শাখা মঠ থেকে বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বাংলাদেশে প্রচারকদ্বয় প্রেরণ

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ গ্রামে গ্রামে বিপুল শ্রীহরি কীর্ত্তন প্রচার ক'রেছিলেন এবং কয়েকটি শাখা মঠ স্থাপন করেন। ঐ সময় বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অংশ ছিল। বহু শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের ফলে মিশনে যোগদান ক'রেছিলেন। পূর্বে শ্রীল আচার্য্যদেবও বাংলাদেশে মহাসমারোহে শ্রীহরিভক্তি প্রচার ক'রেছিলেন। কিন্তু তারপর বহুদিন বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশে প্রচার করা সম্ভব হয় না। কিছু গৃহস্থ ভক্ত সেখানে একতা সূত্রে সঙ্গ বদ্ধভাবে শ্রীহরিভজন করতেন এবং মধ্যে মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে সাধু গুরু সঙ্গ ক'রে জীবন ধন্য ক'রতেন। শ্রীল গুরু মহারাজের সময়ে কিছু ভক্ত নবদ্বীপে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্তু বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশে গিয়ে প্রচার করা এক প্রকার বন্ধ ছিল। শ্রীল আচার্য্যপাদের বিশেষ ইচ্ছায় ও তথাকার স্থানীয় ভক্তগণের আগ্রহে মিশন থেকে দুই জন প্রচারক বাংলাদেশে প্রচারে যান। ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদভক্তি বৈভব পর্যটক মহারাজ ও শ্রী রমাকান্ত দাস ব্রহ্মচারীকে শ্রীল আচার্য্যপাদ ২১/১০/৮৭ তারিখে বাংলাদেশে প্রেরণ ক'রেন। প্রথমে তাঁরা 'মোঘলহাটে' শুভ বিজয় করেন। তথাকার ভক্তগণ মিশনের প্রচারকদ্বয়কে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানান। তথায় কিছুদিন প্রচার ক'রে শ্রীদলগ্রাম স্থিত "শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রমে" যান। উক্ত আশ্রমকে প্রচার কেন্দ্র করে প্রচারকদ্বয় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি ক'রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার ক'রেন। বাংলাদেশীয় ভক্তগণ শুদ্ধভক্তির কথা শুনে বিস্মিত ও আনন্দিত হ'ন। তাঁরা শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজের কথায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'ন। বহুদিন পর তারা সাধুসঙ্গ লাভ ক'রে নিজেদের কৃতার্থ মনে ক'রেন। তথাকার বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীপাদ ধীরগোবিন্দ দাস ভক্তি শাস্ত্রী, মিশনের প্রচার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেন। মহারাজ বিভিন্ন ভক্তের বাড়ীতে ভাগবত পাঠ করেন। "শ্রীখাতা বালাটারী হরিসভায়" একদিন বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর প্রচারের ফলে প্রায় ৬০ জন ভক্ত শ্রীল আচার্য্যপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মাসাধিক কাল প্রচার করে ১৯/১১/৮৭ তারিখে প্রচারকদ্বয় ক'লকাতায় ফিরে আসেন।

আর এক হল্যাণ্ড-বাসীর ভাগবতী দীক্ষা লাভ

পূর্বে শ্রীল আচার্য্যপাদের কথায় আকৃষ্ট হ'য়ে হল্যান্ড বাসী শ্রী ব্রহ্মানন্দ দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছিলেন। আর একজন হল্যাণ্ডবাসী Mr. Marius Van Donk বিশ্ব বিখ্যাত Manuel Therapent শ্রীল আচার্য্যপাদের কথায় আকৃষ্ট হ'ন। শ্রীল আচার্য্যপাদের গত আগষ্ট মাসে লণ্ডনে অবস্থান কালে উক্ত ভদ্রলোক তাঁরসঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা শ্রবণ ক'রেছিলেন। ডিসেম্বর মাসে ঐ হল্যাণ্ডবাসী ভারতে আসেন এবং ক'লকাতায় শ্রীল আচার্য্যপাদের নিকট কয়েকদিন অবস্থান ক'রে হরিকথা শ্রবণ করেন। তাঁর হরিকথায় প্রভাবিত হ'য়ে উক্ত হল্যাণ্ডবাসী বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীল গুরুদেব তার নাম দেন শ্রীমনোহর কৃষ্ণ দাস। ঐ হল্যাণ্ড বাসী পরে শ্রীল আচার্য্যপাদের নির্দেশে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ ধাম দর্শন করেন এবং আবার Holland এ ফিরে যান। তিনি সেখানে থেকে শ্রীল আচার্য্যপাদের নির্দেশে ভজন ক'রতে থাকেন এবং পত্রাদির মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে শ্রীল গুরুদেবের নিকট হ'তে উপদেশাদি লাভ করেন।

শ্রী বৃহদ্ ভাগবতামৃতের বিশদ আলোচনা

১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে প্রায় দুই মাস যাবৎ শ্রীল আচার্য্যপাদ ক'লকাতা গৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্বক শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ-বিরচিত "শ্রী বৃহদ্ ভাগবতামৃত" গ্রন্থের বিশদ আলোচনা করেন। মিশনের কিছু শিক্ষিত স্নিগ্ধ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের নিয়ে সকাল ৭.৩০ হতে ৮.৩০ পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তর মুখে উক্ত গ্রন্থের আলোচনা করেন। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে স্তর ভেদে ভক্ত, ভক্তি

ও ভগবানের স্বরূপজ্ঞানটি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেন এবং উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা-বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। শাস্ত্রের কঠিন দুরূহ অংশগুলি তিনি অত্যন্ত সহজ, সরল ক'রে বোঝাবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন। অনেক সময় তিনি ছোট ছোট নবাগতদের শিক্ষার জন্য দুইটি Seating এ Class নিতেন। (Primary Section) প্রাথমিক বিভাগ ও (Higher Section) উচ্চতর বিভাগ এই দুই ভাগে অনুশীলনের Class নিতেন। নবীনদের জন্য দশমূল শিক্ষা, কল্যাণ কল্পতরু, ভক্তিবিনোদ গীতি-সংগ্রহের কীর্ত্তনগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতেন। এ জন্য তাঁর নিজের আহারাদির দিকে ধ্যান থাকতো না। এটিকেই তিনি ভজন বা সেবা ব'লে মনে ক'রতেন। সাধকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দৈহিক পরিশ্রমের কোনরূপ কৃপণতা তিনি কখনও করেন নি। এটি তাঁর আচার্য্যলীলায় সর্বদা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হ'ত।।

বিশিষ্ট ভক্তগণের গৃহে গৃহে আশ্রম স্থাপন

শ্রীল আচার্য্যপাদ, মিশনের অধীনস্থ বিভিন্ন শাখা মঠ ছাড়াও গ্রামে গঞ্জে ও ভক্তগৃহে শ্রীহরিনাম প্রচারে যেতেন। শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনই তাঁর মুখ্য সেবা ছিল। তিনি উড়িষ্যার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর আদি অঞ্চলে এবং শিলিগুড়িতেও কয়েকবার শ্রীহরিকথা প্রচারোদ্দেশে গমন করেন। সেই সেই স্থানের গৃহস্থ ভক্তদের গৃহে অবস্থান ক'রে ভক্তি-শিক্ষা দান করেন। কোন কোন বিশেষ ভক্তের গৃহে মঠের ন্যায় ত্রিকালীয় সেবা পূজার ব্যবস্থার দ্বারা আশ্রমের রূপ দান করেন। যেসব ভক্তের গৃহ সুন্দর ভজনের অনুকূল এবং সকলে সঙ্গসুখে ভজন প্রয়াসী তাদের গৃহে ছোট বিগ্রহ স্থাপন করে ভিন্ন ভিন্ন নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। নদীয়া জেলান্তর্গত কৃষ্ণনগরে ভক্তিমতী শ্রীমতী রমা রানী গড়াই-এর ভজনময় বাসভবনটিকে "শ্রীভাগবত আশ্রম", ২৪ পরগণার অন্তর্গত মধ্যমগ্রামে শ্রীযুক্তা অঞ্জলীদেবীর

বাসভবনটিকে "শ্রীগুরু আশ্রম", খুরদা নিবাসী শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারীর বাসভবনটিকে "শ্রীভাগবত ভক্তি আশ্রম" নামে অবিহিত করেন। পরবর্ত্তী কালে শিলিগুড়িতে তাঁর নির্দেশে শ্রীফণাধর দাসাধিকারীর বাসভবনে "শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সেই স্থানে প্রত্যহ নিষ্ঠা পূর্বক আরতি, ভোগরাগ ও শ্রবণ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে ৭-৮টি আশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে সেই সেই ভক্তগণকে ভজনে উৎসাহিত করা এবং সেই অঞ্চলের অন্যান্য ভক্তগণকে ঐ আশ্রমে শ্রবণ কীর্ত্তনে যোগদান ক'রে নিত্যমঙ্গল বরণ ক'রবার নির্দেশ দান ক'রে তিনি বহু জীবের ভজনোন্নতির চেষ্টা করেন। এটিও তাঁর আচার্য্যলীলার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

সিংপুর মঠে শ্রীল আচার্য্যপাদ

১৯৮৮ সালে গৌরজয়ন্তী মহোৎসবের পর শ্রীল আচার্য্যপাদ সপার্ষদ মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচারে যান। তিনি Private Car এ প্রথমে চিরুলিয়াস্থিত 'শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠে' শুভ বিজয় করেন। কয়েক দিন সেখানে অবস্থান ক'রার পর কুলটিকরিতে শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারীর বাসভবনে শ্রীহরিকথা প্রচার করেন। সেখান থেকে করেঞ্জী, আলংগিরী আদি স্থানে প্রচার ক'রে ১০/৪/৮৮ তারিখে মিশনের শাখা "শ্রী সিংপুর গৌড়ীয় মঠে" যান। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারী ও গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান। ঐ দিন সন্ধ্যায় মঠ প্রাঙ্গনে একটি ভাগবত-ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। পরমপুজ্যপাদ শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ আদি সকলে গৌরসুন্দরের বাণী কীর্ত্তন ক'রেন। ঐ দিন লোকাল থানার (সবং) O.C. এবং স্থানীয় B.D.O সাহেব সপরিবার মঠে এসে শ্রীল আচার্য্যপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নিকট বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীল গুরুদেব তাদের নিকট হিন্দু জাতির লক্ষণ সম্বন্ধে বলেন। ১১/৪/৮৮ তারিখে 'তেমাথানী' গ্রামের এক

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুত আগরওয়ালার বাসভবনে যান এবং তথায় "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং...." শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। প্রচারান্তে ১২/৪/৮৮ তারিখে ক'লকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কাশীধামে শ্রীপুরুষোত্তম ব্রত

শ্রীল আচার্য্যপাদ হরিকথা প্রচার ক'রতে ক'রতে ২৪/৪/৮৮ তারিখে মোগলসরাই স্থিত "শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গৌড়ীয় মঠে" শুভ বিজয় করেন। তথায় শ্রীবিগ্রহগণ একটি গৃহে সেবিত হ'চ্ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের বিশেষ ইচ্ছা সেখানে মন্দির নির্মাণ করা। তিনি পূর্বেই স্থান ঠিক করে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে মন্দির নির্মাণ কার্য্য শুরু করিয়ে ৩০/৪/৮৮ তারিখে কাশী ধামস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। সেখানে নব নির্মিত মন্দিরে পাঠ কীর্ত্তনাদির বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া দরকার এই চিন্তায় তিনি কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। ঐ সময় মঠে চন্দন-যাত্রা উপলক্ষ্যে প্রত্যহ পুষ্প-শৃঙ্গার প্রতি বৎসরের ন্যায় ধুমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। প্রত্যহ বহু ভক্তের সমাবেশ হ'তো। শ্রীল আচার্য্যপাদ বিশেষ বিশেষ ভক্তদের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করতেন। ১৬/৫/৮৮ তারিখ থেকে পুরুষোত্তম মাস বা মল মাস প্রবৃত্ত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই মাসটিতে বিশেষ ব্রত পালন করেন। তথাকার ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে শ্রীল গুরুদেব ব্রতের কিছুদিন কাশীতে অবস্থান করেন এবং তাঁর অপ্রাকৃত সঙ্গ লাভের সুযোগ দেন। তিনি প্রত্যহ স্থানীয় ভক্তদের নিয়ে "গোবিন্দ স্তব", ষট্ তত্ত্বের বন্দনা", শ্রীরূপ-গোস্বামি-বিরচিত" চৈতন্যাষ্টক আদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই সঙ্গে কিছু সময় শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম স্কন্ধের মূল শ্লোকগুলি পাঠ ও ব্যাখ্যা মুখে Class করেন। তাছাড়া প্রত্যহ বিকাল ৩ টা থেকে ৪ টা পর্য্যন্ত শ্রদ্ধালু ভক্তদের নিকট জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী মুখে আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে ভগবানের সৃষ্টিলীলা, চিন্ময়লীলা ও অবতার লীলার কথাও আলোচনা করেন।

কয়েকজন শিক্ষিত শ্রদ্ধালু মহিলা তাঁর নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে Smt. Lalita Pathak, Principal Agrasen Girls' Inter College, Smt. Archana Ghosh Principal, Durga Charan Girls' Inter College, Miss Rekha Paul M.A. Head Mistress, Sri Shanteswar Balika Vidya Mandir, Miss Anima Paul, B.A. এদের নাম উল্লেখ যোগ্য। Miss Rekha Paul M.A., B.Ed. এবং Miss Anima Paul B.A. তাঁর হরিকথায় আকৃষ্ট হ'য়ে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্বক তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। ২৮/৫/৮৮ তারিখে স্থানীয় ভক্তদের উৎসাহে শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ ইতিমধ্যে কয়েকজন স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্তের গৃহে গমন করেন। তিনি ৮/৫/৮৮ তারিখে শ্রীপাদ শিবদবাস্তব প্রভুর বাস ভবনে তদীয় কন্যাগণের আহ্বানে পদার্পণ করেন। ইতিপূর্বে গৌড়ীয় মিশনের ভূত পূর্ব আচার্য্য শ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরও উক্ত ভক্তের বাস ভবনে শুভাগমন ক'রেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ ভক্তিমতী কন্যা যশোদা দাসগুপ্ত ও তাঁর ভগ্নিদ্বয়ের প্রীতিতে তাঁর বাসভবনে গমন পূর্বক বৈষ্ণবগণের দ্বারা কয়েকটি কীর্ত্তন করান এবং পরে নিজেও কিছুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিন স্থানীয় শ্রদ্ধালু শ্রীমতী নির্ম্মলা ঘোষ এর বাসভবনেও গমন করে শ্রীহরি-কথা বলেন। ৯/৫/৮৮ তারিখে নিউকলোনী স্থিত শ্রীমতী যশোমতী সাহার সাদর আহ্বানে তদীয় বাস ভবনে গমন পূর্বক শ্রীহরি কথা কীর্ত্তন করেন। কাশীতে প্রচারান্তে ২৯/৫/৮৮ তারিখে কলিকাতায় ফিরে যান।

পরমভাগবত শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজের অন্তর্ধান

গৌড়ীয় মিশনের তৎকালীন মুখ্য সেবা-সচিব আচারবান্ পরমবৈষ্ণব শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ হঠাৎ ক'লকাতা গৌড়ীয় মঠে অপ্রকট লীলা করেন। ইনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্কিঞ্চন

শরণাগত বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল গুরুমহারাজের পূর্ণ আনুগত্যে সেবা ক'রেছেন। পরে শ্রীল আচার্য্যপাদের আচার্য্য লীলাতেও তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল। তিনি শ্রীল আচার্য্যপাদের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। উভয়েই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত হ'য়েও শ্রীল মহারাজ শ্রীল আচার্য্যপাদকে গুরুবুদ্ধি ক'রতেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের আচার্য্যলীলার শুরুতেও কিছু বিপত্তি দেখা দিয়ে ছিল। শ্রীল হৃষীকেশ মহারাজ কিন্তু অটল ছিলেন। তিনি দৃঢ়তা ও আনুগত্যের দ্বারা আচার্য্যপাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদও তাঁকে পরম বৈষ্ণবজ্ঞানে আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা ও প্রীতি ক'রতেন। ৬-৬-৮৮ তারিখে মহারাজের হঠাৎ অপ্রকটে শ্রীল আচার্য্যপাদ অন্তরে অত্যধিক ব্যথা পান। তিনি দু:খে ভেঙ্গে পড়েন। মহারাজের অপ্রাকৃত শরীরটিকে আলিঙ্গন ক'রে উচ্চ-স্বরে রোদন ক'রতে থাকেন। সেই দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলে নয়ন জলে ভাসতে থাকেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁর অপ্রাকৃত শরীরটিকে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ শ্মশান ঘাটে নিয়ে যান এবং দাহ সংস্কার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করেন। পরদিন উপস্থিত সকল বৈষ্ণবগণকে নিয়ে গৌড়ীয় মঠে বিরাট মহোৎসব ক'রেন। তিনি ইষ্টগোষ্ঠী মুখে বলেন — "পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ মিশনটিকে সাজিয়ে গিয়াছিলেন। আমি ও শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ তাঁর অনুসরণ করে চল্‌ছিলাম। তাঁর অপ্রকটের পর আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব এলো; তাতে শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছিলাম কিন্তু তিনিও অন্তর্ধান হ'য়ে গেলেন। আমিও আর বেশীদিন থাকবো না। আপনারা ভবিষ্যতে মিশনটিকে কিভাবে রক্ষা করবেন চিন্তা করুন। সকলে সঙ্গ সুখে সুখী হয়ে বাস করবেন। আমরা কেউ যেন নিজের স্বার্থের জন্য মঠবাসী না হই — অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভজনের জন্য মিশনের সমস্ত সুবিধাগুলি নেব, কোন দায়িত্ব গ্রহণ করবো না — এ যেন না হয়। তা হ'লে অন্যায় হ'বে। গুরুবর্গের তৈরী মিশন, আমরা তাঁদের ধারার সন্তান। তাঁদের সেবায় নিজকে উৎসর্গ ক'রতে হ'বে, যেমনটি শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ করে গেছেন।"
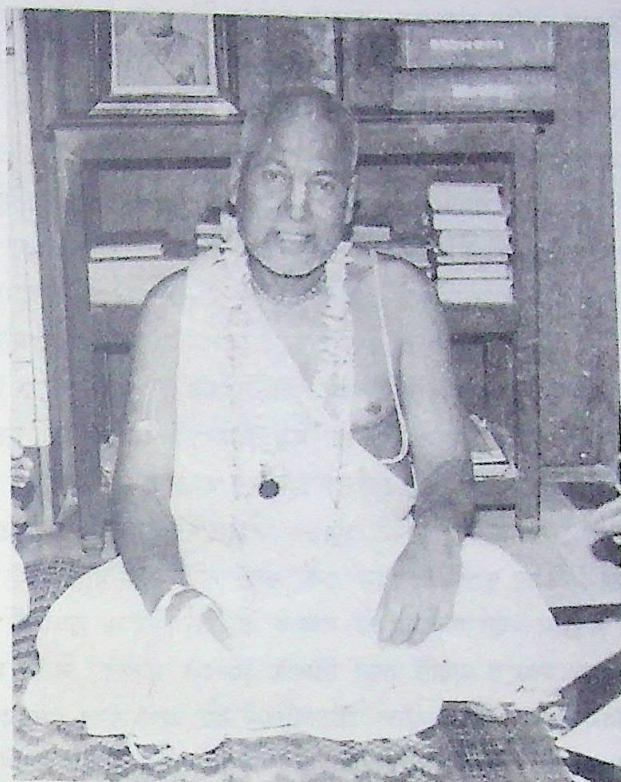
পরম পূজনীয় মহাভাগবত শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ

মোগলসরাই মঠ স্থাপন শ্রীল আচার্য্যপাদের এক উজ্জ্বল কীর্ত্তি

উত্তর প্রদেশের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে জংসন-যুক্ত একটি শহর এই মোগলসরাই। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রী গুরুমহারাজের সময় তৎকালীন কাশী-মঠের মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ শ্রীধর দাস ব্রহ্মচারীর বিশেষ চেষ্টায় ও আগ্রহে এখানে একটি প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে, ১৯৭৯ সালে, অল্পমূল্যে একটি ভূমি সংগ্রহ করা হয়। তৎকালীন সেক্রেটারী শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজের (আচার্য্যপাদ) বিশেষ চেষ্টায় উক্ত জমিতে

তিনটি ঘর নির্মাণ করা হয়। সময়ে সময়ে মিশনের প্রচারকগণ সেখানে বাস করে প্রচার করতেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ আচার্য্য আসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজের ইচ্ছায় এবং মিশনের অন্যান্য সভ্যগণের অনুমতিতে শ্রীল গুরু মহারাজের নামে এই প্রচার কেন্দ্রটিকে মঠে পরিণত করেন। তিনি ক'লকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজন কুটীরে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর গদাধর শ্রীবিগ্রহগণকে এবং সেই সঙ্গে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ গত ৯/৫/৮৫ তারিখে শ্রীরায় রামানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথিতে একটি ঘরে স্থাপন করেন এবং মঠটির নাম দেন "শ্রী ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ।" সেই থেকে উক্ত মঠ, মিশনের একটি অন্যতম শাখা-মঠ হিসাবে পরিগণিত হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীবিগ্রহগণকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ক্ষান্ত হ'ন নি। তাঁদের উপযুক্ত স্থানে স্থাপনের উদ্দেশ্যে গত ১৯৮৮ সালে পার্শ্বস্থ জমিতে নূতন মন্দির নির্মাণার্থে ভিত্তি স্থাপন করেন এবং দ্রুত গতিতে নির্মাণ কার্য্য চালাবার ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন মঠ-রক্ষক শ্রী অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর চেষ্টায় অতি অল্প সময়ে নয়টি চুড়া বিশিষ্ট বিশাল মন্দির, নাট্য মন্দির ও গুরুভবন নির্মিত হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ বহু অর্থ এবং সেবকাদি দিয়ে সাহায্য করেন। তিনি ২১/৪/৮৯ তারিখে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে তুমুল হরিসংকীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহগণকে নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি বিশাল সুসজ্জিত গাড়ীতে শ্রীশ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধা বিনোদ-কিশোরজীর বিগ্রহগণকে স্থাপন্ ক'রে নগর সংকীর্ত্তন শোভা যাত্রা সহকারে মোগলসরাই নগর ভ্রমণ ক'রিয়ে বেলা ১০ টায় শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ দিন বেলা ১১ টায় মঠের নব নির্মিত নাট্য মন্দিরে একটি ভাগবত-ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় খ্যাত নামা ব্যবসায়ী শ্রীদীনদয়াল আগরওয়াল প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ সহজ, সরল ভাষায় ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বলেন। প্রায় ২০০০ শ্রদ্ধালু সজ্জনকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। Mr. Ramjee Das Srivastava Advocate, Allahbad High Court, Mr. Monoj Sinha Maneger U.P. Cement Factory; Smt. Krishna Kumari Srivastava; Vice Principal Allahabad College; Sri

Ramapati Das M.Sc., Mr Ram Saran Agrawal, Member Bishwa Hindu Parisad আদি বিশিষ্ট সজ্জন উক্ত মহোৎসবে যোগদান করেন।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীল গুরুমহারাজের আবির্ভাব তিথি পালন

২০/১২/৮৯ তারিখে শ্রীল আচার্য্য পাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরু মহারাজের ৯৪ তম বর্ষপূর্তি আবির্ভাব তিথি বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীসারস্বত শ্রবণ সদনে একটি সুসজ্জিত Pandal এ শ্রীল গুরু মহারাজ ও শ্রীল প্রভুপাদের বড় আলেখ্য স্থাপন করা হয়। ১০ টার থেকে শ্রীল গুরু মহারাজের মহিমা সূচক কীর্ত্তন শুরু হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ ১২ টায় শ্রীল গুরু মহারাজের ও গুরুবর্গের আরতি করেন এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তারপর তিনি শ্রীল গুরু মহারাজের অপার মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন প্রসঙ্গে তিনি বলেন— "যাঁহারা অত্যন্ত অজ্ঞ, শাস্ত্র বোধ যাঁহাদের মোটেই নেই, শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁহাদেরও বিগ্রহ সেবা ও নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা খুব সহজে ভক্তি পথে পরিচালিত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইয়াছেন— ভগবান্ এখনও তাঁহার বাচ্য ও বাচক স্বরূপে প্রকটিত আছেন। শ্রীল গুরু মহারাজ ভক্ত সঙ্গে বাচ্য স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ সেবা ও বাচক স্বরূপ নাম সংকীর্ত্তনের সেবা, যে রূপে দেখাইয়াছেন তাহা এখনও মঠে তাঁহার কৃপাতে বিরাজিত আছে। মহাঅর্চন ও মহাসংকীর্ত্তন করিতে হইলে বহু ভক্তের প্রয়োজন। সেইজন্য শ্রীল গুরু মহারাজ বিশেষ বিশেষ তিথিতে সকল ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়া লইতেন। তিনি ভক্তির এই দুইটি অঙ্গের প্রবর্ত্তন করিয়া বহু অনর্থগ্রস্থ জীবকে কৃপা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভক্তির এই দুইটি অঙ্গের প্রভাব এখনও আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুন্দরভাবে রহিয়াছে। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে এত সুন্দরভাবে শ্রীবিগ্রহ সেবা ও নাম সংকীর্ত্তনের

অনুষ্ঠান হয় না। শ্রীল গুরুমহারাজের এই অবদান অভূতপূর্ব।" অনুষ্ঠান অন্তে ১০০০ ভক্ত মহা প্রসাদ সেবা করেন।

বোম্বাই শহরে নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন

বোম্বাই শহরে শ্রীল প্রভুপাদ ২২- আগষ্ট ক্রান্তি মার্গ স্থিত একটি ভাড়া বাড়ীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেছিলেন। উক্ত ভাড়া বাড়ীতেই শ্রীবিগ্রহগণ বহুদিন যাবৎ সেবিত হচ্ছিলেন। শ্রীল গুরু মহারাজ নিজস্ব ভূমি সংগ্রহের জন্য মিশনের সেবকগণকে বারবার উৎসাহিত করেছেন কিন্তু উপযুক্ত কোন ভূমি তাঁর প্রকটকালে সংগৃহীত হয়নি। শ্রীল আচার্য্যপাদের আচার্য্য-লীলায় তৎকালীন সেবাসচিব শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, বোম্বে মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ পর্বত মহারাজ ও তাঁর Assistant শ্রীপাদ দামোদর দাস ব্রহ্মচারীর বিশেষ চেষ্টায় ১৯৮৯ সালে মহারাষ্ট্র গভর্ণমেন্ট এর কাছ থেকে বান্দ্রা অঞ্চলে একটি ভূখণ্ড সংগৃহীত হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদ গত ৪/৫/৮৯ তারিখে উক্ত নূতন সংগৃহীত ভূমিতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভূমি পূজা করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় খ্যাতনামা Social Worker Mr. P.I. Meheta এবং তথাকার Contractor & Builder Mr. Surendra Nath Kapoor প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও Justice Dr. Radhika Mohan, Sjt. O.P. Mittal, Sjt. Gobinda Das, T.D. Sukla, N. Tirupati, M.P. Dutta আদি বিশিষ্ট সজ্জনগণের উপস্থিতিতে শ্রীল আচার্য্যপাদ হিন্দী ভাষায় শ্রীমন্দির নির্মাণের উপযোগিতা বিষয়ে এক ঘন্টা কাল যাবৎ একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। বৈষ্ণব হোমাদি ক্রিয়াও যথাবিধি সম্পন্ন হয়। ঐ সময় শ্রীল আচার্য্যপাদ তথায় ১০ দিন অবস্থান পূর্বক বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁর বীর্যবতী বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে এক সুবিখ্যাত কোম্পানীর ম্যানেজার Mr. R. Padmanavan বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করেন এবং দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রী পদ্মলোচন দাস ব্রহ্মচারী নাম ধারণ করেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল আচার্য্যপাদের নিকট সন্ন্যাস

ধর্ম অবলম্বন পূর্বক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তি স্বরূপ তীর্থ মহারাজ নাম ধারণ করেন এবং মিশনের অন্যতম প্রচারক রূপে খ্যাত হন।

শ্রীল আচার্য্যপাদ পুনরায় ২৩/৪/৯০ তারিখে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু ক'রবার অভিপ্রায়ে বোম্বে শুভ বিজয় করেন এবং ২৭/৪/৯০ তারিখে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঐ দিন মঠ প্রাঙ্গনে একটি সম্মেলনে বহু ভক্ত উপস্থিত হয়ে মন্দির নির্ম্মাণে উৎসাহ প্রদান করেন এবং শ্রীল আচার্য্যপাদের শ্রীহস্তে বহু অর্থ প্রদান করেন। তারপর থেকে নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুত গতিতে শুরু করা হয়।

হলদিয়া শহরে গৌড়ীয় মিশনের নূতন শাখা মঠ স্থাপন

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় হলদিয়া বন্দর অবস্থিত। হলদিয়া ক্রমে ক্রমে একটি শহরে পরিণত হয়। মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ ঐ অঞ্চলে প্রচার ক'র্তেন। তাঁর বিশেষ চেষ্টায় এবং স্থানীয় ভক্তগণের ইচ্ছায় উক্ত শহরে একটি ভূখণ্ড সংগৃহীত হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের ইচ্ছায় উক্ত স্থানে একটি মঠ নির্ম্মাণ করে প্রচার ক'রবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি ২৯/৩/৯১ তারিখে সদলবলে হলদিয়া শহরে পদার্পণ করেন। ঐ দিন একটি বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ক'রে শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করা হয়। পরদিন ৩০/৩/৯১ তারিখে শ্রীকৃষ্ণের বাসন্ত রাস পূর্ণিমার শুভ লগ্নে শ্রীল আচার্য্যপাদের কর- কমলে নব মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। হোমাদি ক্রিয়া শ্রীপাদ ভক্তি নিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ সম্পন্ন করেন। সারাদিন Pandal এ হরিকীর্ত্তন চল্‌তে থাকে। রাত্রে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ছায়াচিত্র যোগে গৌর-লীলা প্রদর্শন ক'রেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ নূতন শাখা মঠটির নাম দেন "শ্রীগৌর গোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ।"

সেবক বৎসল শ্রীল আচার্য্যপাদ

শ্রীল আচার্য্যপাদ অত্যন্ত সেবক-বৎসল ছিলেন। তিনি তাঁর আশ্রিত বা পূর্ব গুরুবর্গের আশ্রিত কোন সেবকের কষ্ট দেখতে পারতেন না। আপন জ্ঞানে তাদের সুবিধা অসুবিধার দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। তাদের পারমার্থিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক (শারীরিক) স্বাস্থ্যের দিকেও তীব্র দৃষ্টি রাখতেন। কোন সেবক অসুস্থ হলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা হচ্ছে কিনা দেখতেন। কেউ কাপড় জামার বা শীত বস্ত্রের অভাব অনুভব করলে নিজের গায়ের বস্ত্রই দিয়ে দিতেন অথবা প্রণামী - টাকা খরচ করে কিনে দিতেন। তাদের কষ্টে কষ্ট অনুভব করতেন। তাঁর আশ্রিত একজন সেবক শ্রীদীনদয়াল ব্রহ্মচারী লাল-কাপড় মঠ বাসী ছিলেন। তাঁর বয়স ৩০-৩৫ বৎসর ছিল। তিনি সব রকম সেবায় খুব উৎসাহী ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে থেকে সেবাদি ক'রছিলেন। হঠাৎ বাস দুর্ঘটনায় ১৭/৭/৯১ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। এই দু:সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীল গুরুদেব এই দু:সংবাদ পাওয়া মাত্র ক্রন্দন করতে থাকেন। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং দুই হাত প্রসারিত করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে থাকেন — "হে প্রভু, তুমি নিজমুখে বলিয়াছ যাহারা তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর তোমার সুখ - চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন, তাহারা নিশ্চয়ই অন্তিমে তোমাকেই লাভ করেন। তাই আমার একান্ত প্রার্থনা - এই একনিষ্ঠ সেবককে তুমি তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও।" এইভাবে শ্রীল আচার্য্যপাদ কাতর প্রার্থনা জানান। তিনি উক্ত সেবকের গুণ স্মরণ ক'রে বলতে থাকেন — "এরূপ সেবক মিশনে দুর্লভ। আমি যখন যেখানে পাঠাইয়াছি বিনা প্রতিবাদে এবং প্রীতি সহকারে তাহা পালন করিয়াছেন। ভগবৎসেবা - চিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন অভিলাষ ছিল না। মৃত্যুর সময়ও তিনি সেবা চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন।" এইরূপে শ্রীল আচার্য্যপাদ বেশ কিছুদিন যাবৎ তার মহিমা কীর্ত্তন করতে থাকেন।

আসামে শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ স্থাপন

মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ বহুদিন যাবৎ আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার ক'রছিলেন। ইতিপূর্বে লালা শহরে তাঁর চেষ্টাতেই মিশনের একটি অন্যতম শাখা শ্রীরাধা গোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হয়। তিনি শিলচর, করিমগঞ্জ, হোজাই আদি স্থানেও বিপুলভাবে প্রচার করছিলেন। তাঁর প্রচার কার্য্যে আকৃষ্ট হয়ে শিলচর নিবাসী ধনাঢ্য শ্রীহিমাংশু পাল মহাশয় করিমগঞ্জে মঠ ক'রবার জন্য নিজস্ব ভূখণ্ড দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ সাগর মহারাজের বিশেষ আবেদনে সেবক অভাব সত্ত্বেও শ্রীল আচার্য্যপাদ স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীল আচার্য্যপাদের নামে উক্ত মঠের নাম দেন "শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ।" প্রথমে উক্ত ভূমিতে কয়েকটি গৃহ নির্ম্মাণ করা হয় এবং শ্রীল আচার্য্যপাদের কৃপা নির্দ্দেশে ২১/১১/৯১ তারিখে তথায় শ্রীগৌর রাধা - গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হ'ন। শ্রীল আচার্য্যপাদের শ্রীঅঙ্গ সুস্থ না থাকায় তাঁর নির্দ্দেশে তৎকালীন মুখ্য সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তি গুণাকর গোস্বামী মহারাজ উক্ত প্রতিষ্ঠা - কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। মিশনের অন্যতম প্রচারকগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। একটি বিশাল শোভা যাত্রার মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহগণকে শহরের মুখ্য মুখ্য স্থানের মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করিয়ে মঠে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঐ সময় মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন ধ্বনিতে শহরের আকাশ বাতাস মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল। পরদিন ২২/১১/৯১ তারিখে মঠ প্রাঙ্গনে এক বিরাট ভাগবত ধর্ম্ম সভায় প্রধান অতিথি Ex. Chairman Assam Public Service Commission; Sri Ranendra Mohan Das M.L.A. এর উপস্থিতিতে মিশনের প্রচারকগণ মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন।

বোম্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠের নব নির্মিত বিশাল মন্দিরের উদ্‌ঘাটন মহোৎসব

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ ১৯৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে বেশ কিছুদিন অসুস্থ লীলা করেন। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল বোম্বের মন্দির উদ্‌ঘাটন করা। অসুস্থ অবস্থাতেও বোম্বের জন্য তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন। তাঁর প্রিয় ভক্তগণ তাঁর অসুস্থ অবস্থায় যা কিছু প্রণামী বা ফলাদি সেবার জন্য অর্থাদি দিতেন তা সব বোম্বের মন্দির নির্ম্মাণের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। মন্দিরের কার্য্য প্রায় আড়াই বৎসর ধরে চলতে থাকে। ১৯৯২ সালের শেষের দিকে মন্দিরটির কার্য্য মোটামুটি শেষ হয়। ১০/১১/৯২ তারিখে শ্রীকৃষ্ণের রাস পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব ধার্য করা হয়। শ্রীল গুরুদেব তখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। তিনি তাঁর সেবক শ্রীধ্রুবপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী এবং প্রিয় শিষ্যা ডাক্তার শ্রীমতী হেলেনা (হরিপ্রিয়দেবী) রায়চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে বিমান যোগে ৩/১০/৯২ তারিখে কাশী আসেন। কাশীতে শ্রীহরি - গুরু - বৈষ্ণব সেবা - প্রাণা শ্রীযুক্তা যশোদা দেবীর মঠসংলগ্ন নব নির্মিত বাস ভবনের প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন করেন। তারপর এলাহাবাদে কিছুদিন বিশ্রাম করেন। প্রায় এক মাস কাল তথায় বিশ্রাম ক'রবার পর লক্ষ্ণৌ হ'য়ে বিমান যোগে ৬/১১/৯২ তারিখে বোম্বে রওনা দেন। বোম্বে বিমান বন্দরে প্রায় তিন শতাধিক ভক্ত সংকীর্ত্তন সহযোগে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। সুসজ্জিত Car এ তাঁকে বান্দ্রা স্থিত নূতন মঠে আনা হয়। শ্রীল গুরুদেব মঠটি পরিদর্শন ক'রে খুবই আনন্দিত হন। ১০/১১/৯২ তারিখে শ্রীকৃষ্ণের শুভ রাস পূর্ণিমা তিথিতে মহা সমারোহের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহগণকে নব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ দিন তাঁর নির্দ্দেশে এক বিরাট নগর কীর্ত্তন শোভাযাত্রার মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহগণকে পুরাতন ভাড়া বাড়ী থেকে ময়ূরাকৃতি মোটর যানে বসিয়ে নূতন মন্দিরে আনা হয়। পুরো বোম্বে শহর হরিকীর্ত্তন ধ্বনিতে মুখরিত

শ্রীল আচার্য্যপাদ প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই শহরস্থ নবনির্মিত বিশাল শ্রীমন্দির

হয়। শ্রীল গুরুদেব তাঁর প্রাণপ্রিয় বিগ্রহগণকে শ্রীমন্দিরে স্থাপনের সময় প্রেমে গদ গদ হয়ে শ্রীচরণে চন্দন যুক্ত ফুল তুলসী প্রদান করেন এবং প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শেষ কাজটি সুসম্পন্ন করতে পেরে হৃদয়ে খুব উল্লাস অনুভব করেন। শ্রীবিগ্রহগণকে বিশাল মন্দিরে স্থাপনের পর তিনি প্রেমভরে আরতি করেন। ঐ দিন পার্শ্বস্থ একটি ভূখণ্ডে সুসজ্জিত বিশাল Pandal এ ভাগবত-ধর্ম্ম সভার আয়োজন করা হয়। মিশনের প্রচারকগণ ও কীর্ত্তনীয়াগণ বিপুলভাবে হরিকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করেন। পরপর কয়েকদিন নগর সংকীর্ত্তনেরও ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় বহু শ্রদ্ধালু ধনাঢ্য ব্যক্তি মন্দির দর্শনে আসেন। তারা অপূর্ব বিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীল আচার্য্যপাদের দর্শন লাভ করে ধন্য হ'ন। ১২/১১ তারিখে মঠে শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেব গুরু শিষ্যের মধুর সম্বন্ধ বিষয়ে সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। উৎসবান্তে শ্রীল গুরুদেব সমাগত মিশনের বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণকে আর্শীবাদ দিয়ে নিজ নিজ স্থানে প্রেরণ করেন এবং নিজে তথায় কিছুদিন বিশ্রাম করবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেন।

অন্তর্ধান লীলা

বোম্বাই-এর পরিবেশ কিছুটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল দেখে শ্রীল আচার্য্যপাদ তথায় অবস্থান ক'রতে থাকেন। তথাকার ভক্তগণও তাঁকে পেয়ে খুব আনন্দিত হ'ন। ধীরে ধীরে শরীরে সুস্থতা অনুভব করেন। প্রায় তিন মাস কাল তথায় অবস্থান ক'রবার পর ১৪/২/৯৩ তারিখে কলিকাতা ফিরবেন এইরূপ প্রোগ্রাম হয়েছে, প্লেনের টিকিটও হয়েছে। ১১/২/৯৩ তারিখে বোম্বাই এর বৃহদ্ মন্দিরটি হেঁটে হেঁটে পরিদর্শন করেন। কোনরকম কোন অসুস্থতা বা অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায় নি। হঠাৎ ১২/২/৯৩ তারিখের ভোরে মিশনের সমস্ত শিষ্য শিষ্যা বর্গকে গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত ক'রে তিনি শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের

নিশান্ত লীলায় প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মান্তিক সংবাদ মিশনের হেড অফিস ও অন্যান্য শাখা মঠে ছড়িয়ে পড়ে। মিশনের কর্তৃপক্ষ ছুটে যান বোম্বে। তাঁর অপ্রাকৃত, দিব্য দেহটিকে বিমান যোগে কলিকাতায় আনা হয়। তাঁর চিন্ময় শরীর নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীগোদ্রুম ধামে শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে আনা হয়। ১৪/২/৯৩ তারিখ বেলা ১ টা ১৫ মিনিটে শুভ লগ্নে গোদ্রুমস্থ তাঁর ভজন কুটীরের মধ্যে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মিশনের বিভিন্ন শাখা মঠ থেকে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ ছুটে আসেন তাঁর অপ্রাকৃত শরীরের শেষ দর্শনের জন্য। গোদ্রুমে, মিশনের হেড অফিস- কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে ও অন্যান্য শাখা মঠে তাঁর বিরহোৎসব পালন করা হয়।

মিশন-সেবাই ছিল তাঁর ব্রত

শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ জন ছিলেন। প্রকৃত গুরু সেবক ছিলেন তিনি। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সেবা ভিন্ন অন্য চিন্তা করেন নি। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা তাঁকে তাঁর ব্রজাভিযানের পথে বাধা দিতে পারে নি, এ রূপ সেবানিষ্ঠ ছিলেন তিনি। তিনি ব্যক্তিগত ভজনের প্রাধান্য দেন নি বা "নিজে কোন দিন কোন ধামে বাস করে কিছুদিন ভজন করবো" এরূপ চিন্তা করেন নি। তিনি গুরুসেবাতেই সিদ্ধি লাভ হয় এটা বুঝেছিলেন। তিনি প্রায়ই গীতার — "য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়:"।। — এই শ্লোকটির কথা বলতেন। তিনি বল্‌তেন "হরি কথাই আমাদের প্রাণ।" তাঁর জীবনটি ছিল হরি - সেবাময়। তিনি চিদ্বিলাসী ছিলেন। ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র বিচারধারাকে মনে কোনদিন স্থান দেন নি। তিনি গুরুগৃহকে অর্থাৎ মিশনকে অত্যন্ত আপন করে দেখতেন। ব্রহ্মচারী অবস্থা থেকে শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত মিশনের সেবা চিন্তা তাঁকে ভগবদ্ধামে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা, ঘুঁটে
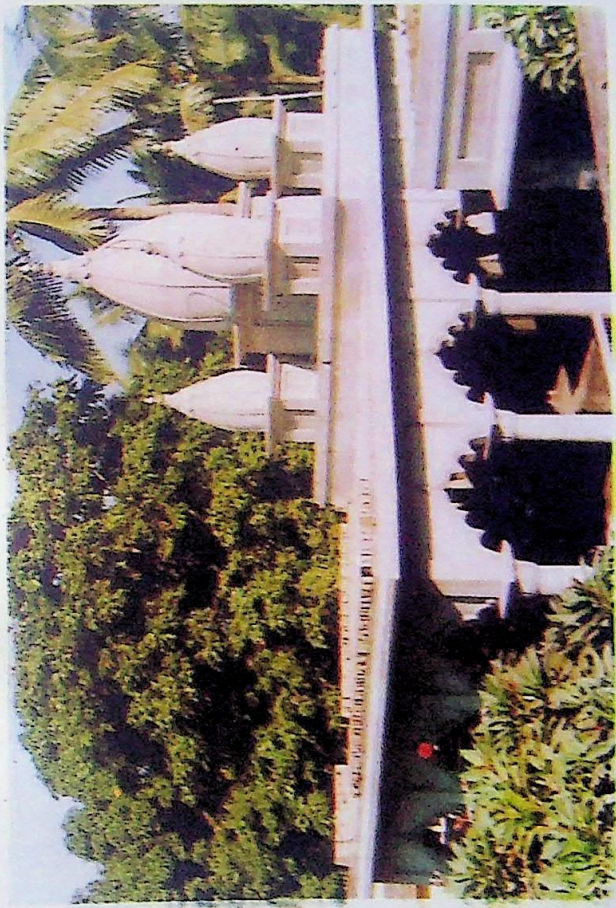
শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীল আচার্য্যপাদের নবনির্মিত সমাধি মন্দির

দেওয়া থেকে নিয়ে কোন সেবাই বাদ দেননি। কেননা তিনি জানতেন গুরুগৃহের সেবা চিন্ময় সেবা, গোলকের সেবা। তিনি জগতের সব কিছুকেই ভগবানের বৈভবরূপে দেখতেন। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুতেই ভগবানের বিরাট রূপ কল্পনা করতেন। প্রাকৃত দর্শন তাঁর ছিল না এবং ভক্তদেরও ঐ দর্শন দান ক'রবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছেন। শিষ্য বর্গকে সঙ্গ সুখ অনুভব করতে বলতেন। পরস্পর ভক্তদৃষ্টিতে দেখতে বলতেন। কিন্তু আমরা নিতান্ত হত-ভাগ্য তাই তাঁর কথা গ্রাহ্য করি নাই। তিনি যে কত মহান্, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি নাই। তাই তিনি শেষের দিনগুলিতে কলিকাতা অবস্থান কালে বহু আক্ষেপ ক'রে গেছেন। তাঁর হৃদয় বুঝবার মত, তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ ক'রার মত আধার না দেখতে পেয়ে তিনি ক্রন্দন করে ভগবানের নিকট প্রার্থনাও জানিয়েছেন — কারণ মিশনটি ছিল তাঁর প্রাণ-কেন্দ্র স্বরূপ।

তৃণাদপি সুনীচতার মূর্ত্ত বিগ্রহ

শ্রীল আচার্য্যপাদ ছিলেন তৃণের ন্যায় সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু। তাঁর আচার্য্য লীলায় স্পষ্টভাবে তা আমরা দেখতে পাই। তাঁর আচার্য্য লীলার প্রারম্ভেই একটা ঝড় উঠেছিল। মিশনের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাকামী তাঁর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এমনকি সর্বসমক্ষে সভামধ্যে তাঁকে অপমানিত অপদস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীগণ নিশ্চয়ই জানেন কতখানি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা-গুণের ভাণ্ডারী ছিলেন তিনি। বস্তুতপক্ষে ঐ সকল গুণ থাকাও তাঁর মধ্যে কোন অস্বাভাবিক নয়। কারণ আমরা জানি স্বত:সিদ্ধ মহাজনগণ ভগবানের গুণে গুণী। "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে" এই শাস্ত্র বাক্যই তাঁর প্রমাণ। তিনি কিন্তু কখনই নিন্দুকগণের অমঙ্গল চাননি। তাঁর মুখে আমরা বহুবার তাদের মঙ্গল কামনা করতে শুনেছি। কারণ মহতের লক্ষণই এই। আমরা দেখেছি, তাঁর মধ্যে গুরু অভিমান ছিল না। নিজকে শিষ্য জ্ঞান

করতেন তিনি। যখন তাঁকে ভক্তগণ আরতি করতেন, ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কীর্ত্তনটি গাইতে থাকতেন। শিষ্যরা প্রণাম করলে তিনিও মনে মনে গুরুবুদ্ধিতে প্রণাম করতেন। শিষ্যরা তাঁর আরতি করছে আর তিনিও তাঁর গুরুবর্গকে যেন আরতি করছেন এইরূপ দেখা যেত। তাঁকে অনেকেই ভুল বুঝেছেন, কিন্তু তিনি কাউকে ভুল বুঝেননি, তাঁর কৃপা থেকে কাউকে বঞ্চিত করেন নি। তিনি গুরুবর্গের সেবা জ্ঞানে দীন চিত্তে সেবা ক'রে গেছেন তাই তো ভগবান্ তাঁকে অতি অনায়াসে আদর করে নিজের কোলে টেনে নিয়েছেন। তাঁর স্বহস্ত লিখিত সুন্দর বিচার ধারা ও তত্ত্বপূর্ণ একটি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। —

স্নেহাশীর্ব্বাদ ভাজনাসু—

মানি- [illegible]-সেবিকা- আমার- স্নেহাশীর্ব্বাদ
প্রসন্ন জানিবে। তোমার- ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া সুখী-
হইয়াছি। তুমি শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া
শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট তোমার হৃদয়ের- কথা যাহা
দীনতার সহিত নিবেদন করিয়াছ। এইরূপ দীনতার-
সহিত শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ করিবে।
তুমি শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্যে অত্যাধিক আনন্দ
ও সেবায় উৎসাহলাভ কর এবং তাঁহার করুণাকেও
নিরন্তর অনুভব কর। এই প্রকার দৈন্য ভক্তের
জীবনে সম্বল। এই দৈন্যই ভক্তির জীবন। শ্রীহরি-
গুরু-বৈষ্ণব সেবা করিতে হইলে সেবা কালে [illegible]
[illegible] এই প্রকার দৈন্য যদি না হয় তাহা হইলে সেবায়
সুযোগ্যতা আসে না; সেই সেবা প্রকৃত সেবায় [illegible]
হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। তুমি
শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত হইয়াছ এই প্রকার দৈন্য

শ্রীল আচার্য্যপাদের মহিমা সূচক একটি গীতি :—

জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়
শ্রী ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত।
গোস্বামী ঠাকুর জয় পরম করুণাময়
তোমার মহিমা গা'ব কত।।

গৌড়ীয় গগন মাঝে উদিলে নবীন সাজে
তব কৃপা কহন না যায়।
শ্রীভক্তি বিনোদ ধারা তায়ে হলে মাতোয়ারা
নিবেদিলে আত্মেন্দ্রিয়কায়।।

জগদ্গুরু প্রভুপাদ (বৈষ্ণব) রাজসভার পাত্ররাজ
তোমাতে তাঁহার গুণ দেখি।
সম্বন্ধ বিজ্ঞান দানে উল্লসিত ক্ষণে ক্ষণে
নিরলস চেষ্টাতব লখি।।

শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় হরি কীর্ত্তন ছাড়া না যায়
মায়া তবে করে আক্রমণ।
প্রভুপাদের এই বাণী সেবায় দিলে জীবনখানি
তবগুণ না যায় গণন।।

প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানে ঝড় উঠিল গগনে
প্রকটাচার্য্যের হৈলে অনুগত।
গুরু নিত্যানন্দ শক্তি তাতে কৈলে দৃঢ় ভক্তি
বঞ্চিত হইল কতশত।।

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে আনি
তবু ব্রহ্মার বন্দ্যনীয় হয়।
আচার্য্যদেবের লীলা দেখিয়াও না ছাড়িলা

এ আচরণ সহজ কভু নয়।।

ঔড়ুলোমি মহাজন প্রেম কৈল বিতরণ
তুমি তার নিত্যসঙ্গী হয়ে।
গুরুগৃহের বৈভব বাড়াইলে অসম্ভব
তব চেষ্টা বুঝে কয় জনে।।

আচার্য্য লীলায় তব বহুবিঘ্ন উপজিল
সহিতে বা পারে কয় জন ?
তোমার সহন শক্তি যেন কাষ্ঠে সুপ্ত অগ্নি
'তৃণাদপি' কৈলে আচরণ।।

তুমি ভাগবত প্রাণ শাস্ত্র দৃষ্টি কৈলে দান
সত্য তব 'ভাগবত' নাম।
ভাগবতের মহিমা বিশ্বে ব্যাখানিলে পঞ্চমুখে
নেত্রভরি বহে অশ্রুধার।।

জীব মোহ নিদ্রাগত জাগাতে বৈকুণ্ঠ দূত
পত্রিকা পাঠাও ঘরে ঘর।
পূর্বে ছিল ত্রৈমাসিক তব ইচ্ছায় হ'ল মাসিক
'ভক্তি পত্র' নামটি সুন্দর।।

গৌরবাণী প্রচারিতে কিবা চেষ্টা তব চিত্তে
ধাম বাস না কৈলে গণন।
আহার নিদ্রা বিসর্জন হরি কথা তব জীবন
ধন্য ধন্য তুমি মহাজন।।

প্রকটাচার্য্যের নিত্যারতি প্রকাশিলে মহামতি
জয়বন্দনার কৈলে সংশোধন।
বিগ্রহ আরতি অন্তে পঞ্চতত্ত্বের পদ প্রান্তে
প্রার্থনা কৈলে প্রবর্ত্তন।।

অন্ধ নাবালক যত শাস্ত্রজ্ঞান শূন্য হত
হাতে ধরি শিখাইলে তত্ত্ব।
স্কুলের শিক্ষক যেও এমত না করে কেহ
কে বর্ণিবে তোমার মহত্ত্ব ?

নিন্দুক পাষণ্ডি যারা তব নিন্দা কৈল তারা
তাহাদেরও বাঞ্ছ তুমি হিত।
অদোষ-দরশী তুমি না লইলে দোষ গণি
কে বা বুঝে তোমার সে রীত।।

তুমি নিত্য সিদ্ধ গুরু তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু
পুরাওগো এ দীনের আশ।
দেহ রক্ত জল করি যে ধারা রক্ষিলে তুমি
সাধ বড় হইতে তার দাস।।